সেবা প্রকাশনী

www.BanglaPdfBoi.Com Exclusive

রাডইয়ার্ড কিপলিং

কিম

অনুবাদঃ বিশু চৌধুরী

অহর

কিম

রাডইয়ার্ড কিপলিং/বিশু চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

লাহোর মিউজিয়াম। লোকে বলে আজব ঘর। নাম জমজম। দু'দিকে দু'পা ছড়িয়ে কামানের ওপর বসে আছে একটি ছেলে। যেন ঘোড়ার পিঠে চেপেছে সে। অবশ্য এর আগে সামান্য কসরত করতে হয়েছে ওকে। আগে থেকে বসে থাকা লামাদিন নামের আরেকটি ছেলেকে এক লাথিতে মাটিতে ফেলে দিতে হয়েছে।

এই ছেলেটির নাম কিম। পিতা কিম্বল ও' হারা ছিলেন আইরিশ রেজিমেন্ট-এর সার্জেন্ট। অবসর নেয়ার পর যোগ দেন সিন্ধু, পাঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়েতে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর স্ত্রী কলেরায় মারা যাওয়ায় সবকিছু অন্যরকম হয়ে গেল তাঁর। সারাদিন মদের নেশায় ডুবে থাকেন। কাজকর্মে যান না। টাকা পয়সাও তেমন নেই। সম্বল শুধু তিন টুকরো কাগজ। ছেলেকে স্বপ্ন দেখান তিনি, ওই তিনটুকরো কাগজই একদিন ওকে যোগ্য মানুষ বানিয়ে দেবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার কর্নেল নিজে ঘোড়ায় চেপে কিমের কাছে আসবেন। সেই সেনাবাহিনীর প্রতীক থাকবে–সবুজ মাঠে লাল ষাঁড়।

বেশিদিন বাঁচলেন না ও' হারা। শিশু কিমের ভার নিলেন এক ধাত্রী। কিমের বাবার সেই তিনটুকরো কাগজ একটি চামড়ার খাপে ভরে সেলাই করে কিমের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন সেই মহিলা।

লাহোর শহরে বড় হচ্ছে কিম। দিল্লী গেট থেকে ফোর্ট ডিচ্ পর্যন্ত সবকিছু ওর নখদর্পণে। বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে ওর ওঠাবসা। লোকেরা ওকে ডাকে 'লিটল ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্লড'–ছোট্ট জগদ্বন্ধু। আকৃতিতে ছোটখাট কিম, চোখে পড়ার মত নয়। সারাদিন হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ায়, কখনও মিছিলের পেছনে, কখনও বরযাত্রীর দলে। রাত গভীর হলেই রহস্যের সন্ধানে বের হয় সে, ঘুরে বেড়ায় এ-বাড়ি ওবাড়ির ছাদে।

'এই ছোঁড়া, নেমে আয়। এবার আমি চড়ব,' মিষ্টি দোকানদারের ছেলে আবদুল্লা চেঁচিয়ে বলল কিমের উদ্দেশে।

'তোর বাপ বানায় মিষ্টি, আর তোর মা হলো ঘি-চোর,' উল্টো টিটকারি শুরু করল কিম। হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সে, দৃষ্টির সামনের দিকে। মতিবাজারের দিক থেকে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রায় ছয়ফুট লম্বা লোকটি। গায়ে কয়েক ভাঁজ দেয়া কালো মোটা কাপড়ের পোশাক। কোমরে ঝুলছে লোহার তৈরি একটি কলমের খাপ। সঙ্গে কাঠের তৈরি জপমালা। মাথায়

বিশাল আকৃতির টুপি। হলদেটে মুখমণ্ডলে কুঁচকানো বলীরেখা।

'লোকটা কে রে?' নিচে দাঁড়িয়ে থাকা আবদুল্লাকে প্রশ্ন করল কিম।

'খুব সম্ভব একজন মানুষ,' জ্ঞানী ব্যক্তির মত জবাব দিল আবদুল্লা।

'মানুষ যে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে ভারতীয় নয়,' বলল কিম।

আগন্তুক আরও কাছে এগিয়ে এল। জাদুঘরের সামনে থেমে পুলিশটিকে কি যেন জিজ্ঞেস করল। পাঞ্জাবী পুলিশ কিছুই বুঝতে পারছে না। চিৎকার করে কিমকে ডাকল সে, 'এই ছোঁড়া, দেখ তো এই লোকটি কি বলছে?'

এক লাফে নিচে নামল কিম। বলল, 'ওকে এখানে পাঠিয়ে দাও। লোকটি পরদেশী আর তুমি একটি মোষ।'

কিমের দিকে এগিয়ে এল আগন্তুক। জিজ্ঞেস করল, 'এই ছেলেরা ওটা কি?' জাদুঘরের দিকে দেখাল বুড়ো।

'আজবঘর,' জবাব দিল কিম।

'আহ! আজবঘর। তো পয়সা ছাড়া কেউ কি ভেতরে যেতে পারে?'

'সবাই পারে কিনা জানি না। তবে আমি পারি।'

'কথাটা আমার জানা ছিল না,' কাঠের মালা জপতে জপতে জাদুঘরের দিকে এগিয়ে চলল লোকটি।

'বাড়ি কোথায় তোমার? কোত্থেকে এসেছ?' বুড়োর সঙ্গী হয়েছে কিম।

'অনেক দূরে কৈলাশেরও আগে থেকে রওয়ানা হয়ে কুলু পার হয়ে এসেছি আমি। ওই যে দূরের পাহাড়গুলো দেখছ, সেদিক থেকে,' হাতের আঙুলে দিক নির্দেশ করে লোকটি বলল, 'ওখানে বাতাস বড় নির্মল, পানি বড় শীতল।'

'লোকটি মনে হচ্ছে চীনা,' আবদুল্লা বলল।

'না, আমি চীন দেশের নই। আমার দেশ তিব্বত। আমি লামা, তোমাদের ভাষায় গুরু।'

'তিব্বতী গুরু! এরকম গুরু আমি আগে কখনও দেখিনি।'

'আমরা বৌদ্ধ। আশ্রমে থাকি। মরার আগে আমাদের চারটি পুণ্য স্থানে যেতে হয়। সে উদ্দেশেই বেরিয়েছি আমি, ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল বুড়ো।

'খাওয়া দাওয়া হয়েছে?' প্রশ্ন করল কিম।

'এখনও আমার খাবার ইচ্ছে হয়নি,' একটু থেমে বলল বুড়ো। 'এই আজব ঘরে নাকি বিচিত্র সব জিনিস আছে, কথাটি কি সত্যি?' লামা প্রশ্ন করল।

'এসো আমার সঙ্গে, আমি সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে,' লোকটিকে সাথে নিয়ে জাদুঘরে ঢুকল কিম।

অসংখ্য ভাস্কর্য রয়েছে জাদুঘরে। বুদ্ধের মূর্তিগুলো দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল বুড়ো। এক এক করে দেখল সে। সবশেষে পদ্মফুলের উপর বুদ্ধের বসে

থাকা মূর্তি দেখে আবেগ সংযত করতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। অন্তরের গভীর থেকে প্রার্থনা করল, বলল, 'এখান থেকেই আমার তীর্থ যাত্রা শুরু হলো।'

'এই রে, সাহেব আসছেন,' বুড়োকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়েই লুকিয়ে গেল কিম। বুড়ো লোকটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল সাদা দাড়িওয়ালা ইংরেজ লোকটি। ওঁকে দেখেই এগিয়ে গেল বুড়ো। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে একটি নোট বই আর এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিল সে সাহেবের দিকে।

'হ্যাঁ, ওটা আমার নাম,' কাগজটির দিকে চোখ রেখে বলল সাহেব।

'বিশ্বের নানা তীর্থস্থান ঘোরা একজন মানুষ আমাকে এই ঠিকানা দিয়েছেন। উনি এখন লাও চো আশ্রমে আছেন,' থেমে থেমে কথাগুলো বলল বুড়ো, 'তিনি আমাকে এসব মূর্তির কথাও বলেছেন।'

'আসুন, লামা, আমার সঙ্গে আসুন,' আহ্বান জানাল জাদুঘরের কিউরেটর, ইংরেজ ভদ্রলোক, 'জ্ঞানার্জনের জন্যই আমি এসবের ভেতরে রয়ে গেছি। আসুন, আমার দপ্তরে আসুন।'

অফিস ঘরটি কাঠের তৈরি। লামা এবং সাহেব ভেতরে ঢোকার পর, আড়াল থেকে বেরিয়ে কাঠের ফুটোতে চোখ রাখল কিম। শোনার চেষ্টা করছে ভেতরের কথাবার্তা।

লামা তার আশ্রমের কথা বর্ণনা করছে–পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে কমপক্ষে চার মাস সময় লাগে। লামার কথা শুনে কিউরেটর সাহেব একটা মোটা বই বের করে তার ভেতরের একটা ছবি মেলে ধরলেন লামার সামনে। বিশাল মন্দিরের গায়ে সেঁটে থাকা একটা মন্দিরের ওপর চোখ পড়ল বুড়োর।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিটি দেখতে দেখতে স্বগতোক্তি করল লামা, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মন্দিরের এই দরজা দিয়ে শীতের আগে কাঠ এনে জড়ো করি আমরা।...বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন?'

'সব কিছুই পাথরে খোদাই করা আছে। আসুন আমার সঙ্গে দেখাচ্ছি।'

হলঘরে এল ওরা আবার। ভাস্কর্যগুলোকে আবার দেখল লামা। পাথরের গায়ে খোদাই করা ছবির সঙ্গে গল্পকাহিনীর মিল খুঁজে পাচ্ছে বুড়ো। কথাবার্তা থেকে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কিউরেটর বুঝে গেলেন যে এই লোকটি শুধু ধার্মিক নন, পণ্ডিতও। বেশ কিছুক্ষণ ভাস্কর্য ও গল্পকাহিনী নিয়ে আলোচনা চলল দুজনের মধ্যে। এরই মধ্যে লামাকে বইপত্র, মানচিত্র দেখালেন কিউরেটর। লামা বলল, 'পুণ্য স্থানগুলো দেখার উদ্দেশ্যেই আমি পথে নেমেছি,' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আপনি কি ভগবান বুদ্ধের সেই তীরের গল্পটি জানেন?'

মাথা নেড়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কিউরেটর।

'বুদ্ধের বাবা ঠিক করলেন ছেলেকে বিয়ে দেবেন। সভাসদরা অবশ্য আপত্তি

করলেন। ঠিক করা হলো, প্রথমে শক্তি পরীক্ষা করা হবে। প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। তীর ধনুক দেয়া হলো বুদ্ধকে। প্রথম চেষ্টাতেই ধনুক গেল ভেঙে। নতুন ধনুক দেয়া হলো বুদ্ধকে। তীর লাগিয়ে শূন্যে নিশানা করলেন বুদ্ধ। ছুটে গেল তীর। কিন্তু কোথায় পড়ল তা কেউ জানতে পারল না। ওদিকে যেখানে তীর গিয়ে বিঁধল সেখানে প্রথমে সৃষ্টি হলো একটি ঝরণা, সেই ঝরণা থেকে একটি নদী। আমি স্বপ্নে আদেশ পেয়েছি, সেই নদী খুঁজে বের করার। কিন্তু কোথায় পাব সে নদী?'

'আমি তো জানি না,' মাথা নাড়লেন সাহেব।

'আমরা দুজনেই নিজেদের পাপে আটকে আছি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল বুড়ো, 'নদীটি খুঁজে বের করতেই হবে। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।'

'আমার তো যাবার উপায় নেই,' কিউরেটর বললেন, 'কিন্তু আপনিই বা কোথায় যাবেন?'

'প্রথমে বেনারস। সেখানে জেন মন্দিরে একজন সাধুর সঙ্গে দেখা করব। সম্ভবত তিনি আমাকে এই খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তারপর যাব বুদ্ধ-গয়া। শেষে কপিলাবস্তু, এবং সেখানেই আমি নদীটির খোঁজ করব। চলার পথে খুঁজতে খুঁজতে যাব আমি।'

'কিন্তু যাবেন কি ভাবে?'

'পায়ে হেঁটে এবং রেল পথে।'

'খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?'

'ভিক্ষা করব। পাহাড় থেকে নামার সময় আমার একজন শিষ্য ছিল। সেই আমার জন্যে ভিক্ষা করে আনত। ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল কুলুতে। তারপর থেকে আমি একা। তবে ভিক্ষার পাত্রটি সঙ্গে আছে এখনও।'

'আমাকেও খানিকটা পুণ্য অর্জনের সুযোগ দিন,' বললেন কিউরেটর, 'এই নতুন নোটবুকটি আর পেন্সিলগুলো রাখুন, এবং আপনার চশমাটি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দিন।'

লামার চশমাটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেন কিউরেটর। কাঁচগুলো ঘষা হলেও কিউরেটর এর নিজের চশমা এবং লামার চশমার পাওয়ার একই রকম। নিজের চশমাটি লামার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিউরেটর বললেন, 'এটি চোখে দিয়ে দেখুন তো কেমন লাগে?'

সাহেবের চশমা চোখে দিল লামা। তারপর আনন্দে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সব কিছু। বেশ হালকাও এটি।'

'ওগুলো স্ফটিকের তৈরি। কখনও দাগ পড়বে না। আপনি ওটা ব্যবহার করুন।'

'আপনাকেও আমার কিছু দেয়ার আছে,' বলল বুড়ো।

'আমার যত বয়েস এটারও বয়েস তত,' কোমর হাতড়ে বহু পুরোনো একটা চীনা নকশা কাটা কলমের খাপ টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে গেল লামা।

দুই

লোকটিকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে কিম। আড়ি পেতে কথাগুলো শোনার পর থেকেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে সে। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছে যেন।

জমজমের পাশে এসে থামল বুড়ো। পরিশ্রান্ত সে। বসে পড়ল মাটিতে।

'খবরদার, ওখানে বসবে না,' আচমকা হুঙ্কার শোনা গেল পুলিশের।

'হুঁহ! ব্যাটা পেঁচা,' আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ভেংচি কাটল কিম পুলিশের উদ্দেশে। তারপর বুড়োর কাছে এসে বলল, 'তোমার যেখানে খুশি তুমি বসো। ওর হুকুম শোনার দরকার নেই।' কামানের পাশে এসে লামার কাছে বসল কিম নিজেও। 'এখন তুমি কি করবে?' প্রশ্ন করল সে।

'ভিক্ষায় বের হব। অনেকক্ষণ কিছু খাইনি,' জবাব দিল লামা।

'এ শহরে দান খয়রাত যারা করে তাদের আমি চিনি। তোমার ভাণ্ডটা আমাকে দাও। আমি যাব আর আসব।'

চলে গেল কিম। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে এল শাকসব্জী ভরা পাত্রটি হাতে নিয়ে।

'খাও,' লামার দিকে পাত্রটি বাড়িয়ে দিল কিম, 'আমিও খাব তোমার সঙ্গে।'

খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়ল লামা। চুপচাপ পাশে বসে থাকল কিম। তারপর একসময় নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

সন্ধ্যা নেমেছে। ঘুম ভাঙার পর চারদিকে তাকিয়ে হতচকিত হয়ে পড়ল লামা। ময়লা জামাকাপড় পরা একটি ছোট ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও ছাড়া পথচারীদের কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। হঠাৎ হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লামা।

'কি হয়েছে?' এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল সেই ছেলেটি, 'মালপত্র সব খুইয়েছ নাকি?'

মাথা তুলে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে লামা বলল, 'একটু আগে এখানে আমার সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। হঠাৎ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে সে।'

'ওই ছেলেটা দেখতে কেমন?' প্রশ্ন করল ছেলেটি।

'ছোটখাট, বাচ্চা ছেলে। সকাল বেলায় ও আমাকে আজব ঘরটি দেখিয়েছিল। আমি যখন খিদের জ্বালায় প্রায় অজ্ঞান, ও তখন কোত্থেকে খাবার জোগাড় করে এনে আমাকে খাইয়েছে। তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ভেবেছিলাম ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেনারস যাব।'

'কেন? নদী খুঁজতে?' প্রশ্ন করল ছেলেটি।

'তুমি জানো কিভাবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বুড়ো, 'কে তুমি?'

'আজব ঘরে সাহেবের সঙ্গে তোমার সব কথাবার্তা আমি শুনেছি। আমিই তোমার সেই ছেলে। এবং আমি যাব বেনারসে তোমার সঙ্গে।' অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কিমের দিকে তাকিয়ে থাকল বুড়ো। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নদী খোঁজার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্যই হয়তো তোমাকে পাঠানো হয়েছে। কখনও কখনও জীবনে এরকম ঘটনাও ঘটে। কিন্তু তুমিও তো জানো না, কোথায় আমি খুঁজে পাব সেই নদী?'

'না, জানি না,' বিব্রতভাবে হাসল কিম, 'তবে আমি নিজেও তোমার মত একটা কিছু খুঁজছি?'

'কি খুঁজছ তুমি?'

'সবুজ মাঠের মধ্যে–একটা লাল ষাঁড়।'

'কেন, বাছা?'

'ঈশ্বর জানেন। আমার বাবা কোন একটা পাহাড়ের মাঝখানে অদ্ভুত একটি জায়গার কথা বলতেন। তিনি বলতেন সেখানে ওই ষাঁড়টিকে পাওয়া যাবে।' একটু থেমে কিম বলল, 'তুমি যদি অচেনা একটি নদীর খোঁজে এ বুড়ো বয়সেও ছুটতে পারো, তাহলে আমি কেন পারব না?'

'চলো, তাহলে এখুনি রওনা হই।'

'না, রাতের বেলায় বের হওয়া ঠিক হবে না। রাস্তা ঘাটে চোর ডাকাতের উপদ্রব আছে। আমরা বরং ভোরে বের হব।'

'কিন্তু এখানে ঘুমাব কোথায়?'

'কাশ্মীর সরাইখানায় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওখানে আমার একজন বন্ধু আছে। সে ব্যবস্থা করে দেবে। চলো, ওখানে যাই।'

বাজারের পথে রওয়ানা হলো ওরা। দোকানে দোকানে আলোর ঝলকানি, মানুষের হট্টগোল, চিৎকার, এলোমেলো চলাফেরায় হকচকিয়ে যাচ্ছে লামা। ওকে ঠেলেঠুলে, টেনে হিঁচড়ে কাশ্মীর সরাইখানায় নিয়ে এল কিম।

রেল স্টেশনের কাছাকাছি চার কোনায় খিলান দেয়া বিশাল এক উঠন। মধ্য-এশিয়া থেকে আসা উট এবং ঘোড়ার কাফেলা থামে এখানে। ব্যবসায়ীরা বিশ্রাম নেয়, কেনা-বেচা করে। কিম দেখল কেউ কেউ ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, হাঁটু মুড়ে বসে থাকা উটের দেখাশোনা করছে কেউ কেউ। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা

মশকরায় ব্যস্ত রয়েছে অনেকে। চিৎকার করে ঝগড়া করছে উট চালকরা।

উঠনে ঢোকার পর একটু এগিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পার হলেই একটি ঘের দেয়া জায়গা। এরকম বিশৃঙ্খল পরিবেশে ওই জায়গাটি স্বর্গের মত ব্যতিক্রম। এক পিলার থেকে আরেক পিলার পর্যন্ত দেয়াল তুলে ছোট ছোট কামরা তৈরি করা হয়েছে। ঘরের দরজায় দরজায় তালা দেয়া। দেখে মনে হয় ভাড়াটিয়ারা হয়তো বাইরে কোথাও গেছে।

উত্তেজিত মানুষজন আর জন্তুজানোয়ারের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে লামাকে সরাইখানার প্রায় শেষ প্রান্তে নিয়ে এল কিম। এখানে থাকে ঘোড়ার ব্যবসায়ী মাহবুব আলী। এই লোকটির সঙ্গে কিমের সম্পর্কটা রহস্যময়। এই আফগান লোকটি মাঝে মধ্যে নানা রকম ছোট ছোট কাজ দেয় কিমকে। হয়তো কাউকে অনুসরণ করা, লোকটি কোথায় যায়, কি করে, কার কার সঙ্গে কথা বলে, কি কথা বলে এসব খোঁজ খবর নিয়ে মাহবুব আলীকে বিস্তারিত বর্ণনা দেয় কিম। বিনিময়ে প্রতিবারই পয়সা পায় সে।

একটা খিলানের আড়ালে অন্ধকারে থামল ওরা। অকারণেই একটা উটের নাকে থাবড়া মেরে হাঁক দিল কিম, 'মাহবুব আলী।'

সিল্কের কাপড়ে মোড়া এক জোড়া জিনের উপর আধশোয়া অবস্থায় হুঁকো টানছে মাহবুব আলী। ঘাড় ঘুরিয়ে লামাকে দেখল সে।

'ইয়া আল্লা, এ যে দেখছি লামা, তাও আবার লাল রঙের। কি চাও তুমি এখানে?' খেঁকিয়ে উঠল মাহবুব আলী, 'লামাটামাদের আমি ভিক্ষা দিই না। যাও এখান থেকে। ওদিকে সহিসরা আছে। ওদের কাছে গিয়ে দেখো যদি কিছু পাও।' তারপর নিজেই ডাক দিল সহিসদের, 'ওই মিয়ারা দেখো, তোমাদের দেশের মানুষ এসেছে একজন। লোকটি খেয়েছে কিনা দেখো।'

মাহবুব আলীর ডাক শুনে ছুটে এল একজন সহিস। আচমকা একজন বৌদ্ধকে সামনে দেখে ভক্তি জেগে উঠল ওর মনে। অনুনয় বিনয় করে লামাকে বলল ওর সঙ্গে বসে আগুনের পাশে খাবার গ্রহণ করার জন্য।

'যাও,' আস্তে করে লামাকে ঠেলে দিল কিম।

'তুমিও যাও,' হুঁকোর দিকে চোখ রেখে বলল মাহবুব আলী, 'নিজের ধর্মের মানুষের জন্য ভিক্ষা করো গিয়ে। আমার এখানে হিন্দুও থাকতে পারে। ওখানে যাও।'

'বাট অ্যাম আই এ হিন্দু?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করল কিম।

অবাক হয়ে ভিখারীর দিকে তাকাল মাহবুব আলী। কিমকে চিনতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'এসব কি হচ্ছে!'

'কিছুই না। আমি ওই সাধুর শিষ্য। একসাথে তীর্থ যাত্রায় বের হয়েছি আমরা। ও আছে কি এক ঘোরের মধ্যে। আর আমি নিজেও লাহোর শহরে থেকে

থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। আর তাই ওর সঙ্গে আপাতত বেনারস চলেছি।'

'কিন্তু তুমি যদি ওর সঙ্গেই যাবে তো এখানে এসেছ কেন?'

'নইলে যাব আর কার কাছে? আমার কাছে পয়সা কড়ি নেই। আমাকে একটা টাকা দাও মাহবুব আলী। খুব দরকার। আমি যখন বড় লোক হব, তখন ফেরত দিয়ে দেব।'

'হুঁ,' চিন্তা করছে মাহবুব আলী, বলল, 'এর আগে তুমি তো কখনও মিথ্যে কথা বলোনি?'

'মিথ্যে বলব কেন?'

একমনে হুঁকো টানছে মাহবুব আলী। অপেক্ষা করছে কিম। হঠাৎ ফিসফিস করে মাহবুব আলী বলল, 'বেনারসের পথে আম্বালা পড়ে। আমার একটা খবর যদি আম্বালায় পৌঁছে দিতে পারো, তাহলে একটা টাকা তুমি পাবে। খবরটা একটা ঘোড়ার সম্পর্কে। ওটা বিক্রি করেছিলাম একজন অফিসারের কাছে। কিন্তু ওটার কুলঠিকুজি দেয়া হয়নি।' অফিসারকে কোথায় পাওয়া যাবে, দেখতে কেমন, বিস্তারিত বিবরণ দিল মাহবুব আলী। তারপর বলল, 'তুমি শুধু বলবে, সাদা ঘোড়াটির বংশবিবরণ ঠিকই আছে। তোমার এই কথা শুনেই অফিসারটি বুঝে যাবে তোমাকে কে পাঠিয়েছে, কেন পাঠিয়েছে। এরপর সে তোমার কাছে প্রমাণ চাইবে। তুমি বলবে তোমার কাছে প্রমাণ আছে।'

'এ সব কিছুই কি ওই ঘোড়ার বিষয়ে?'

'সবই তুমি জানবে। তবে আমার নিজস্ব কায়দায়।'

হঠাৎ দুজন লোককে উঠনের দিক থেকে আসতে দেখে মাহবুব আলী বলল, 'চট করে হাত দুটো সামনে মেলে ধরো, যেন ভিক্ষা চাইছ।' তারপর গলার স্বর উঁচুতে তুলে যেন খুব বিরক্ত হয়েছে এমন ভাবে মাহবুব আলী বলল, 'এই লাহোর শহরে ফকির কি কেবল তুই একাই নাকি? তুই বলছিস তোর মা মারা গেছে। সব ভিক্ষুকেরই মা মারা যায়!' তারপর একপাশে কাত হয়ে একটুকরা রুটি হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল কিমের দিকে, 'যা ভাগ। আজ রাতে সহিসদের সঙ্গে ঘুমা, কাল দেখব কোন কাজটাজ দেয়া যায় কি না।'

রুটিটা তুলে নিয়ে তাতে এক কামড় বসিয়েই কিম টের পেল যে ওর ভেতরে একটুকরো কাগজ আর তিনটি রূপার টাকা আছে। মৃদু হেসে লামার উদ্দেশে রওয়ানা হলো কিম।

আস্তাবলের এক কোনায় ঘুমিয়ে আছে লামা। ওর পাশে শুয়ে আপন মনে হাসছে কিম। সে জানে, এই কাজটায় মাহবুব আলীর কোন না কোন উপকার হবে। তবে সাদা ঘোড়ার বিষয়টি সে বিশ্বাস করে না। এর পেছনে অন্য কিছু আছে। কিম অবশ্য জানে না—পাঞ্জাবের যে বিখ্যাত ঘোড়া ব্যবসায়ী মাহবুব আলীকে সে চেনে, ভারতীয় সার্ভে ডিপার্টম্যান্টে ওর অন্য একটা পরিচয় আছে।

C251B এই নম্বরে ওর নামে একটি আলাদা ফাইল আছে। বছরে দুই তিনবার এই সি টুয়েন্টি ফাইভ ওদেরকে মজার মজার গল্প পাঠায়। এসব গল্পে বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলের মানুষদের রীতিনীতি, সংস্কার, শাসন ব্যবস্থা–এসবের বর্ণনা থাকে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করলে সে তথ্য থাকে ওই বিবরণে। এসব কারণে ওকে বিপদেও থাকতে হয়। এই যেমন, কিছুদিন আগে কয়েকজন স্থানীয় রাজার সরকারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের কাহিনী আগেভাগেই ইংরেজ শাসকরা জেনে গেছে। আর এ কারণে রাজারা সন্দেহ করছে, এই পথে যাতায়াত করে এরকম কোন ঘোড়া ব্যবসায়ী এই সংবাদ আগেই পৌঁছে দিয়েছে। মাহবুব আলীকে সন্দেহ করে ওরা। ইতিমধ্যে কয়েকবার হামলা চালানো হয়েছে ওর উপর। আর তাই সে আপাতত নিজের কাছে কোন তথ্য রাখতে চায় না। দ্রুত পাচার করে দেয় সে যথাস্থানে। কিমকে দেয়া ওই কাগজে রয়েছে পাঁচজন রাজা, পেশোয়ারের একজন ব্যবসায়ী এবং একজন অস্ত্র নির্মাতার ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ। আরেকজন এজেন্টের মাধ্যমে খবরটি পেয়ে এখন কিমের মাধ্যমে আম্বালায় পাঠাচ্ছে সে। এত বড় একটা খবর একজন সাধু আর তার চ্যালা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এ সন্দেহ করবে কে?

তিন

রেল স্টেশনটি দেখতে দুর্গের মত। প্রায় অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে এল কিম এবং লামা। 'এখানে ট্রেন থামে।' লামার উদ্দেশে বলল কিম, 'ওই ঘরটি থেকে টিকেট কিনতে হবে।'

'এই থলেটা নিয়ে যাও। ভেতরে টাকা আছে। টিকেট কিনে আনো,' কিমের দিকে লামা তার থলেটা বাড়িয়ে দিল।

হুস্ হুস্ করতে করতে স্টেশনে ঢুকল দক্ষিণগামী ট্রেন। হুড়মুড় করে উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা মানুষগুলো। মুহূর্তের মধ্যে ছুটোছুটি, হট্টগোলে ভরে গেল রেল স্টেশন।

টিকেট কাটতে চলে গেল কিম। লামার জন্য কাটল আম্বালার টিকেট। আর নিজের জন্য অমৃতসর পর্যন্ত। এর অবশ্য একটা যুক্তি আছে কিমের। টিকেট কেটে পয়সা খরচ করার কোন মানে নেই।

দ্রুত ফিরে এল সে লামার কাছে। টাকার থলেটা ফিরিয়ে দিয়ে লামাকে নিয়ে ছুটল কম্পার্টমেন্টের উদ্দেশে। 'এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া অনেক ভাল,' বিরক্ত হয়ে

বলল লামা।

মুখভর্তি দাড়িওয়ালা লম্বা-চওড়া এক শিখ থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের জানালার বাইরে গলা বের করে কিমকে লক্ষ করে বলল, 'এই ছোঁড়া, ওই বুড়োটি ট্রেনে উঠতে ভয় পাচ্ছে? ওকে বলো, ভয়ের কিছু নেই। প্রথম প্রথম ট্রেন দেখে আমিও ওরকম ভয় পেয়েছিলাম।

'ওকে বলে দাও, আমি ভীতু নই,' বলল লামা, 'তবে ভেতরে ওর পাশে দুজনের বসার মত জায়গা হবে কিনা সেটাই চিন্তা করছি।'

'এখানে এক ফোঁটা জায়গাও নেই, একটা ইঁদুরও বসতে পারবে না,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটির স্ত্রী।

'আহা, ওভাবে বলছ কেন? ওদের জন্যে খানিকটা জায়গা তো বের করা যাবে। আগে উঠতে দাও। ছেলেটিকে উঠতে দাও। দেখছ না, ওর সঙ্গের মানুষটি একজন সাধু?'

'এই ট্রেন বেনারস পর্যন্ত যাবে তো?' জিজ্ঞেস করল লামা।

'নিশ্চয় যাবে,' চিৎকার করে বলল কিম, 'ওঠো, জলদি ওঠো। নইলে এখানেই পড়ে থাকতে হবে আমাদের।'

'দেখো, দেখো,' অমৃতসর থেকে আসা এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গীর উদ্দেশে, 'ওই লোকটি মনে হয় জীবনে কোনদিন ট্রেনে চড়েনি।'

'কথা না বলে, বরং ওদের ট্রেনে উঠতে সাহায্য করো,' দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা হাত মেলে দিয়ে লামাকে টেনে ট্রেনে ওঠাল মেয়ে লোকটির সঙ্গী।

কিছুক্ষণের মধ্যে চলতে শুরু করল ট্রেন। সারারাত চলন্ত ট্রেনের শব্দের মধ্যে লোকজনের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটল কিমের। ধ্যানমগ্ন শান্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিল লামা।

ট্রেন যখন অমৃতসর পৌঁছাল ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে। টিকেট কালেক্টার এল কামরায়। সবার টিকেট চেক্ করে কিমের টিকেট দেখে ওকে নির্দেশ দিল নেমে যাওয়ার জন্য।

হাউমাউ করে উঠল কিম, 'এখানে নামব কেন আমি? আমি তো যাচ্ছি–আম্বালায়। ওই সাধুর শিষ্য আমি।'

'ওসব বলে লাভ নেই। ইচ্ছে হলে জাহান্নামেও যেতে পারো। তোমার টিকেট আছে অমৃতসর পর্যন্ত। সুতরাং এখানেই নামতে হবে তোমাকে,' বলল কালেক্টার।

ট্রেন থেকে নেমে গেল কিম। অঝোরে কাঁদছে সে। বিলাপ করছে, 'সাধু একজন বুড়ো মানুষ। কিমের দেখাশোনা ছাড়া মারা যাবে লোকটি। ওর বিলাপে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল যাত্রীরা। টিকেট কালেক্টারকে অনুরোধ করতে লাগল যেন কিমকে মাফ করে দেয়া হয়। হতবাক হয়ে সব কিছু দেখছে লামা। চারদিকে

কি ঘটছে বুঝতে পারছে না সে। জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে কিম।

'আমি খুব গরীব মানুষ। এতিম। আমাকে এখানে ফেলে গেলে ওই বুড়ো মানুষটিকে দেখবে কে?'

'হচ্ছে কি এসব?' এতক্ষণ পর কথা বলল লামা, 'ওই ছেলে আমার সঙ্গেই যাবে। ও আমার চ্যালা। ভাড়া যদি দিতেই হয়...'

'চুপ, চুপ, আস্তে বল,' ফিসফিস করে বলল কিম, 'আমরা কি রাজা বাদশা নাকি যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে টাকা বিলাব?'

ট্রেন থেকে নিচে নেমে এল অমৃতসরের মেয়েটি। 'ওই লোকটি কি উত্তর থেকে এসেছে?' কিমকে প্রশ্ন করল সে।

'উত্তরেরও বহু আগে থেকে এসেছে। পাহাড়ের ভেতর থেকে।'

'উত্তরের দিকে তো এখন বরফে ঢাকা। ওদিকে আমার মায়ের বাড়ি।' একটু থেমে বলল, 'তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি। যাও নিজের জন্য একটা টিকেট কিনে নাও।'

'হাজার হাজার মঙ্গল হোক আপনার,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল কিম, 'গুরু, এই মহিলা আমার ভাড়ার টাকা দিয়েছেন, আমি যেন তোমার সঙ্গে যেতে পারি। যাই, টিকেট কিনে আনি...' টিকেট কাউন্টারের দিকে ছুটে গেল কিম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিমুখে ফিরে এসে উঠল আবার ট্রেনে।

সবুজ মাঠের উপর সোনালী সূর্যের আভা পড়েছে। যাত্রীরা পুটলি থেকে খাবার বের করে সকালের নাশতা সেরে নিচ্ছে। খেতে খেতে লামার কাছে গল্প শুনছে অনেকে। বুদ্ধের জীবনকাহিনী বলছে লামা। 'ভারতবাসীরা, আমি মহামতি বুদ্ধের নদীটি খুঁজছি। তোমরা কেউ কি জানো, কোথায় আছে সেই নদী?' হঠাৎ প্রশ্ন করল লামা।

চুপচাপ তাকিয়ে আছে যাত্রীরা। কেউ কিছু জানে না। মালা জপতে শুরু করল লামা। হঠাৎ কিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি নিজেও তো কি যেন খুঁজছ? একটা লাল ষাঁড়, সবুজ মাঠ?'

'ওটা আবার কি?' লামার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করল চাষী বৌ, 'তোমরা দুজনেই দেখি স্বপ্নলোকে আছ। সবুজ মাঠের ওই লাল ষাঁড় কি তোমাদের স্বর্গে নেবে?'

'সে আরেক কাহিনী। আম্বালার কাছে আমি খুঁজব আমার ষাঁড়, গুরু খুঁজবে নদী,' বলল কিম।

'হয়তো ওই ষাঁড়েই সব কিছু জানে,' শিশুর মত সরল কণ্ঠে বলল লামা।

'জীবনে বহু সাধুসন্ত দেখেছি,' বলল চাষীর বৌ, 'কিন্তু এরকম গুরু-চ্যালা কখনও দেখিনি।'

ট্রেনের গতি কমে আসছে। ধীরে ধীরে থামল আম্বালা স্টেশনে। যাত্রীরা সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত। ট্রেন থেকে নামার আগে চাষী বৌটি কিমের উদ্দেশে বলল, 'এ শহরে আমার স্বামীর মামাতো ভাই-এর বাড়িতে উঠব আমরা। ওখানে তোমাদেরও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। গুরু কি আমাদের দয়া করবেন?'

'সাধু বাবা, শুনতে পাচ্ছ,' উল্লসিত কিম বলল, 'সোনার মানুষ এই মহিলা আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সেই ভোর বেলা থেকেই ইনি আমাদের নানাভাবে উপকার করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মহিলাকে আশীর্বাদ করল লামা।

বুড়ো মানুষটি কোথায় থাকবে এ নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিল কিম। মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় তৃপ্ত সে। লামাকে চাষী বৌ-এর মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে কিম বলল, 'আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো তুমি। কোথাও যেয়ো না।'

'কিন্তু তুমি ফিরে আসবে তো? আজ রাতেই নদীর খোঁজে বের হব আমরা। দেরি কোরো না।'

'দেরিও হবে। রাতও হবে। তবে রাস্তায় যখন নেমেছি আর ভয় কিসের?' চলে গেল কিম।

অফিসারটির বাড়ি খুঁজে বের করতে খুব কষ্ট হলো না কিমের। বারান্দার কাছাকাছি একটি ঝোপের আড়ালে লুকাল সে।

উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে বাড়ির ভেতরটা। চাকর-বাকররা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ দেখা গেল গুন গুন করতে করতে কেউ একজন বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝোপের আড়াল থেকে চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না কিম।

'গরীবের বন্ধু,' নিচু কণ্ঠে বলল কিম। চট্ করে শব্দের উৎসের দিকে তাকাল ইংরেজ, 'কে? কে ওখানে?' প্রশ্ন করল সে।

'মাহবুব আলী বলেছে...' থামল কিম।

মাহবুব আলীর নাম শোনা মাত্রই চোখ ফিরিয়ে নিল সাহেব। কিমের দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কি? কি বলেছে মাহবুব আলী?'

'সাদা মদ্দা ঘোড়ার জীবন বৃত্তান্ত পুরোটাই বলেছে সে?'

'প্রমাণ আছে?' গাড়িবারান্দার পাশে গোলাপ ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সাহেব।

ভাঁজ করা কাগজের মোড়কটি সাহেবের দিকে ছুঁড়ে দিল কিম। কিমের দিকে এক টাকার একটি মুদ্রা ছুঁড়ে দিয়ে মোড়কটি তুলে নিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল সাহেব। মুদ্রাটি হাতে তুলে নিলেও কিমের কৌতূহল মিটল না। ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল সে বাড়িটির আরও কাছে।

ড্রেসিং রুমে ঢুকেছে লোকটি। ঘরটি এখন ব্যবহৃত হয় ছোটখাট অফিসরুম হিসাবে। ঘরভর্তি ছড়ানো ছিটানো কাগজপত্র। মাহবুব আলীর দেয়া কাগজটি মেলে ধরল সে চোখের সামনে। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে তার চেহারা। রহস্যময় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

'উইল,' হঠাৎ শোনা গেল একজন মহিলার কণ্ঠস্বর, 'উইল, তুমি কি ড্রেসিং রুমে বসে আছ? ওঁরা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।' মহিলার ডাক শুনতে পায়নি ভদ্রলোক। মগ্ন হয়ে পড়ছে কাগজটি।

'উইল, এসে গেছে ওরা,' আবার শোনা গেল মহিলার ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠস্বর। 'বেরিয়ে এসো।'

বাড়ির সামনে এসে থামল একটি ঘোড়ার গাড়ি। শব্দ শুনে দ্রুত বেরিয়ে এল উইল নামের লোকটি। মাথাভর্তি কালো চুল, দীর্ঘদেহী একজন মানুষ নামল গাড়ি থেকে।

ঘাসের ভেতর এখনও শুয়ে আছে কিম। দেখল দুজনে একসঙ্গে দ্রুত ঢুকল সেই ড্রেসিং রুমে। দুজনের মাথাই এখন মাহবুব আলীর পাঠানো কাগজটির উপর ঝুঁকে আছে। অনুচ্চস্বরে কথা বলছে দুজনে, একজনের কণ্ঠস্বর কর্কশ, অন্যজনের নরম।

'কাউন্সিলে বিবেচনার জন্য বিষয়টি অবশ্যই জানাতে হবে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। পিন্ডি এবং পেশোয়ার বিগ্রেডকে সতর্ক করে দিন।...আট হাজারই যথেষ্ট হবে।'

'যুদ্ধ তাহলে হবেই?'

'যুদ্ধ করব না, তবে শাস্তি দিতেই হবে। যান, এক্ষুণি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিন।' আগের লোকটিকে নির্দেশ দিল পরের জন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দেয়া হলো। দ্রুত চলে গেল সৈনিক। বুকে হেঁটে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল কিম। রান্নাঘরে ঢোকার ইচ্ছা তার। খাবারও পাওয়া যাবে, খবরও।

রান্নাঘরে চাকরবাকরদের হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। কোন কারণে শশব্যস্ত ওরা। আচমকা পিঠে লাথি পড়তেই কোঁক করে উঠল কিম। এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে।

'এখানে কি চাস তুই?' প্রশ্ন করল একজন চাকর।

'ক্ষিধা পেয়েছে, কিছু খেতে দেবেন?' মিনতি ফুটে উঠল কিমের কণ্ঠে, 'আমি থালাবাসন মাজতে পারি।'

'ভাগ। তোর মত অচেনা পুঁচকে ছোকরার পার্টিতে কোন কাজ নেই। যা ভাগ!' ধমক দিল লোকটি।

'ও, এখানে বুঝি বড়সড় কোন পার্টি হচ্ছে?' থালাবাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে

প্রশ্ন করল কিম।

'দেখতে পাচ্ছিস না? স্বয়ং কমান্ডার ইন চীফ নিজে আসবেন এখানে।'

তথ্য জানা হয়ে গেল কিমের। লোকটি ওকে আর পাত্তা না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার। নিঃশব্দে কেটে পড়ল কিম। 'তাহলে এই ব্যাপার,' ভাবছে কিম, 'মদ্দা ঘোড়ার বংশ বিবরণী দিয়েই শুরু। লম্বা লোকটি বলল কাউকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্য পাঠানো হবে। আর এ কারণেই পিন্ডি পেশোয়ার পর্যন্ত খবর পাঠানো হচ্ছে। মনে হচ্ছে বেশ বড় ধরনের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখানে।'

লামাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেই বাড়িতে ফিরে এল সে আবার।

পরদিন সন্ধ্যায় একজন কুলু গুরু এল লামার সঙ্গে দেখা করতে। কথা বলছে ওরা। চমৎকার সব উপমা দিয়ে নানা বিষয় বর্ণনা করছে লামা। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে উপস্থিত জনতা। কুল ঠিকুজি কিভাবে বানাতে হয় এসব নিয়েও আলোচনা হচ্ছে দুজনের। আচমকা প্রশ্ন করল কিম, 'বলো দেখি, সবুজ মাঠে একটা লাল ষাঁড় কি আমি খুঁজে পাব?'

'তোমার জন্ম তারিখ বলো,' বলল কুলু গুরু।

মে মাসের কোন এক রাতে প্রথম প্রহরে আমার জন্ম। শুনেছি সেবার যামিরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল।

কিমের কথা শুনে উঠনের ধুলোর উপর নানা আঁকিবুঁকি শুরু করল গুরু। হঠাৎ থেমে কিমকে প্রশ্ন করল, 'তুমি আর কি জানো, সব বলো।'

'সবুজ মাঠের সেই লাল ষাঁড় একদিন আমাকে বিখ্যাত মানুষ বানিয়ে দেবে। তবে সব কিছুর শুরুতে দুজন লোক আসবে আমার কাছে।'

'হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে,' দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল গুরু, 'তবে আরেকটু হিসাব করতে হবে, আমাকে গাছের একটা ছোট ডাল এনে দাও।'

এক টুকরো গাছের ডাল এনে গুরুর হাতে দিল কিম। গভীর মনোযোগ দিয়ে নানারকম রহস্যময় চিহ্ন আঁকতে শুরু করল গুরু।

'হুম,' কিছুক্ষণ পর বলল গুরু, 'এই নক্ষত্রগুলোও তোমার কথাই বলছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে দুজন লোক আসবে সবকিছুর আয়োজন করতে। তারপর আসবে লাল ষাঁড়। কিন্তু কিছু সশস্ত্র লোক এবং যুদ্ধের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি,' কিমের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'সশস্ত্র ব্যক্তি, যুদ্ধ, এসবের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?'

'কিছুই না,' আন্তরিকভাবে বলল লামা, 'আমরা শুধু শান্তির খোঁজ করছি। আমরা একটি নদীর খোঁজ করছি।'

কিছুক্ষণ আগে সাহেবের বাড়িতে শোনা কথাগুলো মনে করে আপন মনে হাসল কিম।

পায়ের তলা দিয়ে মাটিতে আঁকা দাগগুলো মুছে দিল গুরু। তারপর বলল,

'আমি আর কিছু বলতে পারব না। শুধু বলতে পারি আগামী তিনদিনের মধ্যে লাল ষাঁড়টি তোমার কাছে আসছে।'

'আর আমার নদী?' উৎকণ্ঠিত লামা, 'নদী সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'না ভাই, এ বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই।'

পরদিন সকালে আবার পথে বের হলো লামা এবং কিম। চাষী-বৌ কিছু খাবার দাবার আর টাকা দিয়ে দিল কিমকে।

দক্ষিণের পথে রওনা হলো ওরা।

চার

হাঁটছে ওরা। একমনে জপমালা টিপছে লামা। আত্মমগ্ন সে। মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখছে কিম। নতুন নতুন দৃশ্য, নতুন নতুন মানুষ দেখে চমৎকৃত হচ্ছে সে। বিচিত্র পোশাক পরা গ্রামের মানুষেরা হৈ-চৈ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আসছে। মাঝে মধ্যে থেমে মিষ্টি কিনছে। কখনও কখনও মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে।

গান বাজনা আর হৈ-চৈ করতে করতে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর হঠাৎ এসে পড়ল এক বরযাত্রী দল। যুঁই আর গাঁদা ফুলের তীব্র গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। কনের ডুলিটি সাজানো হয়েছে লাল রঙের সস্তা জরির কাপড়ে। বরের টাট্টু ঘোড়াটি হঠাৎ রাস্তার পাশে থেমে থাকা গরুর গাড়ির খড় বিচালী নিয়ে খানিকক্ষণ টানাটানি করে আবার রওয়ানা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সহযাত্রী হলো একটা বানর আর হাঁপানি ধরা ভালুক নিয়ে একজন ভেল্কিবাজ।

চারপাশের কোন কিছুর দিকে নজর নেই লামার। এক দৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছে সে।

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধারে পাশের এলাকা থেকে বেশ উঁচুতে। বাঁধের উপর তৈরি বলে এই উচ্চতা, রাস্তা থেকে দেখা যায় গ্রামের পথে ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। দল বেঁধে লোকেরা চলতে চলতে হঠাৎ হঠাৎ ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখতে ভালই লাগছে কিমের। কিন্তু লামার নীরবতায় বিরক্তি লাগছে ওর, 'দক্ষিণের এই জায়গাটি খুব সুন্দর, লামার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল কিম।

'এরা বড়ই গণ্ডীবদ্ধ,' লামা জবাব দিল।

একটা সরাইখানার কাছে এসে পৌছাল ওরা। আশেপাশে সারি সারি দোকান

পাট। অল্প দামে খাবার দাবার বিক্রি হচ্ছে। মানুষজনেরও ভিড় আছে এখানে। জ্বালানী কাঠ, কুয়া, ঘোড়াকে পানি খাওয়ার ব্যবস্থা, গাছের নিচে পোড়ানো কাঠ কয়লা–সব দেখে কিমের মনে হচ্ছে পুরো গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডটাই একটা সরাইখানা হয়ে গেছে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে আম গাছের আড়ালে। আকাশ জুড়ে এখন অজস্র টিয়া আর ঘুঘু পাখির কিচিরমিচির। ঘরে ফিরছে সাত বোন পাখির দল। গাছের ডালে বাদুরের এলোমেলো ঝগড়াঝাঁটি আর ডানা ঝাপটানো থেকে মনে হচ্ছে এখুনি যেন উড়াল দেবে ওরা। রাত নামল একটু পরেই। ধূসর কুয়াশায় ঢেকে গেল চরাচর। পোড়া কাঠ আর সেঁকা আটার রুটির গন্ধ এখন বাতাসে।

চারদিকে ছোট ছোট আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে বসে আছে লোকজন। কুয়ার সামনে কেউ কেউ অপেক্ষা করছে পানি তোলার জন্য।

হঠাৎ দেখা গেল ঝলমলে উজ্জ্বল কারুকাজ করা চাঁদোয়ায় ঘেরা একটা গরুর গাড়ি এসে থামল সরাইখানার সামনে। ঘের দেয়া গরু গাড়িটার পাশে পাশে হাঁটছে আটজন লোক। কোমরে ঝুলছে মরচে ধরা তলোয়ার। হাঁটা দেখে বোঝা যাচ্ছে গাড়িতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন আছেন। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে নারী কণ্ঠের কিছু আদেশ নির্দেশও শোনা যাচ্ছে।

কিম ঠিক করল ওই মহিলাটির সঙ্গে কথা বলবে সে। ও জানে, লামা ওকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করবে না। কিন্তু সাধুর চ্যালা হিসাবে ভিক্ষা চাইতে তো দোষ নেই।

ইচ্ছে করেই গরুর গাড়িটির কাছাকাছি আগুনের কুণ্ডলী জ্বালাল কিম। লামা বসে আছে খানিকটা দূরে। কিমের ইচ্ছে পাহারাদারগুলো যেন ওকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে ছুটে আসে। উঁচু স্বরে বলল সে, 'এসব পাহাড়ী জঙলীগুলো কবে থেকে যে হিন্দুস্থান দখল করে আছে...' ওর কথা শুনে রেগে মেগে দল থেকে ছুটে এল একজন পাহাড়ী। আচমকা সোজা হয়ে বসল লামা। ওর মুখের উপর আগুনের আলো পড়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল আরও, 'এসব কি হচ্ছে, এখানে?' গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল লামা।

থমকে গেল তেড়ে আসা লোকটি। লামাকে দেখতে পেয়েছে সে। 'মহা পাপ থেকে বেঁচে গেলাম আমি,' তোতলাতে শুরু করল লোকটি, 'সাধু বাবা!' ফিসফিস করছে উড়িয়া।

'ওই ছোঁড়াটিকে এখান থেকে তাড়াচ্ছিস না কেন?' গাড়ির ভেতর থেকে শোনা গেল মহিলার কণ্ঠস্বর। এক ছুটে গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল পাহাড়ী লোকটি, নিচুস্বরে কি যেন বলল মালিককে। নৈঃশব্দ নেমে এল চারদিকে।

'সবকিছু যেমন চেয়েছি ঠিক সেভাবেই এগুচ্ছে,' আপন মনে বলল কিম।

কিমের কাছে ফিরে এসেছে পাহাড়ী, 'উনি খেয়েছেন কখন?' নরম কণ্ঠে

বলল লোকটি, 'আমাদের মালিক, বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। উনি কি একটু দয়া করবেন? আমরা ওর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে কিম বলল, 'প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।' তারপর সাধুর উদ্দেশে বলল, 'সাধুবাবা, এরা আমাদের খাবার ব্যবস্থা করছে।'

'ভাল,' ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলল লামা।

'তোমরা এবার যেতে পারো। উনি এখন বিশ্রাম নেবেন। ঘুমোবেন। ঘুম ভাঙার পর খাবার যেন তৈরি থাকে, খেয়াল রেখো।'

'এই খোকা, এদিকে আসো তো,' পর্দার আড়াল থেকে ডাক শুনতে পেল কিম। পর্দা ঘেরা গাড়িটির দিকে এগিয়ে গেল কিম।

'উনি কে?' পর্দা ফাঁক করে প্রশ্ন করল মহিলা।

'মহা গুরু উনি, তিব্বত থেকে এসেছেন,' বলল কিম।

'তিব্বতের কোন দিক থেকে এসেছেন উনি?' কৌতূহল মহিলার কণ্ঠে।

'বরফঢাকা অঞ্চল পার হয়ে এসেছেন উনি। গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক জানেন উনি। কুষ্ঠিও তৈরি করতে জানেন। আমি ওঁর শিষ্য। আমাকে ডাকা হয় নক্ষত্রের বন্ধু বলে।' নিজের গুরুত্ব বোঝাল কিম।

'হুঁ! দেখ ছোঁড়া, আমার মেলা বয়েস হয়েছে, তবে আমি বোকা নই। লামাদের আমি চিনি, ওঁদের ভক্তি শ্রদ্ধাও করি। তবে আমার হাত যেমন কাঠ নয়, তেমনি তুমিও যে ওর শিষ্য নও, আমি তা ভালভাবেই বুঝি।'

'মহারাণী,' কণ্ঠস্বর নরম হয়ে গেল কিমের, 'আমাকে যা খুশি বলুন, তবে গুরু সম্পর্কে কোন কটূক্তি করবেন না। তিনি অবশ্য এখনও জানেন না যে আপনি ওঁকে আপনার সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

'নির্দেশ। আ··· মি। আমি তো ওঁকে স্রেফ অনুরোধ করেছি মাত্র।' ঠুন করে একটা রূপার মুদ্রা পড়ল মাটিতে। কপালে ঠেকিয়ে সালাম করল কিম, 'খাওয়া-দাওয়ার পর উনি আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে,' চলে গেল কিম।

ঘুম ভাঙার পর অচেনা পরিবেশে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে লামা। কিমকে ডাকাডাকি শুরু করল সে।

দ্রুত কাছে ছুটে এল কিম। নানারকম খাওয়ার রাখা হয়েছে লামার সামনে। নিঃশব্দে ভোজন সারলেন দুজন। কিম বলল, ওদিকে একজন ভদ্রমহিলা ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি একজন পাহাড়ী রাজার স্ত্রী। গয়ায় যাচ্ছেন। 'তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান,' শেষ করল কিম।

'হুঁ! এবং সে বুদ্ধি নিশ্চয় তুমিই দিয়েছ?' কিমের উদ্দেশে বলল লামা।

'তোমার যা খুশি ভাব। কিন্তু এই পুরো রাস্তায় তোমার দেখাশোনাটা করছে কে? আমি ছাড়া?' অভিমান কিমের কণ্ঠে, 'সাধুবাবা, আমি কি তোমার সেবাযত্নের ত্রুটি করছি?'

'দেখো বাবা, আমার বয়েস হয়েছে। জীবনে অনেক শিষ্য দেখেছি, কিন্তু তোমার মত কাউকে পাইনি। তোমার বুদ্ধি আছে, বিনয়ী তুমি, শুধু ওই বাঁদরামীটুক্ বাদে সবই তোমার ভাল।'

'তোমার মত এমন গুরুও আমি কখনও দেখিনি। মাত্র তিনদিন হলো আমরা একসঙ্গে চলেছি, অথচ মনে হচ্ছে শতবর্ষ ধরে একসঙ্গে আছি।... এবার চলো, ওই মহিলার কাছে চলো, উনি হয়তো বহু নাতি-নাতনীর জন্য দোয়া চাইবেন।'

'এটি কোন নিয়মের কথা হলো না। তবে তিনিও যেহেতু পাহাড়ী দেশ থেকে এসেছেন, চলো যাই, দেখি কি বলেন,' গরুর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল লামা।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল লামা। পেছনে পেছনে একজন পাহাড়ী এসে আগুনের পাশে একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে গেল।

'ভদ্রমহিলা বেশ সৎ এবং ধার্মিক,' কিমের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে গায়ের উপর কম্বল টেনে নিল লামা, 'মেলা প্রশ্ন করেছেন উনি। তিনি চান আমরা যেন ওঁর সঙ্গে গয়া পর্যন্ত যাই।'

'আর কি কি বললেন?'

'আমি যদিও বলেছি যে আমাদের প্রথম কাজ হলো নদী খোঁজা, ভেবে দেখলাম, যেহেতু এক দিকেই যাচ্ছি, যতদূর সম্ভব একত্রে যাব।'

'এই যে শোনো,' হঠাৎ একজন উড়িয়াকে ডাকল কিম, 'তোমাদের বেগম সাহেবের বাড়ি কোথায়?'

'শাহরানপুরের সামান্য আগে, ফলবাগানের ভেতর।'

'ওই পর্যন্ত আমরা একসাথে যেতে পারব,' বলল লামা।

'বাবা, তাহলে অন্তত ওইটুকু পথ আমরা একসঙ্গেই যাব?'

'হ্যাঁ, তাই যাব। পথ চলতে চলতে নদী খুঁজব,' বলল লামা।

ঝিমাতে শুরু করেছে কিম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

হীরকউজ্জ্বল ভোরের আলো জাগিয়ে দিল মানুষ, কাক এবং ষাঁড়গুলোকে। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল কিম। এই জীবনটাকেই ভালবাসে ও–হৈ-চৈ, চেঁচামেচি, গরুর গাড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, আগুনের শিখা, চারদিকের নতুন নতুন দৃশ্য, সবই ভাল লাগে ওর। খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে সে। গুরুকে নিয়ে চিন্তা নেই ওর। ওঁর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন মহারাণী, খাওয়া দাওয়ার চিন্তা নেই, কি করতে হবে, কি করতে হবে না, চাকরবাকরদের নির্দেশ দিচ্ছেন উনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় উঠল কাফেলা। এর আগের দিন লামার শিষ্য হয়ে পথ চলতে বেশ গর্ব হচ্ছিল, আজ বিরাট ধনী মহিলার সঙ্গী হয়ে মহা আনন্দ হচ্ছে ওর।

আগে আগে চলছে গাড়ি। পেছনে পেছনে হাঁটছে ওরা দুজন। অনর্গল কথা বলছে মহিলা, সারাক্ষণই প্রহরীদের ধমকাচ্ছে, বিবরণ নিচ্ছে কতদূর এসেছে

ওরা, আর কত পথ বাকি এসব। মাঝে মাঝে পর্দা ফাঁক করে নিজেই উঁকি মেরে দেখছেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার জন্য থামল কাফেলা।

পাঁচ

যাত্রা শুরু হলো আবার। ঢিলে ঢালা একই নিয়মের পথ চলা। মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য থামছে। এক ঘেঁয়ে লাগতে শুরু করেছে সব কিছু কিমের কাছে। নতুন কিছু একটা করা উচিত। সোজা পথ বাদ দিয়ে হঠাৎ পাশের মাঠের দিকে রওয়ানা হলো কিম। 'কোথায় যাচ্ছ?' পিছু নিল লামা।

'একটু ঘুরে ফিরে দেখি।' আপন মনে চলতে শুরু করল কিম।

শেষ বিকেলের বাদামী আর বেগুনি রঙের ছটায় মাঠের মধ্যে সারি সারি আমগাছগুলোকে অপূর্ব লাগছে। হঠাৎ কিম দেখল, বেশ দূর থেকে কোনাকোনি পথে মাঠের দিকে এগিয়ে আসছে চারজন লোক। আচমকা পিতলের মত কিছু একটা চকচক করে উঠতে দেখেই লামার উদ্দেশে কিম বলল, 'সেনাবাহিনীর লোক ওরা। এদিকেই আসছে।'

'চলো, এগিয়ে দেখি। সাদা চামড়ার সৈন্য আমি দেখিনি কখনও।'

আরও খানিকটা এগিয়ে একটা মোটা সোটা আম গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকাল ওরা।

এগিয়ে আসছে সৈন্যরা। সেনাবাহিনীর অ্যাডভান্স পার্টি। ক্যাম্প করবে ওরা এ মাঠে। লম্বা একটা লাঠির মাথায় পত্‌পত্‌ করে উড়বে পতাকা। সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। থামল এসে কিম যেখানে লুকিয়ে আছে তার খুব কাছাকাছি।

'স্যার,' দূরে এগিয়ে আসা অফিসারের উদ্দেশে হাঁক দিল একজন সৈন্য, 'এই গাছগুলোর পাশেই তাঁবু ফেলা যায়।'

'ঠিক আছে, ওখানেই পতাকা পুঁতে দাও,' নির্দেশ দিল অফিসার।

'ওরা এসব কি করছে?' কিমকে প্রশ্ন করল লামা। কিমের মুখে কোন জবাব নেই। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে।

পতাকা লাগানো লাঠিটা মাটিতে পুঁতে দিয়েছে সৈন্যরা।

মোহাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছে কিম। দ্রুত ওঠানামা করছে ওর বুক। 'সাধুবাবা,' ফিসফিস করে ডাকল সে লামাকে, 'আমার কুষ্ঠির কথা মনে পড়ে?... কি বলেছিল পুরোহিত! সবকিছু ঠিকঠাক করতে প্রথমে আসবে দুজন লোক।

এরপর, ষাঁড়–সবুজ মাঠে লাল ষাঁড়–দেখো, দেখো,' পতাকাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল কিম। মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে পতাকা। সবুজ মাঠের পটভূমিতে একটা লাল ষাঁড়ের চিহ্ন শোভা পাচ্ছে পতাকায়। আইরিশ সেনাবাহিনীর পতাকা ওটি।

'হুঁ! মনে পড়ছে,' লামা বলল।

'আমি বুঝতে পারছি, এটাই সেই লাল ষাঁড়। এখন আমরা কি করব?' প্রশ্ন করল কিম।

'অপেক্ষা করো। প্রতীক্ষাই এখন আমাদের কাজ।'

নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে ওরা। 'দূরে কোথাও শব্দ হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছ?'

'এটা সেনাবাহিনীর সঙ্গীতের সুর,' ব্যাখ্যা করল কিম।

মাঠের শেষ প্রান্তে সৈন্যদলকে দেখা গেল, ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। ছন্দোবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতে আসতে দুদলে বিভক্ত হয়ে গেল ওরা। দ্রুত ক্যাম্প তৈরিতে মনোযোগী হলো সৈন্যরা। আমবাগানের কাছে এসে বড়সড় একটা তাঁবু খাটাল একদল। পাশাপাশি আরও কয়েকটি ছোট তাঁবু খাটানো হলো।

রাত নামতেই ঝলমল করে উঠল তাঁবুগুলো। ক্যাম্পে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

'চলো, এবার আমরা ফিরে যাই,' কিমকে বলল লামা।

'চলো যাই, খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার আসব,' সরে গেল ওরা জায়গা ছেড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর দুজনে ফিরে এল আবার আম বাগানে।

শিবিরের চারপাশে সশস্ত্র প্রহরীরা ঘোরাফেরা করছে। ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখান থেকে। 'তুমি এখানে বসো, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেয়ো না,' লামাকে একটা আমগাছের নিচে বসিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল কিম।

পেটের উপর ভর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বড় তাঁবুটার খুব কাছাকাছি চলে এল কিম। তাঁবুর ভেতরে খেতে বসেছে সৈন্যরা। টেবিলের ওপর রাখা আছে সোনার তৈরি একটা লাল ষাঁড়। মোহমুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে কিম। হঠাৎ সৈন্যদলের একজন পাদ্রী টেবিল ছেড়ে দরজার দিকে রওয়ানা হলো। ষাঁড়ের দিকে তাকিয়ে থাকায় খেয়াল করেনি কিম। আচমকা ঘাড়ে পা পড়তেই চট করে একপাশে গড়িয়ে গেল কিম। কিন্তু তার আগেই ওকে ধরে ফেলল পাদ্রী, 'এই ছোঁড়া, এখানে কি করছিস তুই?' টেনে তুলে প্রশ্ন করল পাদ্রী।

কথা বলছে না কিম। এলোমেলো চিন্তা ঘুরছে মাথায়। কি বলবে সে? লোকটার আঙুল সামান্য শিথিল হতেই লাফ দিল কিম। কিন্তু ওর গলার তাবিজটা পট্ করে ছিঁড়ে রয়ে গেল পাদ্রীর হাতে।

'গিভ ইট টু মি,' চিৎকার করে বলল কিম।

চামড়া দিয়ে মোড়ানো থলেটা নাড়াচাড়া করতে করতে বিস্মিত পাদ্রী জিজ্ঞেস করল, 'তুই ইংরেজিতে কথা বলতে পারিস! এই জিনিসটি কি?'

'গিভ মি ব্যাক মাই চার্ম, গিভ ইট টু মি,' চিৎকার করে বলল কিম।

'চুরির শাস্তি কি জানিস?'

'আমি ওটা চুরি করিনি,' প্রতিবাদ করল কিম।

'ফাদার ভিক্টর,' তাঁবুর ভেতরে কারও উদ্দেশে ডাক দিল পাদ্রী। ডাক শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন পাদ্রী।

'দেখুন ফাদার, এই ছেলেটিকে দেখুন। ক্যাম্পের বাইরে লুকিয়ে ছিল ছোঁড়া। ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেয়া যায় ওকে। কিন্তু ও কথা বলছে ইংরেজিতে। আর গলার মাদুলিটাকে ও খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। কি করা যায় বলুন তো?'

'ওই চোর, ইংরেজিতে কথা বলছে! কি বলছেন আপনি!' বিস্ময় প্রকাশ করল ফাদার ভিক্টর, 'দেখি জিনিসটা।' মাদুলি থেকে কাগজগুলো টেনে বের করল পাদ্রী। ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ও'হারাকে দেয়া সেনাবাহিনীর ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এবং কিমের বার্থ সার্টিফিকেট, ওপরে লেখা 'লুক আফটার দি বয়! প্লীজ লুক আফটার দি বয়।' তার নিচে ও'হারার স্বাক্ষর এবং সেনাবাহিনীর নম্বর।

'কিম্বল ও'হারার ছেলে এটা!' বিস্ময় প্রকাশ করল পাদ্রী ভিক্টর, 'এটি কতদিন ধরে তোমার কাছে আছে?' প্রশ্ন করল পাদ্রী।

'সেই ছেলেবেলা থেকে এটি আমার সঙ্গে আছে।'

'কি নাম তোমার।'

'কিম।'

'কিম্বল?'

'সম্ভবত ওটাই। এখন আমি যেতে পারি?'

'শোনো কিম, তোমার ভয়ের কিছু নেই। ভেতরে এসো, আরাম করে বসো, তোমার সব কথা আমরা শুনব।' কিমকে তাঁবুর ভেতরে নিয়ে এল পাদ্রীরা।

'আমার বাবা মা মারা গেছেন খুব ছোট বেলায়। মারা যাবার আগে বাবা আমাকে বলেছিলেন, একদিন আমি কোন একটি সবুজ মাঠে, একটা লাল ষাঁড়ের দেখা পাব। ওই ষাঁড় আমার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।...এখন আমি একজন সাধুর চ্যালা। উনি ক্যাম্পের বাইরে আছেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমি চোর নই।'

'ওই লোকটাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এর সম্পর্কে হয়তো আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে,' মন্তব্য করল ফাদার ভিক্টর।

'না, উনি কিছুই জানেন না আমার সম্পর্কে। আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি এখুনি,' বেরিয়ে গেল কিম।

'খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটি শেষ হয়ে গেল,' হিন্দীতে লামাকে বলল কিম। আম গাছের নিচেই বসে আছে লামা, 'ষাঁড়টিকে খুঁজে পেয়েছি আমি। জানি না, এরপর কি হবে? চলো, তুমিও তাঁবুতে চলো।'

নিঃসংশয়ে তাঁবুতে ঢুকল লামা। 'খোঁজাখুঁজির শেষে কি পাওয়া গেল? ওরা কি লাল ষাঁড়টি তোমাকে দিয়ে দেবে?' কিমকে প্রশ্ন করল লামা।

প্রথম পাদ্রীটি যে কিমকে ধরেছিল সে এতক্ষণে কথা বলল, 'আমি যা যা বলছি, তুমি সে কথাগুলো ওকে বলো।' পাদ্রী কিমকে যা বলল, তা শুনে নিয়ে লামার উদ্দেশ্যে কিম বলল, 'বাবা ওই পাতলা লোকটি বলছে আমি একজন সাহেবের ছেলে।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'ওদের কথা সত্যি, বাবা। আমি ছেলেবেলা থেকেই তা জানি। আমার গলার তাবিজের ভেতর ওসব লিখা ছিল। ওরা বলছে ওরা নাকি আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। এখানে হয়তো দুএক রাত থাকতে হবে। তবে তুমি কিছু ভেব না। আমি ঠিকই পালিয়ে যাব।'

'তুমি ওদের বলো যে আমরা একটা নদীর খোঁজে বেরিয়েছি। তাহলে নিশ্চয় ওরা তোমাকে আটকে রাখবে না।'

দুই পাদ্রীকে নদী খোঁজার বিষয়টি ব্যাখ্যা করল কিম।

'যা যা বললে সব শুনলাম,' বলল ফাদার ভিক্টর, 'তবে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। একজন সৈনিকের সন্তান না হলে অবশ্য সে সুযোগ তুমি পেতে। কিন্তু এখন সেনাবাহিনীই তোমার সব দায়দায়িত্ব নেবে।'

লামার দিকে তাকাল কিম, বলল, 'ওরা বলছে আমাকে স্কুলে যেতেই হবে। আমাকে সাহেব হতেই হবে। এখন অবশ্য আমি ভান করব যেন ওদের সব কথা আমি মেনে নিচ্ছি। তারপর সুযোগমত পালিয়ে গিয়ে শাহরানপুরের রাস্তায় তোমাকে ধরে ফেলব। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ওখানেই থেকো।' লামাকে নিজের কথাগুলো জানিয়ে পাদ্রীদের দিকে ফিরে কিম বলল, 'তোমরা যা যা বলেছ, সবই আমি বলেছি।'

'সাহেবের ছেলে সাহেবই,' বিষণ্নকণ্ঠে বলল লামা, 'আমার মন তোমার সঙ্গেই থাকবে।'

'আমারও।'

নীরব হয়ে আছে লামা। হঠাৎ বলল, 'এসব সাদা চামড়ার মানুষদের রীতি নীতি আমি বুঝি না। এই ছেলেটিকে ওরা কেড়ে নিচ্ছে, এখন আমি নদী খুঁজব কিভাবে?'

ইংরেজ দুজনের দিকে তাকিয়ে কিম বলল, 'তোমরা বরং আমাদের যেতে দাও। আমরা নদী খুঁজতে পথে বেরিয়েছিলাম। এখনও তাই করব। আমি কোন

লাল ষাঁড়টাড় দেখিনি। যেতে দাও আমাদের।'

নৈঃশব্দ নামল তাঁবুতে। লামা বলল, 'আমি নিয়ম ভেঙেছি। এ পথের মানুষদের কখনও কোন মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হয় না। আমি কৃচ্ছ সাধন করব, নিজেই খুঁজে বের করব নদী।' মাথা ঝাঁকিয়ে হাত এমনভাবে নাড়ল লামা যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাল সে। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে, 'ওরা কি জ্ঞান বিলায়, না বেচে? জিজ্ঞেস করো ওদের।'

কিম লামার প্রশ্নটাই শোনাল পাদ্রীদের। লামা আবার বলল, 'ওদের প্রশ্ন করো, উপযুক্ত সুশিক্ষা দেয়ার জন্য কি পরিমাণ টাকা চায় ওরা? কোথায় শিক্ষা দেয়?'

ফাদার ভিক্টর কিমের মুখে প্রশ্নগুলো শুনে বলল, 'লক্ষ্ণৌ-এর পার্তিবাসে সেন্ট জেভিয়ার্স ভারতের সবচেয়ে ভাল স্কুল।'

'কত টাকা লাগে ওখানে পড়তে, লামা তা জানতে চান,' নরম কণ্ঠে বলল কিম।

'বছরে দুই তিনশো টাকা লাগে,' ফাদার ভিক্টর জবাব দিল। ফাদারের কথাগুলো লামাকে জানাল কিম। কিমের মুখে কথাগুলো শুনে লামা কিমের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলল। পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে কিম বলল, 'গুরু বলছেন, আপনার নাম ঠিকানা সহ টাকার পরিমাণ আর স্কুলের নামটি লিখে দিন। উনি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে চিঠি লিখবেন। গুরু বলছেন, উনি আপাতত চলে যাবেন।'

উঠে দাঁড়াল লামা। বলল, 'আমি নদীর সন্ধানে চললাম,' তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'ওই পথে গেলে তো লোকটা সৈন্যদের মধ্যে পড়বে,' চিৎকার করে সাবধান করল ফাদার ভিক্টর। বাইরে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। যেন উধাও হয়ে গেল লামা।

তাঁবুর ভেতর চুপচাপ বসে আছে কিম। দুই পাদ্রী নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকল একজন অফিসার। কিমকে জেরা শুরু করল সে। কিম কে, কোথা থেকে এসেছে, ওই কুলু মহিলাটি কে? বেশির ভাগ প্রশ্নই ওই মহিলা সম্পর্কে করল অফিসার। কিছুক্ষণ পর একজন সার্জেন্টের হাতে তুলে দেয়া হলো কিমকে।

'তোমরা কি কোন যুদ্ধটুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছ?' এবার প্রশ্ন করল কিম। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সৈনিকটি, 'না আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি না। আমরা বেরিয়েছি রুট মার্চে।'

'আমার মনে হচ্ছে, তোমরা আসলেই যুদ্ধে যাচ্ছ। আট হাজার সৈন্য, আর অসংখ্য কামান বন্দুক আছে তোমাদের সঙ্গে।'

'এ ছেলে দেখি ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারে,' একসঙ্গে হেসে উঠল পাদ্রী

দুজন, 'সার্জেন্ট, একে নিয়ে যাও। খেয়াল রেখো, যেন পালিয়ে না যায়।'

ছয়

ভোর হতেই সৈন্যরা তাঁবু গুটিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আম্বালার পথে রওয়ানা হলো দল। মালপত্রের গাড়ির পাশাপাশি হাঁটছে কিম। গতরাতে মনে যতটা সাহস ছিল ধীরে ধীরে তা যেন উবে যাচ্ছে। পাদ্রী দুজন সারাক্ষণই ওকে চোখে চোখে রাখছে।

দুপুর নাগাদ এক জায়গায় থামল দল। হঠাৎ একজন সৈন্য এসে কি যেন খবর দিল কর্নেলকে। চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো সৈন্যদের মধ্যে। অতি দ্রুত কিমকে তুলে দেয়া হলো ফাদার ভিক্টরের ঘোড়ার পিঠে। ফাদার বলল, 'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হচ্ছে। আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।'

চোখ দুটো চক চক করে উঠল কিমের। বলল, 'সে কথা তো আমি আগেই তোমাদের জানিয়েছি। এবার আমাকে যেতে দাও, ওই বুড়ো মানুষটার দেখ্‌ভাল করার জন্য কেউ নেই। মারা যাবে সে।'

'না, তুমি কোথাও যাবে না। তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। সন্ধ্যার পর আম্বালা স্টেশনের কাছাকাছি একটা ছাউনিতে পৌছাল সৈন্য দল।

ড্রামবাদক বাহিনীর তাঁবুতে পাঠানো হলো কিমকে। রাগী চেহারার একজন মাস্টারের হাতে তুলে দেয়া হলো ওকে। একদল ছেলেকে পড়ায় সে। ব্ল্যাকবোর্ডে কিসব আঁকিবুঁকি করে। মন খারাপ হয়ে গেল কিমের। ওর এই ক্ষুদ্র জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সময় সে কাটিয়েছে হেসে খেলে। এসব স্কুলটুলের ধরাবাঁধা নিয়মে কখনও সে বাঁধা পড়তে চায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটি হয়ে গেল ক্লাস। এক লাফে উঠে দাঁড়াল কিম, বেরিয়ে যাচ্ছে সে ছাউনী থেকে। 'এই যে তুমি,' হঠাৎ হুঙ্কার শোনা গেল, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? তোমার উপর নজর রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।' তামাটে রঙের একটি ছেলেকে দেখল কিম, ওর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেছে সে।

'এখানে বাজার কোথায়, তা খুঁজতে যাচ্ছি।'

'ও পর্যন্ত যাওয়ার কোন অনুমতি নেই আমাদের,' বলল ছেলেটি।

'আমি যাবই,' জবাব দিল কিম।

'বেশ যাও, তবে পালাবার চেষ্টা কোরো না। মনে রেখো তোমার উপর সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে।'

সভয়ে মাথা নেড়ে হাঁটতে শুরু করল কিম। একজন ঝাড়ুদারকে দেখে লোকটিকে কিম অনুরোধ করল সে যেন বাজার থেকে একজন চিঠি লেখককে পাঠিয়ে দেয়। কিম অপেক্ষা করবে। সাহেবের ছেলের নির্দেশ পালন করল লোকটি। কিছুক্ষণের মধ্যে খাতা কলম হাতে কিমের কাছে এল একজন লোক।

'চিঠিটা লিখতে হবে, লাহোরের কাশ্মীর সরাইখানার ঘোড়া ব্যবসায়ী মাহবুব আলীর নামে। সে আমার বন্ধু,' লোকটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছে কিম।

'অদ্ভুত কথা তো,' দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বলল লোকটি।

'হ্যাঁ শুরু করুন–লিখুন, আমি বুড়ো মানুষটার সঙ্গে ট্রেনে আম্বালা পর্যন্ত এসেছি। তোমার খবর যথাস্থানে পৌঁছেও দিয়েছি। এরপর আমরা বেনারসের পথে রওয়ানা হই। তৃতীয় দিনে আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় একদল সৈন্যের সঙ্গে। আমাকে ওরা ধরে ফেলে। আমার গলার মাদুলিটা ওরা ছিঁড়ে ফেলে এবং ওরা জানতে পারে যে আমার বাবা মেভারিক বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। ব্যস, সেই থেকে খাতির যত্ন শুরু হয়েছে। জামাকাপড় পাল্টে দিয়েছে। অবশ্য এসব খুব ভারী মনে হয় আমার কাছে। ওরা আমাকে ক্লাসরুমেও নিয়েছে। বড় মারধোর করে। এসব আমার একদম ভাল্লাগেনা মাহবুব আলী, তুমি একবার এসে দেখে যেয়ো। আর আমার জন্যে কিছু টাকা পয়সা পাঠিও। আমার অবস্থা এত খারাপ যে, এই চিঠিটা যে লিখছে ওর পয়সাটাও আমি দিতে পারব না।

'এটা কোন্ ধরনের চালাকি?' চেঁচিয়ে উঠল পত্র লেখক, 'এসব কি আজগবী গল্প? যা বলছ, তা কি সত্যি?'

'মাহবুব আলীকে মিথ্যে বলে লাভ নেই। ও টাকা পাঠালে আমি তোমার পাওনা শোধ করে দেব। আপাতত চিঠিটায় টিকেট লাগিয়ে দাও।'

মহাবিরক্ত হয়ে বাক্স থেকে একটা টিকেট বের করে খামে লাগিয়ে চিঠিটা ঢুকিয়ে নিয়ে চলে গেল লোকটি।

তাঁবুতে ফিরে কিম দেখল, ফাদার ভিক্টর ইংরেজিতে লেখা একটা চিঠি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। কিমকে দেখে ফাদার বলল, 'তোমার অদ্ভুত বন্ধুটি একটা চিঠি লিখেছে।'

'কোথায় আছে সে? ভাল আছ তো?' উদ্বেগাকুল হয়ে প্রশ্ন করল কিম।

'ওই লোকটাকে তুমি বেশ ভালবাস, তাই না?'

'হ্যাঁ, উনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

'চিঠিটা কাউকে দিয়ে লিখিয়েছে সে। ও তো ইংরেজি জানে না, তাই না?'

'জ্বী না।'

'কি লিখেছে সে, শোনো,' হাতে ধরা চিঠিটি পড়তে শুরু করল ফাদার–

'আমি খুব ভেবে চিন্তে কথাগুলো লিখছি। আশা করি এতে আপনারও সম্মতি থাকবে। শিক্ষা মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। অবশ্য তা খুব

উন্নতমানের না হলে মানুষের কোন কাজেই আসে না। আপনি ছেলেটির সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার ব্যবস্থা করুন। আমি তিনশো টাকা করে বছর বছর পাঠাব। আপাতত আমি বেনারস যাচ্ছি। শাহরানপুরে আর থাকা যাচ্ছে না। মহিলাটি কথা বলে বেশি।

টেসু লামার পক্ষে এ চিঠি লেখা হলো। প্রযত্নে–তীর্থাঙ্কর মন্দির, বেনারস।'

চিঠিটি পড়ে কিমের দিকে তাকিয়ে পাদ্রী জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি মনে করো ও আসলেই টাকা পয়সা পাঠাবে?'

'বলেছে যখন তখন অবশ্যই পাঠাবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিম।

'আমার বিশ্বাস হয় না। অত টাকা সে পাবে কোথায়? ওই টাকার উপর নির্ভর করছে তোমার লক্ষ্ণৌ যাওয়া। তবে,' কিমের দিকে সামান্য ঝুঁকে পাদ্রী বলল, 'আমি একমাসের বেতন শোধ করে দেব, দেখি, তোমার কোন উন্নতি হয় কিনা।'

'কিছুই হবে না,' কথাগুলো বলে মাথা চুলকাতে শুরু করল কিম। ওর চিন্তা এখন মাহবুব আলীকে নিয়ে। মাহবুব আলী যদি টাকা পাঠায় তাহলে অন্তত ওই পত্র-লেখক-এর পয়সাটা দিয়ে দেয়া যাবে। লামাকেও একটা চিঠি দেয়া যাবে।

'দেখা যাক অপেক্ষা করে!' ফাদার ভিক্টরের কথায় কিমের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। 'তুমি এখন যেতে পারো, মাঠে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে খেলাধুলা করো,' বলল ফাদার ভিক্টর।

দিন চলে কিমের এক ঘেঁয়েমীতে। ওকে শেখানো হলো বুট পালিশ করা, বিছানা গোছানো। সকালে নাশতার পর মাস্টার সাহেব ওকে বসিয়ে দেয় ক্লাস রুমে। এইসব ধরা বাঁধা নিয়ম ভাল লাগে না কিমের। প্রতি বিকেলেই সে বেরিয়ে পড়ে ছাউনি থেকে। কিন্তু ওকে চোখে চোখে রাখে অন্য ছেলেরা। মওকা পেলে মারধোরও করে।

চতুর্থ দিনের কথা। রেসকোর্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিম। দূর থেকে ওর উপর চোখ রাখছে একটি ছেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সেই ছেলেটি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। কি হয়েছে? বর্ণনা শুনে বোঝা গেল ও'হারা কোত্থেকে এক লাল দাড়িওয়ালা লোককে ডেকে এনে ওকে মার খাইয়েছে। তারপর ওই লোকটি ওকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

খবরটি ফাদার ভিক্টরের কাছে পৌঁছাতেই হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বুঝে পাচ্ছেন না ছেলেটিকে পালিয়ে যেতে দেবেন, না ওর খোঁজ খবর করবেন। কারণ মাত্র কিছুক্ষণ আগে তিনি তীর্থাঙ্কর থেকে টাকা সহ একটি চিঠি পেয়েছেন।

তিন মাইল দূরে আম্বালা রেসকোর্স মাঠে ধূসর রঙের একটা স্ট্যালিয়নের উপর কিমকে বসিয়ে বোঝাচ্ছে মাহবুব আলী, 'শোনো বন্ধু, আমার মান সম্মানের কথা তো ভাবতে হবে। আম্বালা শহরে সবাই আমাকে চেনে। ওই ছেলেটিকে যে আমি মারধোর করেছি, অনেকেই তা দেখেছে। তোমাকে যে উঠিয়ে আনলাম তাও অনেকে দেখেছে। এ অবস্থায় তোমাকে কোথায় লুকাব আমি? একটু ধৈর্য ধরো, সাহেবের ছেলে তুমি সাহেবই হবে। ক্যাম্পে ফিরে চলো।'

'না, আমি এখানে থাকতে চাই না। এসব জামাকাপড় আমার একদম ভাল লাগে না। আমি সাহেব হতে চাই না। আমাকে কিছু টাকা পয়সা দাও, আমি লামার কাছে চলে যাব,' কিম মিনতি করছে মাহবুব আলীর কাছে।

'এই যে মাহবুব আলী, ব্যাটা বদমাশ, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক,' দূর থেকে কেউ যেন চিৎকার করে মাহবুব আলীকে বলল। কিম দেখল একজন ইংরেজ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ওদের দিকে ছুটে আসছে। মাহবুব আলীর পাশে এসে থামল ঘোড়া। 'তোমার পিছু নিয়েছি অনেকক্ষণ। কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। তোমার ঘোড়া ছোটে খুব। ওটাকে বিক্রি করবে?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে বেশ কয়েকটি তাগড়া ঘোড়া আসবে। তখন কিনে নিয়ো।' নতুন ঘোড়সওয়ারকে বলল মাহবুব আলী।

'একটু আগে কি ঘটেছে?' পিছনের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করল সাহেব।

'একটা ছেলে আরেকটি ছেলেকে পিটিয়েছে। যাকে পিটানো হয়েছে সে একজন সৈনিকের ছেলে। ছেলেটি খুব ছোটবেলা থেকেই লাহোরে আমার ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করে। এখন সেনাবাহিনীর লোকগুলো চাচ্ছে ওকেও একজন সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলতে। ছেলেটি অবশ্য এসব চায় না।' কথাগুলো বলে এবার কিমের দিকে তাকিয়ে মাহবুব আলী বলল, 'ব্যারাক কোন দিকে, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'আমাকে এখানে নামিয়ে দাও, আমি নিজেই ব্যারাক খুঁজে নিতে পারব,' কিম বলল।

'কিন্তু তুমি যদি পালিয়ে যাও?'

'পালাবে কোথায়? রাতের খাবারের জন্য ওকে ব্যারাকে যেতেই হবে,' ইংরেজ লোকটি বলল।

'এই ছেলের জন্ম এদেশে। বহু বন্ধুবান্ধব আছে ওর। স্রেফ ওই জামাকাপড়গুলো পাল্টে ফেললেই ওকে আর চেনা যাবে না।'

'তাই নাকি? দেখা যাক।' আর কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উল্টোমুখী হলো সাহেব। কিমকে নিয়ে ব্যারাকের দিকে রওয়ানা হলো মাহবুব আলী। রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও ঘোড়া থেকে নামতে পারছে না কিম।

'তোমাকে ওরা স্কুলে পাঠাবে। চমৎকার চমৎকার জামাকাপড় পরবে তুমি,

পায়ে থাকবে বুট জুতা। একদিন তুমিও বড় হবে, অতীতকে ভুলেও যাবে,' মাহবুব আলী কিমকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, 'এবার বলো, তোমার ক্যাম্প কোন দিকে?'

নিঃশব্দে ফাদার ভিক্টরের তাঁবুর দিকে ইঙ্গিত করল কিম।

পাশাপাশি চলছে ইংরেজ সাহেবের ঘোড়া। মাহবুব আলী সাহেবকে উদ্দেশ্যে করে বলল, 'ছেলেটি একদিন সৈনিক হতে পারবে আমার ধারণা। আমি একটা ঘোড়ার বিষয়ে ওকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে ছিলাম...' মাহবুব আলীর কথা শুনতে কিমের খুব বিরক্ত লাগছে। কারণ মাহবুব আলী জানে না যে কিম ওই খবরটি পৌঁছে দিয়েছিল, খোদ এই সাহেবকেই । মাহবুব আলী কথা বলছে সাহেবের দিকে তাকিয়ে আর সাহেব তাকিয়ে আছে কিমের দিকে। কি যেন ভাবার চেষ্টা করছে সে। 'হুঁ,' শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করল ইংরেজ, 'ওকে সৈনিক বানাচ্ছে কে?'

'ও বলছে, ম্যাভারিক রেজিমেন্টের কোন এক পাদ্রী নাকি ওই কাজটি করছে,' জবাব দিল মাহবুব আলী।

'ওই যে আসছে,' সামনের দিকে ইশারা করে দেখাল কিম।

'ও'হারা তোমার আর কতজন এরকম আজব বন্ধু আছে?' চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল ফাদার ভিক্টর।

'গুড মর্নিং,' ফাদার ভিক্টরের সম্ভাষণ জানাল ইংরেজ ভদ্র লোক। বলল, 'আগে দেখা না হলেও আমি আপনাকে চিনি, ফাদার। আমার নাম ক্রেগটন।'

'আপনিই তাহলে জাতিতত্ত্ব বিভাগ থেকে এসেছেন। খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। ছেলেটিকে ফিরিয়ে আনায় ধন্যবাদ আপনাকে।'

ঘোড়া থেকে নেমে পাদ্রীকে মাহবুব আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ক্রেগটন। বলল, 'ধন্যবাদ আমার পাওনা নয়। ...ছেলেটি সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন?'

'আমি কি জানব? আমি নিজেই তো এমন কাউকে খুঁজছি, যে ওর সম্পর্কে কিছু বলতে পারে,' জবাব দিল ফাদার ভিক্টর।

কিমকে নিয়ে একটা গাছের ছায়ায় এল মাহবুব আলী। 'তুমি আমার উপর রাগ করতেই পারো। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি আসলে তোমার বিরাট উপকার করতে যাচ্ছি। এরা তোমাকে একজন সত্যিকার সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলবে,' বলল সে।

কোন কথা বলছে না কিম। পাদ্রী এবং কর্নেল ক্রেগটন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

'পাদ্রী সাহেব কর্নেলকে কি দেখাচ্ছে?' দূরে কথোপকথনরত দুজনের দিকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল মাহবুব আলী।

'সম্ভবত লামার চিঠি। উনি লিখেছেন তিনি আমার স্কুল খরচ জোগাবেন।'

'ভাল কথা। বেশ ভাল।...তোমার স্কুলের নাম কি?'

'ঈশ্বর জানেন। তবে বোধহয় লক্ষ্ণৌ এ কোন একটা স্কুল হবে।'

'হ্যাঁ, ওখানে সাহেবদের বাচ্চাদের জন্য একটা ভাল স্কুল আছে। ...লামা দেখছি তোমাকে খুব ভালবাসে।'

'আমি তা বিশ্বাসও করি। উনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না।'

'ইয়া আল্লা,' কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করল মাহবুব আলী, 'লামা দেখি ব্যাঙ্কারস নোট পাঠিয়েছে।'

'ওতে আমার কোন কৌতূহল নেই,' বিরস কণ্ঠে বলল কিম, 'তুমি চলে যাবার পরপরই ওরা আবার আমাকে ক্যাম্পে পাঠাবে। ওখানে ভাল করে ঘুমাবার জায়গা পর্যন্ত নেই। তার উপর মারধোরও তো আছে।'

'একটু ধৈর্য ধরো, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।' সান্ত্বনা দিচ্ছে মাহবুব আলী।

ওদিকে কথোপকথন হচ্ছে পাদ্রী ও কর্নেলের মধ্যে। একসময় কর্নেল বলল, 'টাকা যখন হাতে পেয়ে গেছেন ছেলেটিকে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দিন। আগামী সপ্তাহে আমি লক্ষ্ণৌ যাব। পথে ওর দেখাশোনা আমি করব। আগামী বুধবার ওকে রাতের ট্রেনে তুলে দেবেন। আশা করছি এই কয়েকদিন ও আর কোন ঝামেলা করবে না।'

'মহা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলেন আপনি,' বিগলিত কণ্ঠে বলল পাদ্রী।

'মাহবুব আলী,' হাঁক দিল কর্নেল, 'তুমি কি ধারেপাশে কোথাও আছ?' জবাবের অপেক্ষা না করে কর্নেল বলল, 'বেচা বিক্রি কিছু থাকলে কাল এসো,' চলে গেল কর্নেল ক্রেগটন।

'কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছ,' ফিসফিস করে কিমকে বলল মাহবুব আলী, 'আশা করছি আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।' পকেট থেকে একটা পোটলা বের করে কিমের দিকে বাড়িয়ে দিল মাহবুব আলী, 'এটা রাখো, এর ভেতরে যা আছে তা থেকে তোমার ওই পত্র লেখকের পাওনা মিটিয়ে দিয়ো।' মাহবুব আলীও চলে গেল।

সাত

মাস্টার সাহেব কিমকে জানিয়ে দিয়েছে ওর আর এখানে পড়তে হবে না। ও মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করতে পারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে বাজারের দিকে ছুটল কিম–একটা চিঠি লেখাতে হবে।

প্রথমেই পত্র লেখকটিকে খুঁজে বের করে ওর পাওনা মিটিয়ে দিল কিম।

তারপর বলল, 'আরেকটা চিঠি লিখে দাও। এটি লিখবে টেসু লামার নামে। লেখো, আগামী তিনদিনের মধ্যে আমাকে লক্ষ্ণৌর একটি স্কুলে যেতে হবে। স্কুলের নাম–সেন্ট জেভিয়ার্স।'

কিমের বলে দেয়া কথাগুলো লিখতে লিখতে হঠাৎ লোকটি ফিসফিস করে বলল, 'রাস্তার ওপাশ থেকে একটা লোক আমাদের উপর নজর রাখছে।' চট্ করে ঘুরে তাকাল কিম। তারপর একছুটে চলে এল লোকটার কাছে। 'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না,' দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল ক্রেগটনকে বলল কিম, 'বেনারসে আমার গুরুর কাছে একটা চিঠি লেখাচ্ছি।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল কর্নেল। তারপর বলল, 'আমার চুরুটের বাক্সটা পাদ্রীর বাড়িতে ফেলে এসেছি। সন্ধ্যায় ওটা আমার বাসায় নিয়ে এসো।'

'আপনার বাসা কোথায়?' কিম প্রশ্ন করল।

'বাজারে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস কোরো, চিনিয়ে দেবে।' জবাব দিয়ে চলে গেল ক্রেগটন।

পত্র-লেখকের কাছে ফিরে এল কিম, 'সব কথা নিশ্চয় লেখা হয়ে গেছে। এবার তিনবার লিখুন–আপনি দয়া করে একবার দেখতে আসবেন, আসবেন, আসবেন।' চিঠি লেখা হয়ে গেছে। পাওনা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে কিম। হঠাৎ প্রশ্ন করল সে পত্র-লেখককে, 'ওই লোকটাকে চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ওর নাম ক্রেগটন। মহা বোকা লোক।'

'কেন?'

'শুধু ঘোড়া কেনে। চড়ে না, তাও কেনে। আর ঠকে। এ এলাকার মানুষদের রীতি নীতি, দেশাচার প্রথা এসব সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। ব্যবসায়ীরা ওর নাম দিয়েছে বোকার বাপ।'

'ও, আচ্ছা,' বলে চলে গেল কিম। এই ছোট্ট জীবনে বহু মানুষের সঙ্গে মিশেছে সে, দেখেছে ও অনেক। ও জানে, এরকম বোকাসোকা মানুষকে কেউ নিশ্চয় এমন কোন খবর দেয় না, যার কারণে আট হাজার সৈন্য গোলাবারুদ নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। কর্নেল যদি বোকাই হবে তাহলে তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাহবুব আলীর কণ্ঠস্বরও পাল্টে যেত না। কিছু একটা রহস্যময় ব্যাপার এখানে আছে। মাহবুব আলী হয়তো কর্নেলের জন্য গুপ্তচর বৃত্তি করছে, আর কিম করছে মাহবুব আলীর জন্য।

কয়েকদিন পর ফাদার ভিক্টর রেল স্টেশনে কিমকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিল। প্রথম শ্রেণীতে উঠেছে কর্নেল ক্রেগটন।

বাথে শুয়ে পড়ল কিম। লাহোর ছাড়ার পর থেকে এক এক করে ছবির মত ঘটনাগুলো মনে পড়ছে ওর। আর্দালী এসে খবর দিল কর্নেল ওকে ডেকেছেন। চিন্তায় ছেদ পড়ল কিমের। কর্নেলের কামরায় এল সে। কিমকে কর্নেল বলল, সে

যদি স্কুলে ভালভাবে পাস করতে পারে, তাহলে ওকে সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় একটা ভাল চাকরি জোগাড় করে দেয়ার চেষ্টা করবে কর্নেল। তারপর উপদেশ দিল, 'তোমাকে স্কেচ করা শিখতে হবে–রাস্তঘাট, পাহাড় পর্বত, নদী নালা সব কিছুর। সার্ভে অব ইন্ডিয়া বিভাগের চাকরির প্রকৃতিই এরকম–তোমাকে হয়তো নির্দেশ দেয়া হলো কোন একটা পাহাড় ডিঙিয়ে অন্য পাশে কি কি আছে তার বিবরণ টুকে আনতে। কেউ কেউ হয়তো মানা করবে, বলবে, যেয়ো না, খুন হয়ে যাবে। এরকম অবস্থায় তুমি কি করবে?'

কিম ভাবছে কর্নেলের প্রশ্নের জবাব সরাসরি দেয়া ঠিক হবে কিনা। একটু চুপ থেকে সে বলল, ' পরের লোকটি যে আমাকে নিষেধ করেছে সে কথা আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।'

'কিন্তু তোমাকে যদি বলি, ওপারের খবর এনে দিলে তুমি মোটা টাকা পাবে, তাহলে?'

'এ প্রশ্নের জবাব তো এখন দেব না। আমি সামান্য বালক মাত্র। পরিণত বয়েস হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তবে আমার বিশ্বাস ওই টাকাটি উপার্জনের জন্য আমাকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।'

'কেন?'

'তা তো বলা যাবে না,' মাথা নাড়ল কিম, 'আমার টেকনিকটা অন্যরা তাহলে জেনে ফেলবে। তাছাড়া দাম ছাড়া তো জ্ঞান বেচা যায় না।'

'চমৎকার! খুব চালাক তুমি। মেলা গুণ আছে তোমার। সেন্ট জেভিয়ার্সে এই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ো। মনে রেখো অজ্ঞতা মহা পাপ। লাহোর ও আম্বালার অভিজ্ঞতা কখনও ভুলে যেয়ো না। যাও এবার নিজের কামরায় চলে যাও।'

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে লামার দেখা পেল না কিম। আশা করেছিল ওর চিঠি পেয়ে লামা স্টেশনে আসবে।

একটা ঘোড়ার গাড়িতে ওকে তুলে দিয়ে কর্নেল বলল, 'তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। বহুবার দেখা হবে। আমরা এখনও তোমার কোন পরীক্ষা নিইনি।'

'এমন কি যখন আমি রাতের অন্ধকারে আপনাকে সাদা একটি ঘোড়া সম্পর্কে খবর দিয়েছিলাম, তখনও না?' সাহস করে স্মরণ করিয়ে দিল কিম।

চমকে উঠল কর্নেল ক্রেগটন। তারপর বলল, 'শোনো ছেলে, কোনও কোনও বিষয় ভুলে যাওয়াই ভাল। লাভজনক।'

খটাখট শব্দে চলছে গাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেন্ট জেভিয়ার্সে। গোমতি নদীর পাড়ে সাদা রঙের ছোট ছোট কয়েকটি বাড়ি। সামনে রয়েছে বিশাল মাঠ। হঠাৎ দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো একজন মানুষকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল

কিম, 'থামো, থামো। আমি স্কুলে যাব না।' হতভম্ব কোচোয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলল। এক লাফে নিচে নেমে লোকটির দিকে ছুটে চলল কিম। তারপর সামনে গিয়ে সরাসরি পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির।

'আমি দেড়দিন ধরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি,' দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লামা বলল, 'তোমার চিঠি পেয়েই চলে এসেছি।'

'বাবা, তুমি ওই কুলু মহিলাটির সঙ্গে কেন থাকলে না? বেনারস গেলে কিভাবে?' বহু প্রশ্ন কিমের মনে।

'মহিলাটি খুব বেশি কথা বলে। বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য সারাক্ষণ তাবিজকবচ চায়। তবে ওর মনটি বেশ ভাল। ওকে কথা দিয়েছি ওর যখনই প্রয়োজন আমি যাব। আপাতত আর থাকছি না। এরপর আমি বেনারসে যাই। তীর্থাঙ্কর মন্দিরে কিছু লোক আছে, যাদের আমি চিনি।' একটু থেমে লামা আবার বলল 'জ্ঞানার্জনের দুয়ারে তুমি এসেছ, আমি জানি না ওরা তোমাকে কি শেখাবে। তবে পাদ্রী সাহেব বলেছিল ইন্ডিয়ার যে কোন সাহেবের ছেলের জন্য এর চেয়ে ভাল স্কুল নেই। মাঝে মাঝে আমি তোমাকে দেখে যাব। চিঠিও লিখব।'

'তোমাকে কোন্ ঠিকানায় চিঠি লিখব?' লামার দুহাত জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল কিম।

'তীর্থাঙ্কর মন্দিরের ঠিকানায় লিখো। এখন ভেতরে যাও। আমি তোমাকে দেখি। যাও। আমি আবার আসব। অবশ্যই আসব।'

স্কুলের ভেতরে প্রবেশ করল কিম।

কিছুদিনের মধ্যেই সেন্ট জেভিয়ার্সের মন বসে গেল কিমের। মাঝে মাঝে অবশ্য স্কুল পালানোর জন্য শাস্তি পায় সে। বিশেষ করে শহরে কলেরা লাগার পরও যখন তখন বেরিয়ে পড়ার জন্য। বেশি দিন লাগল না লেখা শিখতে। লামার কাছে এখন সে নিজেই চিঠি লেখে।

গরমের সময় বন্ধুবান্ধবরা যখন গল্পগুজব করে রাত পার করে কিম তখন পাখা-টানা কুলিদের সঙ্গে খুনসুটি করে সময় কাটায়। নিজেকে সে ওদেরই একজন মনে করে। ওদের জীবনের গল্প শোনে। ধীরে ধীরে এই পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে কিম।

ছুটির সময় এসে গেল। আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি। কিমকে বলা হলো, ওকে উত্তরে যেতে হবে। ফাদার ভিক্টর সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে ভরা বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল কিম। নিজের ছুটি নিজের মত করে কাটাবে সে। বাজারে গিয়ে চুল ছেঁটে ছোট করে নিল। তারপর পুরোনো কিছু জামাকাপড় গায়ে চাপিয়ে রেল স্টেশনে হাজির হলো সে। সেন্ট জেভিয়ার্সের কিমকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কম্পার্টম্যান্টে একজন সহপাঠীকে উঠতে দেখে তৃতীয়

শ্রেণীর একটি কামরায় আত্মগোপন করল সে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীদের সঙ্গে জমে গেল কিম। নিজের পরিচয় দিল একজন ম্যাজিশিয়ানের সাগরেদ হিসেবে। বলল, লোকটি ওর অসুস্থতার জন্য ওকে ফেলে চলে গেছে। সুস্থ হয়ে এখন সে গুরুর কাছে ফিরে যাচ্ছে। আম্বালা স্টেশনে নেমে গেল কিম। তারপর জলকাদার ভেতর দিয়ে পুবমুখী রওয়ানা হলো সে।

ইতিমধ্যে সিমলায় কর্নেল ক্রেগটনের কাছে টেলিগ্রাম পৌঁছেছে লক্ষ্ণৌ থেকে ও'হারা ভেগেছে। মাহবুব আলীকে খবরটা জানাল কর্নেল।

'দুর্ভাবনার কিছু নেই,' অভয় দিল মাহবুব আলী, 'মনে হচ্ছে স্কুলের জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। তাই কিছু সময়ের জন্য আগের জীবনে ফিরে গেছে। ছেলেটি টাট্টু ঘোড়ার মত। সুযোগ পেলেই মাঠের বাইরে গিয়ে লাফালাফি করে।'

'তোমার কি ধারণা, ও মরেটরে যায়নি তো?'

'ওকে কাবু করতে পারে শুধুমাত্র জ্বর। ওকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। গাছে চড়া বানর কখনও পা পিছলে পড়ে না।'

মাসখানেক পরের কথা।

মাহবুব আলী ঘোড়ার বিষয়ে খোঁজ খবরের জন্য আম্বালায় এসেছে। একদিন হুট করে হাজির হলো কিম। পরনে ছেঁড়া জামাকাপড়, ভিখারী সে। ভিক্ষুক দেখে বরাবরের মত মেজাজ চড়ে গেল মাহবুব আলীর। দূর দূর করে উঠল সে। ইংরেজিতে কথা বলে উঠল কিম।

'তুমি! এতদিন কোথায় ছিলে?' বিস্মিত মাহবুব আলী।

'আসমান জমিনে, উপরে নিচে,' জবাব দিল কিম।

'কোথায় ছিলে, কি করেছ? সব খুলে বলো।'

'আম্বালায় আমার চেনাজানা একজন মানুষের কাছে ছিলাম কয়েকদিন। তারপর দিল্লী থেকে বেশ দক্ষিণে একটি পরিবারের সঙ্গে থাকলাম কিছুদিন। এরপর একজনের মোষ চরালাম, পাতিয়ালের দিকে বিরাট এক পার্টির খবর পেয়ে চলে গেলাম সেদিকে। অবশ্য ওখানে আতশবাজি থেকে আগুন লেগে এগারোজন লোক মারা গেল। আমি যদিও কোন চোট পাইনি। এই ঘটনার পর এক শিখের ঘোড়ার সহিস হয়ে ফিরে এলাম আম্বালায়। এখন আছি তোমার সামনে,' গড়গড় করে বলল কিম।

'ভালোই সময় কাটিয়েছ তুমি,' বলল মাহবুব আলী।

'কর্নেল কি বলেছে? ওর হাতে মার খাবার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

'তোমার হয়ে আমি কর্নেলের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। ভাবনার কিছু নেই। তবে আবার যদি বের হও তাহলে আমার সঙ্গেই যেয়ো।'

'আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখে ফেলেছি। কয়েকদিনের মধ্যেই সাহেব হয়ে যাব। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারব না,' বলল কিম।

'ভাল, ভাল,' হাসতে হাসতে বলল মাহবুব আলী, 'তো সাহেব, আপনি এখনও কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবেন? না, আমার সঙ্গে যাবেন?'

'আমি তোমার সঙ্গেই যাব, মাহবুব আলী।' বলল কিম।

আট

আম্বালা থেকে রওয়ানা হবার পর সবকিছুতে মহা মজা পাচ্ছে কিম। গাগর নদীতে হঠাৎ বন্যা শুরু হওয়ায় কয়েকটা ঘোড়া গেল ভেসে। পাথরের বোল্ডারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবতে ডুবতেও বেঁচে গেল কিম। বড় রাস্তায় একবার পাগলা হাতির তাড়া খেয়ে কোন মতে প্রাণ বাঁচাল সে। তবে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা, পাহাড়ে চড়া, নদীতে ডুব সাঁতার, পাহাড় চষে বেড়ানো, সব ভাল লাগছে ওর। পাথুরে পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা ফ্যাকটি গাছ, বানরের কিচিরমিচির, চির সবুজ গাছ, ওকে মুগ্ধ করছে। উট আর বলদগুলো পরম নিশ্চিন্তে জাবর কাটছে, রাখালেরা নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছে এসব দৃশ্যে মন ভাল হয়ে যায় কিমের।

'চমৎকার এই দেশ, এই ভারত বর্ষ। সবচেয়ে সুন্দর পঞ্চনদের এই অংশটি,' মাহবুব আলীকে বলল কিম, 'সামনে কি সিমলা শহর? কি সুন্দর দেখতে!'

'হ্যাঁ, আমার চাচা বলতেন একসময় এ জায়গাটি একদম ফাঁকা ছিল।' প্রধান সড়ক থেকে ঢালুতে লোয়ার সিমলা বাজারের দিকে ঘুরিয়ে রওয়ানা হলো মাহবুব আলী এবং কিম।

লোয়ার সিমলা বাজারে কোনাকুনি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী উঁচুতে টাউন হল। স্থানীয় লোকদের পক্ষে এরকম পাহাড়ে ওঠানামা করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। এখানকার বাড়িগুলোও বিচিত্র। এত পাশাপাশি লাগোয়া যে এক বারান্দায় থেকে আরেক বারান্দায় খুব স্বচ্ছন্দে আসা যাওয়া করা যায়। এখানকার বেশির ভাগ মানুষই দিনে টানে রিকশা আর রাতে খেলে জুয়া। তবে জ্বালানী কাঠ বিক্রেতা, পাদ্রী, পকেটমার, সরকারের নিম্নপদস্থ কর্মচারী সবই আছে এখানে। একজন গরুর ব্যবসায়ীর বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া করল মাহবুব আলী।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কিমকে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। ফিরে এল একটা খবর নিয়ে। কিমকে বলল, 'আমি ক্রেগটন সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বলেছেন তোমাকে লুরগান সাহেবের কাছে থাকতে হবে। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তুমি ওখানেই থাকবে।'

'আমি বরং তোমার কাছেই না হয় থাকি,' মিনতি ফুটে উঠল কিমের কণ্ঠে।

'তুমি ধারণাও করতে পারছ না কি রকম সম্মান তোমাকে দেয়া হচ্ছে,' বলল মাহবুব আলী, 'লুরগান সাহেব ব্যক্তিগতভাবে তোমার খোঁজ নিয়েছেন। তুমি সোজা পাহাড়ে উঠে যাবে। ওখানে উনি আছেন। তবে কখনও কোনকালে তোমার আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, কথাবার্তা হয়েছে, ভুলেও একথা ওঁকে বলবে না। মাহবুব আলীকে তুমি মোটেও চেনো না,' কিমকে বলল মাহবুব আলী।

'বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু ওই লুরগান সাহেবটি কে?' প্রশ্ন করল কিম।

'ইউরোপিয়ান বাণিজ্য বিতানে ওঁর একটা দোকান আছে। পুরো সিমলার মানুষ ওঁকে চেনে। লোকে বলে লোকটা জাদুকর। যাও, পাহাড়ে উঠে যাও, ওঁর খোঁজ করো। গ্রেট গেমের এখানেই শুরু।'

গায়ের ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পাল্টে ফেলে আবার সাহেবের ছেলে হয়ে গেল কিম। সিমলা টাউন হলের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল সে। রাস্তার পাশে ল্যাম্প পোস্টের নিচে একটা ছেলেকে দেখে কিম ওর কাছে ইংরেজিতে জানতে চাইল, 'মিস্টার লুরগানের বাড়িটি কোথায়?'

'আমি ইংরেজি কথা বুঝি না,' জবাব দিল ছেলেটি। এবার হিন্দিতে জানতে চাইল কিম।

'এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি,' কিমকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল ছেলেটি।

রহস্যময় প্রায় অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। হিমেল হাওয়া বইছে।

'ওই যে ওই বাড়ি,' কিমের উদ্দেশে একটা বাড়ির দিকে ইশারা করল ছেলেটি। ঠিক রাস্তা লাগোয়া একটি বাড়ি, বারান্দা থেকেই যেন শুরু হয়েছে বাড়িটা। দরজায় নল খাগড়ার তৈরি আর পুঁতি দিয়ে সাজানো একটি পর্দা ঝুলছে।

'এসেছে,' অনুচ্চস্বরে ভেতরে কারও উদ্দেশে কথাটি বলে নিঃশব্দে সরে গেল ছেলেটি। পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল কিম।

কালো দাড়িওয়ালা একজন বসে আছে চেয়ারের উপর। লোকটার চোখের পাতায় সবুজ আবরণ। টেবিলের উপর একটা ট্রের উপর রয়েছে অসংখ্য মুক্তা। একটা একটা করে তুলে আপনমনে গুনে গুনে মালা গাঁথছে সে। নানা জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরটি। ভেতরে ভুর ভুরে গন্ধ, যেন কোন মন্দির এটি। চন্দন কাঠ এবং গাঁদা ফুলের তীব্র গন্ধে শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে কিমের।

'আমি এসেছি,' নিচু কণ্ঠে বলল কিম।

'উনাশি, আশি, একাশি···গুনেই যাচ্ছে লোকটি। দ্রুত চলছে হাতের আঙুলগুলো।

'আমি এসেছি,' আবার বলল কিম। চোখের ওপর থেকে সবুজ আবরণটিকে সরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে কিমের দিকে তাকাল রহস্যময় লোকটি। কৌতূহল কিমের চোখেও।

'ভয় পেয়ো না,' হঠাৎ বলল লুরগান সাহেব।

'ভয় কেন পাব?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিম। কিছুক্ষণ চুপচাপ ওকে দেখল লুরগান। তারপর বলল, 'লক্ষ্ণৌ ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। এটি আমার আদেশ।'

'আদেশ!' পুনরাবৃত্তি করল কিম, 'কিন্তু এখানে ঘুমাব কোথায়?'

'ওই যে ওখানে,' পেছনে অন্ধকার একটা ঘরের দিকে দেখাল লুরগান।

'ঠিক আছে। চলবে। আমি কি এখুনি শুতে যেতে পারি?' ক্লান্ত কিম প্রশ্ন করল।

মাথা সামান্য কাত করে সায় দিল লুরগান। মাথার উপর বাতিটা তুলে আলো ফেলল পাশের ঘরের দিকে। আলো পড়তেই কিম দেখল পিশাচ নাচের বিকট দর্শন তিব্বতী মুখোশ থরে থরে সাজানো রয়েছে ঘরে। এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে তলোয়ার আর বল্লম সজ্জিত একজন জাপানী যোদ্ধার মূর্তি। সবচেয়ে মজা পেল কিম, যখন দেখল রাস্তার পাশে ল্যাম্প পোস্টের নিচে বসে থাকা সেই ছেলেটি একপায়ের উপর আরেক পা রেখে একটা চেয়ারে বসে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে কিমের দিকে।

বাতি সরিয়ে নিয়েছে লুরগান। প্রায় অন্ধকার ঘর। হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন হাসির শব্দ শুনতে পেল কিম। গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সে। অন্য ছেলেটির নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কিম। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিম, 'লুরগান সাহেব, ও লুরগান সাহেব আপনার এই চাকর ছোঁড়া কথা বলছে না কেন?'

'ওটাই নির্দেশ,' গমগম করে উঠল কারও কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে। তবে...,' বিড় বিড় করে কিম বলল, 'কাল সকালে আমি ওকে পিটিয়ে টিটু করব।'

ঘুম আসছে না কিমের। চোখ লেগে এলেও হঠাৎ হঠাৎ জেগে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। শব্দের উৎস খুঁজতে মনোযোগী হলো কিম। অন্ধকারের জন্য স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আচমকা কাঠের একটা বাক্সের সঙ্গে গুঁতো খেয়ে থমকে গেল কিম। যান্ত্রিক শব্দ বের হচ্ছে বাক্সের ভেতর থেকে, হাতড়ে হাতড়ে কিম বুঝল যে একটা চোঙের সঙ্গে মেঝেতে রাখা ছোট একটা টিনের বাক্সে তার সংযোগ করা হয়েছে। কর্কশ শব্দ বের হচ্ছে ওই চোঙ থেকে, বিষয়টি বুঝতে পেরে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল কিমের। 'বাজারের ভিক্ষুকের সঙ্গে মশকরা করা যায়। কিন্তু আমার সঙ্গে? আমি সাহেবের ছেলে, লক্ষ্ণৌ এর ছাত্র। যন্ত্রের কারসাজিতে মোটেও ভয় পাই না আমি। মনে হচ্ছে এর পেছনে কর্নেলের হাত আছে,' আপন মনে চিন্তা করল কিম। বাক্সটা থেকে অনবরত বিচিত্র ভাষায় গালাগাল বের হচ্ছে।

'চুপ, একদম চুপ,' ধমক দিল কিম। কোথা থেকে মৃদু চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল, 'চুপ কর, নইলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব,' চিৎকার করল কিম। কোন

পাত্তাই দিল না বাক্সটা। প্রচণ্ড এক থাপ্পড় দিল কিম বাক্সটার গায়ে। ক্লিক শব্দ করে কিছু একটা যেন উপরের দিকে উঠে এল। কিম ভাবল এখনই সময়। গায়ের জ্যাকেটটা খুলে সোজা বাক্সের মুখে ঠেলে দিল কিম, লম্বা আর গোলমত কোন একটা ধাতব বস্তু চাপের চোটে বেঁকে গেল। বন্ধ হয়ে গেল শব্দের উৎস। এবার আরামে ঘুমাল কিম।

সকালে চোখ মেলতেই কিম দেখল লুরগান সাহেব এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কালরাতে একটা বাক্স আমাকে খুব গালাগাল করেছে। ওটাকে আমি শেষ করে দিয়েছি,' লুরগান সাহেবের উদ্দেশে বলল কিম, 'ওই বাক্সটি কি আপনার?'

হাত বাড়িয়ে দিল লুরগান, 'হাত মেলাও ও'হারা। হ্যাঁ ওটা আমারই ফনোগ্রাফ। এসব জিনিস আমি রাখি। কারণ বন্ধু রাজা সাহেবেরা ওগুলো পছন্দ করেন। যা হোক, ওটা ভেঙেছে, আপসোস নেই।'

মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল কিম। 'উঠে এসো,' কিমকে বলল লুরগান, 'আমাকে নাশতা তৈরিতে সাহায্য করো।'

দোকান ঘরটির পেছন দিকে একটা বারান্দা রয়েছে। এখান থেকে আশেপাশের বাড়িগুলোর চুল্লির চিমনি স্পষ্ট দেখা যায়। সিমলায় বাড়িঘরগুলো এভাবেই তৈরি করা হয়। দোকান ঘরটিকে দেখছে কিম মুগ্ধ চোখে। লাহোর মিউজিয়ামের চাইতেও বিস্ময়কর অনেক জিনিস রয়েছে এই ঘরটিতে। তিব্বতী ভূতের ভোজালি, প্রার্থনার চলন্ত চেয়ার, নীলকান্ত মণি আর পাথরখচিত নেকলেস, বহু পুরোনো চুড়ি, ছোট ছোট মণি খচিত ধুপদানি, শয়তানের মুখোশ, দেয়ালে নীল ময়ূরী ঝালর, মিনা করা বুদ্ধের মূর্তি, বার্নিশ করা বেদী, নীলা খচিত সামোভার, বেতের তৈরি অষ্টভূজ বাক্স, ডিমের খোসার তৈরি চায়না সেট, হাতির দাঁতের তৈরি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি, কার্পেট, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, এ ছাড়াও হাজার রকমের জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঘরের ভেতর। কেবলমাত্র একটা টেবিলের উপর সামান্য ফাঁকা জায়গা আছে, লুরগান সাহেব এখানে কাজ করেন।

'এগুলো তেমন কিছু না,' কিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল লুরগান, 'এসব আমার সংগ্রহে থাকে। কেউ কিনতে চাইলে বিক্রিও করি।' সকালের আলোয় লাল নীল দীপ্তি ছড়াচ্ছে জিনিসগুলো। মুগ্ধ-চোখে দেখছে কিম।

'পাথরগুলো খুব উন্নতমানের। রোদের আলোয় ওদের কোন ক্ষতি হয় না। তবে অসুস্থ পাথরের কথা আলাদা,' কিমের প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল লুরগান, 'এই অসুস্থ স্যাফায়ার আর মুক্তোগুলোর চিকিৎসা আমি ছাড়া আর কারও জানা নেই। আমার মৃত্যুর পর আর কেউ তা পারবেও না।' একটু থেমে বলল, 'পানি খাবে?' প্রায় পনেরো ফুট দূরে রাখা মাটির তৈরি একটা জগের উপর হাত

রাখল লুরগান। মুহূর্তেই কানায় কানায় ভরে গেল জগটা।

মনে মনে আতঙ্কিত হলেও মুখে বিস্ময় প্রকাশ করল কিম, 'বাহ্! ম্যাজিক নাকি?'

হাসল লুরগান। 'জগটাকে তুলে আছাড় দাও,' কিমকে নির্দেশ দিল সে।

'ভেঙে যাবে তো,' প্রতিবাদ জানাল কিম।

'আমি বলছি, ছুঁড়ে মারো!'

কথামত জগটা তুলে আছাড় দিল কিম। টুকরো টুকরো হয়ে গেল পাত্রটা। কাঠের মেঝে চুইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি গড়িয়ে চলল নিচের দিকে।

'বলেছিলাম না, ওটা ভেঙে যাবে,' কিম বলল।

'ওই টুকরোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় টুকরোটির দিকে তাকাও তুমি,' বলল লুরগান।

নির্দেশ অনুযায়ী তাকাল কিম। সামান্য পানি এখনও রয়েছে ভেতরে। তারার মত ঝিমমিক করছে পানি। আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছে কিম। খুব ধীরে ধীরে একটা হাত রাখল লুরগান কিমের ঘাড়ের উপর। মৃদু চাপড় দিল তিনবার। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তাকিয়ে থাকো, চোখ ফেরাবে না, দেখো, দেখো, টুকরোগুলো জোড়া লেগে যাচ্ছে···আবার আগের মত হয়ে যাচ্ছে জগটা···· তাকিয়ে থাকো···প্রথমে বড়টি, তারপর ছোটগুলো একটা একটা করে জোড়া লেগে যাচ্ছে ···দেখো···

ঘাড় ফেরাতে পারছে না কিম। মৃদু চাপ রয়েছে ঘাড়ে, সমস্ত শরীরে এক অবশ অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। ও দেখছে একটু আগে মাটিতে পড়ে থাকা টুকরোগুলো জোড়া লেগে জগের পূর্ণ অবয়র নিচ্ছে আবার। ধুক ধুক করছে কিমের হার্ট। ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লেগে আবার একটি জগে পরিণত হচ্ছে। জোর করে মাথাকে পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করছে কিম, না এ হতে পারে না, ওর চোখের সামনেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে ওই জগ।

'দেখো, ভাল করে দেখো, জগটি আবার শেপ নিয়েছে, তাকিয়ে দেখো,' এক ঘেয়ে কণ্ঠে বলে চলেছে লুরগান।

চিন্তাভাবনায় জট লেগে যাচ্ছে কিমের, আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে সে। অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু মাথাকে সুস্থির রাখতে হবে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে কিম। হঠাৎ মনে মনে ইংরেজি নামতা গুণতে শুরু করল কিম–টু থ্রিস আর সিক্স, থ্রি-থ্রিস আর নাইন···। ধীরে ধীরে জগের ছায়াটা কুয়াশার মত কেটে গেল। কিম স্পষ্ট দেখল টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে জগটা।

'কি দেখছ? জগটা আবার পূর্ণ রূপ নিয়েছে, তাই না?' ফিসফিস করছে লুরগান।

'না, ওটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কিম।

একঝটকায় ঘাড়ের উপর থেকে লুরগানের হাতটা সরিয়ে দিল কিম! বলল, 'তুমি নিজে দেখো, ভাঙা জগ ভাঙা অবস্থাতেই পড়ে আছে।'

'ঠিকই বলেছ, হ্যাঁ, ওটা যেভাবে ভেঙেছে সেভাবেই আছে,' দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল লুরগান, 'তুমিই প্রথম ব্যক্তি যে ওটাকে শেষ পর্যন্ত ভাঙা অবস্থায় দেখতে পেলে,' চওড়া কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল লুরগান।

সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল কিম, 'এটাও কি জাদু?' শরীরে একটু আগের সেই অনুভূতি নেই। পুরোপুরি সচেতন সে এখন।

'না, জাদুমন্ত্র কিছু না। শুধু পরখ করছিলাম তোমার মধ্যে কোন খাদ আছে কিনা। ঠিকমত যত্ন না নিলে অনেক দামী পাথরও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর এ কারণেই ওগুলোকে সাজাবার সময় সতর্ক থাকতে হয়।...এবার বলো, তুমি কি আসলেই পাত্রটির পূর্ণ আকৃতি দেখেছ?'

'কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছি। মাটি থেকে আচমকা গজিয়ে ওঠা ফুলের মত মনে হচ্ছিল।'

'এরপর তুমি কি করলে? কি ভাবলে?'

'আমি জানতাম জগটি ভাঙা। তাই আমি সেভাবেই চিন্তা করলাম।'

'হুঁ। এর আগে কি এরকম জাদু দেখেছ?'

'যদি দেখতাম, তাহলে কি আপনার ফাঁদে আমি পা দিতাম?'

'তুমি তাহলে ভয়টয় পাচ্ছ না?'

'জ্বী না।'

'আমি মাহবুব আলীকে সব বলব–তবে আরও কিছুদিন পর,' আপন মনে বিড়বিড় করল লুরগান। তারপর কিমকে শুনিয়ে বলল, 'আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। একমাত্র তুমিই নিজেকে রক্ষা করতে পারলে। তবে কিভাবে তা করলে, আমার তা জানা হলো না। যাক, সে কথা কাউকে বোলো না। আমাকেও না।'

কাল রাতের সেই ছেলেটিকে ডাকল লুরগান। ছেলেটি কাছে আসতেই ওকে বলল লুরগান, 'এর সঙ্গে বসে মণিমুক্তার খেলাটা খেলো। আমি দেখতে চাই।'

দ্রুত দোকানের পেছনে গিয়ে একটা রূপার ট্রে হাতে ফিরে এল ছেলেটি, বাড়িয়ে দিল লুরগানের দিকে।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক মুঠো পাথর তুলে ট্রে-র উপর রাখতেই ঝনঝন করে উঠল ওগুলো। একটা খবরের কাগজ নাড়তে নাড়তে ছেলেটি বলল, 'যতক্ষণ খুশি ওগুলো দেখে নাও। প্রয়োজনে নেড়ে চেড়ে দেখতে পারো। আমার জন্য এক নজরই যথেষ্ট।'

'কিন্তু খেলাটি কি?'

'দেখে, মনে রাখতে হবে কি দেখলে। এই কাগজটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে

ওগুলো। লিখিতভাবে লুরগান সাহেবকে তুমি তোমার বর্ণনা দেবে, আমি দেব আমারটি।'

প্রতিযোগিতার নেশায় চেপে বসল কিমের। ট্রের উপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'এটা তো খুব সোজা খেলা,' আধ মিনিট পর বলল কিম। কাগজ দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো ট্রে। লেখা শুরু করল পরের ছেলেটি।

কিম বলল, 'কাগজের নিচে পাঁচটি নীল পাথর আছে। একটা বড়, একটা খুব ছোট, আর তিনটে মোটামুটি আরও ছোট সাইজের। চারটে পাথর সবুজ রঙের, একটা ছিদ্র করা হলদে পাথর আছে, যার ভেতর দিয়ে এদিক-ওদিক দেখা যায়। আরেকটি পাথরের আকৃতি অনেকটা নলের বোঁটার মত। আর আছে দুটো লাল পাথর–আমি মোট পনেরোটি গুণেছি, বাকী দুটোর কথা অবশ্য মনে করতে পারছি না। একটু সময় দরকার, চিন্তা করে দেখি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, একটা ছোট বাদামী রঙের হাতির দাঁত...'

'এই নাও আমার হিসাব,' প্রচণ্ডভাবে হাসতে হাসতে লেখা কাগজটি বাড়িয়ে দিল ছেলেটি, 'দেখো, প্রথমে দুটো ফেটে যাওয়া নীলা, একটা দুই রতির, অন্যটি সম্ভবত চার রতির। চার রতির মণিটির কিনারটি একটু ভাঙা। একটি তুর্কিস্থানের নীলকান্ত মণি আছে, পিঠের উপর কালো রেখা টানা, আর দুটোতে কিছু লেখা খোদাই করা হয়েছে। একটিতে গিল্টি করা আছে সৃষ্টিকর্তার নাম। অন্যটিতে কি লেখা আছে বুঝতে পারিনি, ওটা চিড় খাওয়া। কোন পুরোনো আংটি থেকে ওটা নেয়া হয়েছে। চারটি পান্না আছে ট্রেতে। একটার দুই জায়গায় ফুটো আছে, একটার গায়ে কোন কিছু খোদাই করা করা আছে।'

'ওজন কত হবে ওগুলোর?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল লুরগান।

'যতদূর অনুমান করতে পারি, তিন, পাঁচ, পাঁচ, এবং চার রতি। এ ছাড়া রয়েছে সবুজাভ পাইপ অ্যাম্বার ও ইউরোপের কাটা টোপাজ। দুই রতির একটি নিখাদ বার্মিজ় রুবি, আর আছে খাদ মেশানো একটি বালাস রুবি। ইঁদুর ডিম চাটছে এরকম খোদাই করা একটি চাইনিজ হাতির দাঁতও রয়েছে। সবশেষে রয়েছে সোনার পাতার উপর বসানো একটি শিমের বিচির আকৃতির কৃষ্টাল।'

'এই খেলাটায় দেখছি ওই ছেলেটি তোমার চাইতে বেশ চৌকস,' কিমের দিকে তাকিয়ে বলল লুরগান।

'হুঁহ্! ও পাথরগুলোর নাম আগে থেকেই জানত,' মুখ লাল করে বলল কিম, 'আবার দেখা যাক। এমন কিছু দাও, যা আমরা দুজনেই জানি।'

এবার দোকান এবং রান্নাঘরের নানারকম ছোটখাট জিনিসপত্র জড় করা হলো এক জায়গায়। এবারও জিতল ছেলেটি। কোনভাবেই ওকে হারাতে পারছে না কিম। হঠাৎ ছেলেটি বলল, 'আমার চোখ বেঁধে শুধু স্পর্শ করতে দাও, আমি

ঠিকঠিক বর্ণনা দিয়ে দেব।'

হতাশ কণ্ঠে কিম বলল, 'মানুষ বা ঘোড়ার বিষয় হলে আমি নিশ্চয়ই জিততাম। ছুরি, কাঁচি, চিমটা দিয়ে খেলা আমার কাছে সামান্য ব্যাপার।'

'প্রথমে শেখো, তারপর শেখাও,' বলল লুরগান, 'তোমার কি মনে হয় ছেলেটি তোমার চেয়ে ভাল?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কিম, 'কিন্তু ও পারে কিভাবে?'

'বারবার প্র্যাকটিস করতে করতে চূড়ান্ত সাফল্য আসে।'

কিমের পরাজয়ে উৎফুল্ল ছেলেটি কিমের পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'দুঃখ কোরো না! আমি নিজেই তোমাকে সবকিছু শিখিয়ে দেব।'

নয়

দশদিন পার হয়ে গেল স্রেফ পাগলামি করে। কখনও তরবারি, ভোজালি, কখনও পাথর রত্ন নিয়ে খেলে সময় কেটে গেল। মাঝে মাঝে ক্যামেরায় ছবিও তোলে ওরা। দোকানের ভেতর কার্পেটের স্তূপের আড়ালে বসে লুরগান সাহেবের কাছে আসা বিচিত্র মানুষজনকে দেখে কিম। ছোটখাট অখ্যাত রাজারা আসে যান্ত্রিক খেলনা আর ফোনোগ্রাফ জাতীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে। মহিলারা আসে নেকলেস কিনতে বা মেরামতের জন্যে। টেবিলের উপর গয়নাগুলো ছড়িয়ে দিলে যেন আলোর বন্যা বয়ে যায়। বহু জ্ঞানীগুণী মানুষও আসে। ওরা দর্শন চর্চা করে।

দিনের শেষে কিম এবং ওর সঙ্গী ছেলেটির কাজ হলো সারাদিনে ওরা যা দেখেছে, শুনেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দেয়া। ওদের বলতে হয় লোকগুলো কেন এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল। রাতের খাবার পর শুরু হয় ড্রেসিং আপ।

লুরগান সাহেব নিজেও রঙ মেখে ভিন্ন চেহারার মানুষ হয়ে যান। কিমকেও পাল্টে ফেলতে হয় ওর বেশভূষা। নানা জাতের নানা ধরনের পোশাক পরে কিম। শ্যেন দৃষ্টিতে ওকে দেখেন লুরগান সাহেব। শুয়ে শুয়ে বলে দেন, কোন অঞ্চলের লোক কি ধরনের পোশাক পরে, কি ঢঙে কথা বলে, কেমন করে হাঁটে। নকল করে দেখাতে হয় কিমকে। এই খেলায় অবশ্য অন্য ছেলেটি ভাল করছে না।

এক সন্ধ্যায় লাহোরে রাস্তার পাশে বসে থাকা একজন ভিক্ষুক সাজল কিম। কণ্ঠস্বর উঁচু নিচু করে, ভাষা বদলে অভিনয় করে দেখাল সে। চমৎকৃত হলো লুরগান। কিমকে বলল ও যেন ঠিক এই অবস্থাতেই বসে থাকে আধঘণ্টা। নির্দেশ

দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল লুরগান।

শরীরে ছাইভস্ম মেখে জোড় আসনে বসে আছে কিম। চোখে বুনো দৃষ্টি। ফিরে এসেছে লুরগান, তার পেছনে মোটাসোটা দীর্ঘদেহী একজন লোক।

ঠোঁটে একটা সিগারেট ধরিয়ে দীর্ঘক্ষণ দেখল লোকটি কিমকে। তারপর বলল, 'চমৎকার! অসাধারণ।' তারপর লুরগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চেইনম্যান হতে ওর আর কতদিন সময় লাগবে?'

'পড়াশোনা তো সে লক্ষ্ণৌতে করছে,' উত্তর দিল লুরগান।

'ওকে বলুন যেন সব কিছু দ্রুত শিখে নেয়। ওকে আমার দরকার।' হেলেদুলে চলে গেল মোটা লোকটি। এবার কিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল লুরগান, 'বলো, এই লোকটা সম্পর্কে কি ধারণা হয় তোমার?'

'ঈশ্বরই জানেন,' অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে বলল কিম।

'ঈশ্বর নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আমি জানতে চাই তোমার মন্তব্য।'

আড়চোখে লুরগানের মুখ পড়ার চেষ্টা করল কিম। তারপর বলল, 'আমার ধারণা আমার লেখা পড়া শেষ হলে আমাকে ওর দরকার হবে।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল লুরগান। 'এবং তিনি বহু ভাষা জানেন,' বলল কিম, 'তবে ওই বিষয়টিই আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

'সময় হলে সবই বুঝবে,' বলল লুরগান, 'উনি একজন লেখক। কোন এক কর্নেলের হয়ে গল্প লেখেন। ওর কোন নির্দিষ্ট নাম নেই, আমরা জানি শুধু একটি সংখ্যা, একটি অক্ষর।'

'ওর মাথার জন্যও নিশ্চয় কোন দাম স্থির করা আছে, যেমন আছে মাহবুব আলীর জন্য?' প্রশ্ন করল কিম।

'না, এখনও দাম ধরা হয়নি। তবে তুমি যদি একটি বিশেষ লাল বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু বলতে পারো, হরিচন্দর মুখার্জি গত মাসের কিছু খারাপ খবর এনেছে, তাহলে মেলা টাকা পাবে তুমি।'

'কত টাকা?'

'পাঁচশো-হাজার যা চাইবে।'

'ভাল। তো ওই নাম উচ্চারণের পর কতদিন বেঁচে থাকা যাবে?'

'ভালই প্রশ্ন করেছ। বুদ্ধিমান হলে বড় জোর একদিন বা একরাত। তবে টাকার বিষয়টি এখানে মুখ্য নয়। কোন কোন মানুষের যোগ্যতা জন্মগত। এরা জীবনবাজী রেখে খবর সংগ্রহের জন্য ঘুরে বেড়ায়। এদের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। এরকম দশ জনের একজন হলো ওই মানুষটি, যে একটু আগে এখানে এসেছিল।'

'কি জানেনি, অতশত আমি বুঝি না। আমি তো সামান্য কিশোর মাত্র। ইংরেজি লিখতে শিখেছি তাও মাত্র দুমাস হয়। কবে যে চেইনম্যান হব,' উদাস

ভঙ্গিতে বলল কিম।

'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বন্ধু। কর্নেল ক্রেগটনকে সব কিছু জানাব আমি। তোমার মধ্যেও অমিত সম্ভাবনা আছে। তবে গর্ব কোরো না। কথা বলবে কম। লক্ষ্ণৌ ফিরে গিয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করো। ইচ্ছে হলে আগামী ছুটিতেও এখানে আসতে পারো।'

চারদিন পর। কালকাগামী একটি ট্রেনের কামরায় বসে আছে কিম। ওর সঙ্গী হয়েছে লুরগানের দোকানে আসা সেই মোটা লোকটি। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সে। কয়েকদিন ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এক এক করে মনে পড়ছে কিমের। ফেরার আগে লুরগান সাহেব বলেছিলেন সে যদি ভালভাবে কাজ করে, পড়াশোনা করে, একদিন ওই মোটা লোকটির মত ওর নামের পরিবর্তে ও পড়বে একটা নম্বর এবং অক্ষর–ওর মাথারও একটা দাম ঠিক হবে। একদিন হয়তো সে তার আশাতীত অনেক বেশি কিছু পেয়ে যাবে। মাহবুব আলীর মত বিখ্যাত হয়ে যাবে। সেন্ট জেভিয়ার্সে এখন ফিরে যেতে হচ্ছে। নতুন নতুন গল্প শুনবে সে। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলা যাবে না। লুরগান সাহেব সেরকমই নির্দেশ দিয়েছে। ছুটির পুরো সময়টিকে ভুলে যেতে হবে। মনোযোগ দিতে হবে পড়াশোনায়।

সেন্ট জেভিয়ার্সে ফিরে যাবে ছাত্ররা। তবে কিম্বল ও'হারার মত এত বিপুল আশা নিয়ে কেউ ফিরবে না। তার অজ্ঞাতেই ইথনোলজিকাল সার্ভে বই-এর একটি সেকশানে কিম্বল ও'হারার নম্বর পড়ে গেছে–আর সেভেনটিন।

দুপুরে খাবার সময় হরিচন্দরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো কিমের। হরিচন্দর ওকে বোঝাল লেখাপড়া বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ক্ষেত্রতত্ত্বের কলাকৌশল শেখা। একটা কম্পাস, একটা লেভেল এবং তীক্ষ্ণ চোখ থাকলে যে-কোন এলাকার নিখুঁত ছবি এঁকে ফেলা যায়, এবং তা বহু দামে বিক্রি করা যায়। চেইন না থাকলেও শুধু এক পা থেকে অন্য পায়ের দূরত্ব মেপে মেপেও এ কাজটি করা সম্ভব। হাতে শুধু একাশি বা একশো আটটি পুঁতিওয়ালা জপমালা থাকলেও চলে। প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুঁতি গুনলে মোট হিসাব করা সহজ হয়ে যায়।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা কথা বলল হরিচন্দর। সবশেষে হার্ট শেপের একটা পান সুপারির বাক্স খুলল হরিচন্দর। বাক্সটির ভেতরে রয়েছে অসংখ্য শিশি। 'এইটি তুমি রাখো,' কিমের দিকে বাড়িয়ে দিল বাক্সটি হরিচন্দর। তারপর বলল, 'ভিখারী সেজে চমকে দেয়ার জন্য এটি তোমার পুরস্কার। এর ভেতরের ওষুধগুলো তোমার কাজে লাগবে। ওগুলো দিয়ে গরীব রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারবে। নানা অসুখের ওষুধ আছে এখানে। ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিনও আছে। যত্ন করে রেখো।' ট্রেনের গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। কোন স্টেশনে থামবে গাড়ি। হঠাৎ

হরিচন্দর বলল, 'এখানে আমার কিছু কাজ আছে। বিদায়।' বিড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে গেল হরিচন্দর।

পান সুপারির বাটা হাতে স্থাণুর মত বসে রইল কিম।

দশ

কিমের স্কুল জীবন চলছে দারুণ ব্যস্ততায়। প্রচুর পরিশ্রম করছে সে। তবে ছুটির সময় আর স্কুল ধরে রাখতে পারে না ওকে। ইউনিফর্ম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সাধারণ ইন্ডিয়ান হয়ে যায় সে। চলে আসে মাহবুব আলীর কাছে। বেরিয়ে পড়ে নানা দুঃসাহসিক কাজে ওর সঙ্গে।

একবার তিন ট্রাক ভর্তি ট্রাম হর্স নিয়ে সোজা চলে গেল বোম্বে। কিম প্রস্তাব দিল ডাও-এ চেপে সমুদ্রের ওপারে যাবে, তারপর অ্যারাবিয়ান হর্স নিয়ে ফিরবে। মাহবুব আলীও রাজি হয়ে গেল। ফিরল ওরা করাচী হয়ে সমুদ্র পথে। তবে প্রচণ্ড সি-সিকনেসে ভুগল কিম রাস্তায়। কোয়েটায় থামল ওরা কয়েকদিনের জন্য। মাহবুব আলীর নির্দেশে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ নিল কিম। ওর কাজ হলো ওই ভদ্রলোকের একটা লেজার থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠা নকল করে আনা। মাত্র চারদিনের মাথায় কাজটি সম্পন্ন করে জামার ভেতরে নকলের কাগজগুলো ঢুকিয়ে নিয়ে মাহবুব আলীর কাছে ফিরে এল কিম।

'লেজারটি নিয়ে এলেই তো হত। তাহলে এত কষ্ট করতে হত না।' বলল কিম।

'না,' বলল মাহবুব, 'জিনিসটি খোয়া গেছে টের পেলে লোকটি ভয় পেয়ে যেত। এবং যার হয়ে সে কাজ করছে তাদের কাছে রিপোর্ট করত। আর তার ফলে কোয়েটা থেকে উত্তরে যে অস্ত্র চালানটি যাচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা জানতেও পারতাম না। জালটি বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো। আমরা এর খানিকটা দেখেছি মাত্র, পুরোটা নয়।'

'হুঁ,' আর প্রশ্ন করল না কিম।

*

ক্রিসমাস ছুটির সময় লুরগান সাহেবের কাছে এল কিম। প্রায় চার ফুট উঁচু বরফে ঢেকে গেছে রাস্তাঘাট। ফার গাছের ছায়ায় আগুনের সামনে বসে সময় কাটায় কিম। লুরগান সাহেবকে মুক্তোর মালা গাঁথতে সাহায্য করে সে। ইতিমধ্যে কিম পুরো কোরানশরীফ এমনভাবে মুখস্থ করে ফেলেছে যেন মৌলভীদের মত

আওড়াতে পারে। কিম-কে নানা ওষুধপত্রের নাম ও ব্যবহারের নিয়মকানুনও শেখানো হয়েছে। ও শিখেছে জ্বর বা সাধারণ অসুখ-বিসুখে কিভাবে নিজের যত্ন নিতে হয়। স্কুলে ফিরে যাওয়ার আগে চেইন ও এঙ্গেল দিয়ে ভূমি জরিপ সংক্রান্ত একটা পরীক্ষাও দিতে হলো কিমকে।

পরবর্তী ছুটির সময় মাহবুব আলীর সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়ল কিম। এবার যাত্রা শুরু হলো বিকালীর পথে। বিকালী নগরীর কুয়াগুলো প্রায় চারশো ফুট গভীর আর ভেতরে রয়েছে অসংখ্য উটের হাড়। মরু প্রান্তরে চলতে চলতে কিমের অবস্থা প্রায় মর মর হয়ে পড়ল। কিন্তু ফিরে যাবার উপায় নেই। কর্নেল ক্রেগটন নির্দেশ দিয়েছে কঠিন প্রাচীর ঘেরা এই শহরটির মানচিত্র এঁকে পাঠাতে হবে। ঘোড়ার রাখালদের দিয়ে শহরের চারপাশে চেইন টানানো যাবে না। সুতরাং নিজের পা আর জপমালার উপরই নির্ভর করেই তৈরি করতে হবে মানচিত্র। সন্ধ্যার পর উটগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে কিম বসে কাঁটা কম্পাস নিয়ে। সার্ভে বাক্সের রং তুলি দিয়ে ম্যাপ আঁকে সে। ওর কাজে মহাতৃপ্ত মাহবুব আলী, বুদ্ধি দিল পুরো একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলতে। বলল, 'যা কিছু দেখেছ, সব লিখে ফেলো, স-ব। মনে করো তুমি যেন কমান্ডার-ইন-চীফ। বিরাট একটা সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হবে এ অঞ্চলে, প্ল্যান বানাচ্ছ তুমি–এইভাবে তৈরি করো বিবরণ।'

'কতজন সৈন্য থাকবে দলে?' প্রশ্ন করল কিম।

'পঞ্চাশ হাজারের মত।'

'অসম্ভব! বোকার কাজ হবে ওটা। এখানে পানির সমস্যা তীব্র, কুয়ার সংখ্যা খুব কম, তার উপর পানির মানও খারাপ। এখানে এক হাজার লোকও টিকতে পারবে না,' কিম বলল।

'ঠিক আছে। তোমার এই কথাগুলোও লিখে ফেলো রিপোর্টে। দেয়ালের কোথায় কোথায় ফাঁক ফোকর আছে, লোকেরা কোথায় জ্বালানী কাঠ কাটে, সবই লেখো। রাজাদের সম্বন্ধে পথে যা যা শুনেছ তা-ও লেখো। এখানে আমরা কয়েকদিন থাকব। গেটওয়ের কাছে একটা ঘর ভাড়া করব আমরা। তুমি এমন ভাবে থাকবে যেন অ্যাটেন্ডেন্টের কাজ করছ।'

প্রস্তাবটি পছন্দ হলো কিমের। কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল রিপোর্ট। মাহবুব আলীকে অনুবাদ করে শোনাল কিম।

'চমৎকার!' উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মাহবুব আলী বলল, 'এই পরিশ্রমের জন্য তোমার পুরস্কার পাওয়া উচিত। আমি যদি আফগানিস্তানের আমীর হতাম, তাহলে সোনা দিয়ে ভরে দিতাম তোমাকে,' কথাগুলো বলে কিমের সামনে একটি নতুন পোশাকের বাক্স এগিয়ে ধরল মাহবুব আলী। কিম দেখল ভেতরে রয়েছে সোনার সূচীকাজ করা মোচাকৃতির পেশোয়ারী একটি পাগড়ী, শার্টের উপর পরার জন্য

দিল্লীর সূচীকাজ করা একটি ওয়েস্ট কোট, ঢিলেঢালা সবুজ পাজামা, কোমরে বাঁধার জন্য সিল্কের দড়ি আর একজোড়া সামনের দিকে বাঁকানো চামড়ার তৈরি রাশিয়ান চপ্পল।

'বুধবার নতুন জামাকাপড় পরার জন্য শুভ দিন,' কথাগুলো বলে এবার মাহবুব আলী বের করল মাদার অব পার্ল খচিত একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ-জিরো রিভলবার। আনন্দে আত্মহারা কিম পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার জন্য ঝুঁকে পড়ল। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল মাহবুব আলী।

'এই জিনিসটিকে তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি যত্ন করে রেখো। যেন তেন ভাবে কোথাও ফেলে রেখো না। খোদার মর্জি, একদিন ওটা তোমার কাজে লাগবে।'

'স্কুলে তো ওরা আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে দেয় না। যাবার আগে ওটাকে তোমার কাছে রেখে যাব।'

'আশা করছি ওই লিখিত রিপোর্টের পর আর বেশি দিন তোমাকে স্কুলে থাকতে হবে না। আমাদেরও অনেক লোক প্রয়োজন।'

আরও কিছুদিন পথে পথে ঘুরল কিম মাহবুব আলীর সঙ্গে। এক সময় মাহবুব আলী চলে গেল লুরগানের কাছে আর কিম ফিরে এল সেন্ট জেভিয়ার্সে।

তিন সপ্তাহ পর মাহবুব আলীর কাছে এল কর্নেল ক্রেগটন। তিনজন একত্র হলো লুরগানের দোকানে।

'ছেলেটি তৈরি হয়ে গেছে। ওকে আমাদের দরকার এখন।' বলল মাহবুব আলী।

'কিন্তু ও তো বাচ্চা ছেলে, বয়েস ষোলোও পার হয়নি এখনও,' আপত্তি জানাল লুরগান।

'ওটা কোন ভাবার বিষয় নয়। আমি নিজে পনেরো বছর বয়সে একজনকে গুলি করে হত্যা করেছি,' মাহবুব আলী বলল।

লুরগান বলল, 'তুমি ওকে আমার কাছে পরীক্ষা নেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলে পরীক্ষা আমি নিয়েছি। ও-ই একমাত্র ছেলে যাকে আমি ধাঁধা লাগাতে পারিনি।'

'কি রকম?'

'দারুণ মনোবল আছে ছেলেটির। তিন বছর আগে ঘটেছিল ঘটনাটি...,' তিন বছর আগে কিমকে সম্মোহিত করার বিস্তারিত বিবরণ দিল লুরগান। তারপর বলল, 'ইতিমধ্যে ওকে অনেক কিছু শেখানো হয়েছে। ওর আর স্কুলে থাকার দরকার নেই।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু এখন তো জরিপের কোন কাজ নেই,' জানাল কর্নেল ক্রেগটন।

'ব্যাপারটি যদি তা-ই হয়, তাহলে ওকে লামার কাছে যেতে দিন,' মাহবুব আলী বলল, 'ওই বুড়ো মানুষটিকে খুব ভালবাসে সে। অন্তত জপমালা টিপতে টিপতে পায়ে পায়ে জমি মাপার বিষয়টি শিখে ফেলতে পারবে।'

'বুড়ো এখন আছে কোথায়?'

'গত তিনবছর ধরে ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছে সে। কি যেন এক রোগবিনাশী নদীর খোঁজে আছে সে। বেনারস শহরে এলে তীর্থাঙ্কর মন্দিরে ওঠে। জানামতে ছেলেটিকে দেখার জন্য দুবার সে ওর স্কুলে গিয়েছিল। মহাপাগল লোক! হরিচন্দর বাবুর সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। আমরা তিনবছর ধরে ওকে ফলো করছি। সহজ সরল মানুষ, আপনমনে চলতে অভ্যস্ত সে,' বলল মাহবুব আলী।

'ঠিক আছে,' বলল ক্রেগটন, 'কিমকে ছয়মাসের জন্য ওর পছন্দমত জায়গায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো।'

'ওকে বেতন দেয়া হবে তো?' প্রশ্ন করল মাহবুব।

'ভাতা হিসাবে আপাতত বিশ টাকা করে পাবে প্রতিমাসে,' জবাব দিল কর্নেল ক্রেগটন।

সিক্রেট সার্ভিসের একটা সুবিধা হলো টাকা পয়সা খরচের হিসাব সবাইকে জানাতে হয় না। ফান্ড দেখাশোনা করে হাতে গোনা কয়েকজন লোক। কিমের বেতনের পরিমাণ শুনে উৎফুল্ল হলো মাহবুব আলী এবং লুরগান দুজনেই। কিমের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবল লুরগান। কয়েক দিনের মধ্যেই বিশাল কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে ছেলেটি। সিক্রেট সার্ভিসের গুটিকয়েক মানুষের মধ্যে অচিরে কিমও একজন নামীদামী মানুষ হয়ে যাবে।

কয়েকদিন পরের কথা। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন কিমকে। কিম হাজির হওয়ার পর হেডমাস্টার বললেন, 'কর্নেল ক্রেগটন ক্যানেল ডিপার্টম্যান্টে তোমার জন্য অ্যাসিট্যান্ট চেইনম্যানের একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে এটি তোমার জন্য বিরাট পাওয়া। তবে মনে রেখো, পরীক্ষায় পাস না করলে তোমার চাকরি পার্মানেন্ট হবে না। এবং মনে রেখো ইচ্ছে মত, দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার সুযোগও তোমার নেই। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।' স্কুল প্রধান আরও বহু বিষয়ে উপদেশ দিলেন কিমকে, মানুষের সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, সৎ-চরিত্রবান হওয়া কত প্রয়োজনীয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে কিম। কয়েকদিন পর মাহবুব আলীর একটা চিঠি পেল কিম। মাহবুব লিখেছে সে কিমের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

কয়েকদিন পর লক্ষ্ণৌ রেল স্টেশনে কিমের সঙ্গে দেখা হলো মাহবুব আলীর। মাহবুবকে দেখেই আবেগ সংযত করতে পারল না কিম। বলল, 'বাবা, আমার স্কুল জীবন কি সত্যিই শেষ হলো?'

হাতের আঙুল মটকাল মাহবুব আলী। এর অর্থ হলো, কিমের আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই।

'আমার পিস্তলটি কোথায়? ওটা এখন আমি ব্যবহার করতে পারব তো?'

'ধীরে, বাছা, ধীরে,' মাহবুব আলী বলল, 'তুমি মাত্র ছয়মাস নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে পারবে। কর্নেল সাহেব তোমাকে ছয়মাস সময় দিয়েছেন। এই সময় তুমি প্রতিমাসে বিশ টাকা করে পাবে। এবং আপাতত তুমি লামার কাছে যাচ্ছ।'

'আমি তাহলে এসব জামাকাপড় খুলে ফেলতে চাই। আমার ট্রাঙ্কটি অবশ্য রয়ে গেছে লুরগান সাহেবের কাছে।'

'লুরগান তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

'ভদ্রলোক বেশ চালাক মানুষ,' মন্তব্য করল কিম, 'কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি উত্তরে যাব। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।...তুমি কি সত্যিই লামার কাছে যাবে?'

'নিশ্চয়ই। ওই মানুষটি না হলে আজ আমি এ পর্যায়ে আসতে পারতাম না। উনিই বছরের পর বছর আমার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, সে কথাই থাকল। আপাতত তোমাকে আমি বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি তোমার জামাকাপড় বদলাতে পারবে। এবং আজ রাতটি তুমি ওখানে থাকবে।'

পরদিন। ভোরে ঘুম থেকে জেগে কিম মাহবুব আলীকে কোথাও খুঁজে পেল না। দেখল, এক কোনায় বসে আছে হরিচন্দর মুখার্জি। কিমের অবাক দৃষ্টি অনুসরণ করে লোকটি বলল, 'লামার চ্যালা হিসেবে চলার মত তোমার জন্য কিছু কাপড় চোপড় আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'তুমি ওঁকে চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি। বেনারসে এবং গয়াতে কয়েকপ্রস্থ দেখা হয়েছে আমাদের।'

'কিন্তু এখানে তোমার কি কাজ?'

'বেনারস পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাব। পথে কিছু কথাও বলব তোমাকে,' জবাব দিল হরিচন্দর।

'আমি তাহলে আবার বেনারস যাচ্ছি? কিন্তু কখন?'

'কিছুক্ষণের মধ্যেই। জলদি তৈরি হয়ে নাও।'

দ্রুত তৈরি হয়ে নিল কিম। দুজনে রওয়ানা হলো রেল স্টেশনের উদ্দেশে। পথ চলতে চলতে কথা বলছে হরিচন্দর, 'ধরো, আমি বা সার্ভিসের কোন লোক হঠাৎ ছদ্মবেশে তোমার কাছে এল, লোকটিকে তুমি কখনও দেখোওনি। মনে করো এই আমিই এলাম তোমার কাছে একজন লাদাখি ব্যবসায়ী সেজে। আমি তোমাকে চিনি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। আমি কথা শুরু করব

এভাবে–আপনি কি খুব দামী পাথর কিনতে চান? তখন তুমি বলবে, 'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি দামী পাথর কিনতে পারি?' আমি বলব, 'খুউব গরীব মানুষও টরকোয়েজ বা তরকিয়া (Tarkean) কিনতে পারে।'

'মানে সব্জী-তরকারি,' বলল কিম।

'হ্যাঁ ওটাই। তুমি বলবে, "তরকিয়া দেখান তো।" তখন আমি বলব, "ওটা রান্না করছে একজন মহিলা। আপনার জাতের জন্য সম্ভবত ভাল নয় ওটা।" তখন তুমি বলবে, "দেয়ার ইজ নো কাস্ট হোয়েন মেন গো টু লুক ফর তরকিয়া।" "টু-লুক" এ কথা দুটোর মধ্যে সামান্য বিরতি দেবে। মূল রহস্যটি এখানেই। ওই সামান্য বিরতিই হলো আসল কথা।'

পুরো কথাটি পুনরাবৃত্তি করল কিম।

'ঠিক হয়েছে। ওভাবেই বলতে হবে। তোমার কথা শেষ হলে আমি আমার টরকোয়েজটি তোমাকে দেখাব। তুমি তখন বুঝে যাবে আমি কে।'

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে। আচমকা হরিচন্দর বলল, 'চলি। বিদায়। ভাগ্য তোমার প্রসন্ন হোক।'

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল হরিচন্দর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেল কিম।

এগারো

বেনারস শহর থেকে মাইলখানেক দূরে তীর্থাঙ্কর মন্দির। ঢেউ খেলানো গেটের সামনে এসে দাঁড়াল কিম।

'কি চাই এখানে?' একজন জৈনসাধু জানতে চাইল কিমের কাছে।

'আমি টেশু লামার কাছে এসেছি। উনি আমার গুরু। ওঁকে একটু খবর দেবেন।'

খবর পেয়ে ছুটে এল লামা। সেন্ট জেভিয়ার্সের কায়দাকানুন সব ভুলে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল কিম। 'লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি গুরু,' আবেগ আপ্লুত কিমের কণ্ঠস্বর।

'আমার পরিশ্রম সার্থক হলো,' বলল লামা, 'চলো, ভেতরে চলো। বাড়ির ভেতরের দিকে কিমকে নিয়ে চলল লামা।

শেষ বিকেলের আলো পড়ছে উঠনে। 'দাঁড়াও, তোমাকে একটু ভাল করে দেখে নিই,' হঠাৎ বলল লামা। তারপর আপাদমস্তক দেখল কিমকে কয়েকবার।

'সেদিন তোমাকে যেতে দিয়ে ভালই করেছিলাম,' পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল লামা, 'মনে পড়ে জমজমের নিচে সেই দিনটির কথা?'

'খুব মনে পড়ে,' জবাব দিল কিম, 'তোমার মনে আছে স্কুলে প্রথম যেদিন যাই, তুমি দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে, আমি ঘোড়ার গাড়ি থেকে এক লাফে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম?'

'হ্যাঁ, সবই মনে আছে।'

'এরপর আমি স্কুলের ছাত্র হলাম। আর এখন হব সরকারী দপ্তরের কর্মচারী।'

'বেশ ভাল।'

'তবে সবার আগে তোমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে বেড়াবার অনুমতি পেয়েছি আমি।' লামা ওর চাকরি সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করার আগেই কিম বলল, 'এখন তোমার জন্যে ভিক্ষা করে কে?'

'আমি নিজেই করি। মাঝেমধ্যে এখানে শিষ্যদের দেখতে আসি। বাকি সময় সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াই। কখনও পায়ে হেঁটে কখনও ট্রেনে চেপে ঘুরছি। বিচিত্র এই দেশ। তবে যখনই এই অঞ্চলে আসি, মনে হয় আমি যেন তিব্বতেই ফিরে এলাম।'

লামার ঘরটি ছোটখাট, পরিচ্ছন্ন। একটা টেবিলের উপর কতগুলো তামার পেয়ালা সাজানো আছে। ঘরের এক কোনায় রয়েছে ছোট একটা সেগুন কাঠের বেদী। তার উপর রয়েছে তামার গিল্টি করা পদ্মাসনে বসা বুদ্ধের একটি মূর্তি, পাশে একটি ধুপদানী, একটি প্রদীপ, আর এক জোড়া তামার ফুলদানী। একটি ছোট কুশনে বসল লামা।

'ঘরটি বেশ সুন্দর,' আরেকটি কুশনে বসতে বসতে বলল কিম।

'আমি জীবনচক্রের ছবিও এঁকেছি। তিনদিন সময় লেগেছে ওটা আঁকতে। তোমাকে আমার শিল্পকর্ম দেখাচ্ছি,' একটি হলুদ চাইনিজ কাগজ, বুরুশ এবং ইন্ডিয়ান কালি বের করল লামা। ছয় শলার একটা চক্র এঁকেছে সে। কেন্দ্রে রয়েছে একটা শুয়োর, একটা সাপ আর একটা পায়রার ছবি। এগুলো অজ্ঞতা, ক্রোধ এবং কামনার প্রতীক। চাকার খোপে খোপে রয়েছে স্বর্গ নরকের ছবি। কথিত আছে মানুষের জীবনে অদৃষ্টবাদ বোঝাতে বুদ্ধ নিজে প্রথমে ধুলোর উপর ধানের শীষ দিয়ে এই ছবি এঁকেছিলেন। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে এটি একটি বিস্ময়কর নকশায় পরিণত হয়ে শিষ্যদের হাতে হাতে চলে যায়। ছবিটির প্রতিটি রেখারই রয়েছে গভীর অর্থ।

'ছবি আঁকার বিদ্যা আমি খুব সামান্যই শিখেছি,' বলল কিম, 'তবে এ-ছবি বিস্ময়েরও বিস্ময়।'

'বহু বছর ধরে ছবিটি আঁকছি আমি,' বলল লামা, 'এমন সময়ও ছিল যখন

আমি রাতের পর রাত একের পর এক প্রদীপ জ্বালিয়ে ছবিটি এঁকে গেছি। তোমাকেও আমি ছবিটি আঁকতে শিখিয়ে দেব, এবং এর অর্থও বুঝিয়ে দেব। তারপর আমরা আবার বের হব পথে।'

'আবার বের হব?' প্রশ্ন করল কিম।

'হ্যাঁ, এতদিন আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি জানি তোমাকে ছাড়া আমি সেই নদীটি কোনদিনও খুঁজে পাব না। আমি বহু পাহাড়, সমুদ্র ঘুরে বেরিয়েছি, নদীর দেখা আজও পাইনি।'

'আমরা যাব কোথায়?'

'বন্ধু আমার, এবার নদীর খোঁজেই যাব, এবং আমি নিশ্চিত যে নদী আমরা খুঁজে পাবই।'

এরপর নানা বিষয়ে আরও আলোচনা চলল দুজনের। সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এলে সন্ধ্যায় ঘুমাবার প্রস্তুতি নিল লামা। একা বসে রইল কিম। একে একে জ্বলে উঠছে প্রদীপগুলো। প্রার্থনার সঙ্গীত ভেসে আসছে মন্দির থেকে। ধীরে ধীরে আকাশে ফুটে উঠছে তারারা।

ভোর হলো একসময়। লামার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল। উপহারের সাজি নিয়ে এল পুরোহিতরা। কেউ দিল পানদানী, কেউ আনল লোহার তৈরি কলমদানী, নানারকম খাবারভরা পাত্র দিল একজন। বাইরের দুনিয়ার আপদবিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিল কেউ কেউ লামাকে। প্রার্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো অনুষ্ঠান। চুপচাপ সিঁড়িতে বসে দেখল সব কিম।

বিদায়পর্ব শেষে স্টেশনের দিকে রওয়ানা হলো কিম আর লামা। 'আমরা প্রথমে যাব উত্তরে। ওখানে একটা চমৎকার জায়গা আছে,' ব্যাখ্যা করল লামা।

'শাহরানপুরের কথা বলছ তো? আমি জানি,' বলল কিম। টিকেট কাটতে চলে গেল সে।

একসময় দীর্ঘযাত্রা শেষ হলো। ট্রেন থেকে নেমে হাঁফ ছাড়ল লামা, 'ট্রেনের ঝাঁকুনি আমার হাড়গুলোকে পানি করে দিয়েছে। আহ্! তাজা বাতাসে এখন প্রাণ জুড়াবে।'

'চলো, আমরা কুলু মহিলার বাড়ি যাই,' পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে তৈরি হতে হতে কিম বলল, 'ওখানে বাতাস বড্ড টাটকা আর নির্মল।'

'তাড়াহুড়ার কিছু নেই,' বলল লামা, 'জ্ঞানী মানুষেরা মুরগীর বাচ্চার মত রোদে ছুটাছুটি করে না। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় একশো মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। এখন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে ভালমত দুটো কথাও বলা হয়নি। অবশ্য ট্রেনের ভেতরে এত হৈ-চৈ, তুমি আমার কথা শুনবেও বা কি করে? আমি নিজেও বকবকানী আর ঠেলাঠেলির মধ্যে ধ্যান করব কিভাবে? আপাতত কিছু সময়

আমরা ঘোরাঘুরি করব। এখুনি ওখানে যাব না,' বলল লামা।

পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলো দুজনে। আমিনাবাদ, সাহাইগুনজি, আরাকোলা, ফুলেশ্যা পেছনে ফেলে শিওয়ালিক পাহাড়ের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে এগুচ্ছে ওরা।

রাত কাটায় খোলা আকাশের দিকে। দিন হলেই রওয়ানা হয় আবার। লামাকে কোথাও বসিয়ে রেখে ভিক্ষা পাত্রটি নিয়ে নিঃশব্দে গ্রামে চলে যায় কিম। পাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেলে ফিরে আসে গুরুর কাছে। বিশাল কোন আমগাছ বা দুধ সাদা শিরীষগাছের নিচে বশে পানাহার সারে। রোদ তেতে উঠলে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেয় ওরা, গল্প করে, তারপর সামান্য সময় ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলের দিকে বাতাস শীতল হয়ে এলে আবার শুরু হয় যাত্রা। পথ চলতে চলতে কিমকে ধর্ম সম্পর্কে, জীবনচক্র সম্পর্কে জ্ঞান দেয় লামা এভাবেই চলছে প্রতিদিনের পথযাত্রা।

একদিন এরকম এক আলোচনার সময় হঠাৎ কিম বলল, 'সাধুবাবা, একটা প্রশ্ন করি?' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল সাধু।

'তুমি তিনবছর ধরে আমার লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছ। কিন্তু কিভাবে?'

'তিব্বতে সম্পদের অভাব নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল লামা, 'আমি যেখানে থাকি, সে-এলাকার মানুষগুলো আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। আমার যা প্রয়োজন, আমি তা পাই। হিসেব নিকেশ করতে হয় না।' তিব্বতের গল্পে মগ্ন হয়ে পড়ল লামা। বিশাল পাহাড়, জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পিশাচ নাচ, পনেরো হাজার ফুট উঁচুতে পবিত্র শহর, সন্ন্যাসীদের আশ্রম, আশ্রমবাসীদের ষড়যন্ত্র, তুষারের উপর চোখ ধাঁধানো মরীচিকার গল্প এক এক করে শোনাল লামা।

বারো

কিম এবং লামা আসছে শাহরানপুরে–খবরটি ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। ঝুড়িভর্তি কাবুলী আঙুর আর ফলমূল নিয়ে হাজির হলো একজন লোক। দাড়িওয়ালা রোগামত লোকটি জানাল ওর মালিক অনুরোধ করেছেন লামা যেন দয়া করে একবার দেখা দিয়ে যান।

'ঠিক আছে। ওকে খবর দাও,' আগ বাড়িয়ে বলল কিম, 'আমরা আসছি।' চলে গেল লোকটি।

পথে পথে নানা জায়গায় থেমে থেমে প্রায় এগারো মাইল পথ শেষ করে কুলু মহিলার বাড়িতে এল ওরা। মহা খুশি মহিলা। ওদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে

এবার নিজের কথা বলল সে, নাতির অসুখের জন্য মাদুলি চাই তার। বহুদিন ধরে এক হেকিমের ওষুধ খাইয়েছে সে ছেলেটিকে, কাজ হয়নি।

'কোন্ সে হাকিম?' প্রশ্ন করল কিম।

'তোমার মত সে-ও একজন ভবঘুরে। কিন্তু বিরাট হেকিম। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে চড়া দামে ওষুধ বিক্রি করে। লোকটি এখানে চারদিন ছিল। তোমরা আসছ শুনে সম্ভবত চলে গেছে।'

'না, বেগম সাহেব,' চাকরদের মধ্যে কেউ একজন বলল, 'হেকিম সাহেব খাওয়া দাওয়ার পর পায়রার খোপের পেছনের ঘরটিতে ঘুমাচ্ছেন।'

'এসব হেকিমটেকিমদের পুঁজি তো সামান্য কিছু রঙিন পানি আর লম্বা লম্বা কথা,' টিপ্পনী কাটল কিম।

চাপা হেসে মহিলা বলল, 'হিংসে হচ্ছে বুঝি? তোমার মাদুলি বুঝি ভাল? তো তোমার সাধুবাবাকে বলো আমার জন্যে একটি তৈরি করে দিতে।'

'শুধুমাত্র নির্বোধরাই ওষুধের গুণ অস্বীকার করে,' গম গম করে উঠল কারও কণ্ঠস্বর। চমকে তাকাল কিম। 'শুধুমাত্র বোকারাই এসব মাদুলি কবজে বিশ্বাস করে। আমার ওষুধই এ বাড়ির একটি ছেলের শূল বেদনা সারিয়ে দিয়েছে,' বলতে বলতে এগিয়ে আসছে হেকিম।

'হায়! হায়!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, 'বাচ্চাদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশংসা করলে মুখ দোষ লাগে। ছেলেটির বাবা মারা গেছে। এই বুড়ো বয়সেও চৌকিদারী করতে হচ্ছে আমাকে।...এই তোরা সবাই কোথায় গেলি?' চাকরবাকরদের ডাকাডাকি শুরু করল মহিলা, 'পালকি রেডি কর, আমি বাইরে যাব। হেকিম আর সাধু আপনারা নিজেরাই ঠিক করুন, কোনটা ভাল ওষুধপত্র না তাবিজ কবচ।'

বেগম সাহেব চলে যাওয়ার পর আবার আরাম করে বসল কিম। ওর দিকে হুঁকো বাড়িয়ে দিল হেকিম। লম্বা টান দিল কিম।

'কেমন আছ মাস্টার ও'হারা?' ফিসফিস করে বলল হেকিম।

চমকে উঠে হুঁকোর নল খামচে ধরল কিম। এই প্রথম হরিচন্দর মুখার্জিকে চিনতে পারল কিম। এতক্ষণ পুরোপুরি বোকা বানিয়ে রেখেছিল হেকিম হরিচন্দর।

'মনে পড়ে, লক্ষ্ণৌ-এ বলেছিলাম আবার দেখা হবে আমাদের। এবং তুমি চিনতেও পারবে না,' বলল হরিচন্দর।

'কিন্তু আপনি এখানে কি করছেন?'

'এটা হোয়াইট স্টেলিয়নের কূল ঠিকুজির ব্যাপার স্যাপার...'

'কিন্তু সে বিষয়টি বহু আগেই তো শেষ হয়েছে।'

'হয়নি। শোনো, তিনবছর আগে পাঁচজন স্থানীয় রাজা যুদ্ধের জন্য তৈরি

হয়েছিল। ওই সময় মাহবুব আলী তোমার মাধ্যমে খবরটি জায়গামত পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে ওরা আক্রমণের আগেই আমরা অ্যাটাক করতে পেরেছিলাম।'

'এবং সেই সৈন্যদলে গোলাবারুদসহ আট হাজার সৈন্য ছিল,' বলল কিম, 'সে রাতের কথা মনে আছে আমার।'

'ঠিক। কিন্তু সে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কৌশল হিসেবে সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। শুধুমাত্র ভয় দেখানো হয়েছে রাজাদের। অবশ্য অত উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে সৈন্যদের দীর্ঘদিন রাখার খরচও অনেক। সে কারণে হিলাজ এবং বুনার রাজাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করল সরকার। ঠিক হলো সরকারী সৈন্যরা ফিরে এলে ওরা পাহারা দেবে পথটি। ওই সময় আমার কাজ ছিল লেহ্ এলাকায়। চা বিক্রি করতাম। সেনাবাহিনী ফেরার সময় আমি হয়ে গেলাম অ্যাকাউন্টস সেকশানের একজন ক্লার্ক। সৈন্যরা চলে গেল। আমি রয়ে গেলাম। আমার দায়িত্ব হলো কুলিদের বেতন দেয়া। কারণ নতুন রাস্তা তৈরি হবে।'

'তারপর কি হলো? কিম প্রশ্ন করল।

'প্রচণ্ড শীত পড়েছে। আমি সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকি, কখন ওরা আমার বাক্সটা কেড়েটেড়ে নিয়ে মাথাটাই কেটে ফেলে। এদিকে খবর পেলাম এদিকের রাজারা উত্তর দিকের প্রদেশগুলোর রাজাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করেছে। সংবাদটি বার কয়েক যথাস্থানে পাঠালাম। মাহবুব আলীও খবরের সত্যতা স্বীকার করল। কিন্তু সরকার কোন ব্যবস্থা নিল না। ইতিমধ্যে বরফে আমি দিনকে দিন জমে যাচ্ছি, পায়ের একটা আঙুলও নষ্ট হয়ে গেল। তবুও আমি রয়ে গেলাম। আবার খবর পাঠালাম–আমরা যে নতুন রাস্তা তৈরি করেছি সে রাস্তা দিয়েই বিভিন্ন অচেনা মানুষ যাতায়াত করছে, রাস্তাটি শত্রুদের চলাচলের জন্য উপযোগী হয়ে উঠছে।'

'কারা সেই শত্রু?'

'রাশিয়ান। কুলিরাও জানে বিষয়টি। এসময় আমাকে ডেকে পাঠানো হলো সরেজমিনে যা যা দেখলাম তা বর্ণনা করার জন্য। মাহবুব আলীকেও ডাকা হলো। পূর্ণ বিবরণ দিলাম আমরা। তারপর আমি ফিরে এলাম আগের জায়গায়।'

'তারপর?' প্রশ্ন কলল কিম।

'বরফ গলে গেছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার। এমন সময় খবর পাওয়া গেল উত্তর দিক থেকে দুজন ভীনদেশী আসছে ওই অঞ্চলে। দেখে মনে হয় বুনো ছাগল শিকারী। অথচ ওদের সঙ্গে আছে চেইন, লেভেল আর কম্পাস। হিলাজ আর বুনাররা সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওদের। আগন্তুকরা স্থানীয় লোকদের বোঝাল উপত্যকাটির উপরে নিচে বুক সমান প্রাচীর তুলে দুর্গ বানানো হবে। মজার ব্যাপার হলো গিরিপথ পাহারা দেয়ার জন্য যারা টাকা পয়সা দেয়নি, সেই তিন রাজাও সরকারকে খবর পাঠাল যে অন্য দুই রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সরকার তারপরও কিছু করল না। এদিকে ওই দুই আগন্তুক রাজাদের বিশ্বাস

করিয়ে ফেলেছে যে সরকারী সেনাবাহিনী যে কোন সময় ওদের আক্রমণ করবে। ঠিক সেই সময় আমি হঠাৎ নির্দেশ পেলাম, 'উত্তরের দিকে যাও। দেখো লোক দুটো কি করছে।'

হুঁকায় মুখ লাগিয়ে হরিচন্দরের কথা শুনছে কিম। সে বলল, 'তুমি তাহলে এখন ওই দায়িত্বেই আছ। এবং তুমি ওদের অনুসরণ করবে, তাই না?'

'না, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা সিমলার দিকে যাবে। বুনো ছাগলের মাথা আর শিঙ পাঠাবে ড্রেস করার জন্য কোলকাতায়। ওদের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।'

'কিভাবে?'

'আমি ওদের দলে ঢুকব একজন দোভাষী হিসাবে। হেকিম হিসেবে ওদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। তবে কাজটায় ঝুঁকি আছে। সেজন্যে ভয়ও পাচ্ছি।' একটু থেমে বলল, 'আমার একটা অনুরোধ, যদি তোমাদের বিশেষ কোথাও যাবার তাড়া না থাকে, তাহলে লামাকে একটু বোঝাও সে যেন উত্তরের দিকে যায়। আমি নিজেও ওঁকে বলব। লোক দুটোকে না পাওয়া পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টের কারও না কারও সাথে আমার যোগাযোগ রাখতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে তুমি এবং আমি একযোগে কাজটা করতে পারব।'

'হুম,' চিন্তা করছে কিম।

'দুন্ পর্যন্ত একসঙ্গে যাব আমরা। এরপর আমি যাব মুসৌরী। বেশ সুন্দর পুরোনো শহর ওটি। তারপর যাব রামপুর। ওই পথেই ওরা আসবে। যদিও ঠাণ্ডার মধ্যে অপেক্ষা করতে আমার ভাল লাগে না। তবুও আমি অপেক্ষা করব। ওদের সঙ্গে সিমলা পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাই আমি।'

'সাধুবাবাও নিশ্চয় আবার পাহাড় দেখে খুশি হবে। কয়েকদিন ধরে খুব কম কথা বলছে সে।'

'লামা চাইলে রাস্তায় আমরা আলাদাভাবে যেতে পারি। আমি তোমাদের থেকে বেশ দূরে সামনে সামনে থাকব। তোমরা ধীরেসুস্থে পেছনে পেছনে এগুবে। আমি রওয়ানা হব আগামীকাল। তোমরা যাত্রা করবে পরদিন। পুরো বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখো,' হাই তুলল হরিচন্দর। আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল সে নিজের ঘরের দিকে।

রাতে ঘুম এল না কিমের। ভাবছে সে, ব্যাপারটা আসলেই বিগ গেম। আমি মাহবুব আলীর হয়ে লাহোর থেকে আম্বালায় একটা খবর নিয়ে গেলাম গোপনে। ওটা ছিল বিগ গেমেরই অংশ। কোয়েটাতে একজন লোকের বাড়িতে কাজ করলাম, চুরি করলাম, ওটাও ছিল বিগ গেমের অংশ। এখন আমি নিজেই যাচ্ছি উত্তরে বিগ গেম খেলতে। বিগ গেম সুতো বোনার মাকুর মত শুধু ছুটাছুটি করছে। এই খেলায় আনন্দ দেয়ার জন্য, অংশগ্রহণের জন্য সাধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মাহবুব আলী, ক্রেগটন সাহেবের কাছেও কৃতজ্ঞ। কিন্তু সাধুই সবার বড়! উনি ঠিকই বলেছিলেন, এ দেশটি বিস্ময়কর বিশাল। কেবল মাত্র আমিই শুধু একা, একদম একা। অথচ আমিই হয়ে আছি কেন্দ্রবিন্দু।

পরদিন সকালে লামাকে বোঝাল কিম, 'সমভূমিতে সারাক্ষণ মানুষের বড় ভিড়। আমার ধারণা পার্বত্য অঞ্চলে এত মানুষ নেই।'

'কোথায় পাহাড়?'

'খুব কাছেই,' দরজা খুলে দিল কিম। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের গায়ে ভোরের সূর্যের আলোকচ্ছটা পড়েছে।

সতৃষ্ণ ভঙ্গিতে তাকিয়ে সশব্দে শ্বাস নিল লামা।

'যদি আমরা উত্তর দিকে যাই,' ধীরে ধীরে বলল কিম, 'তাহলে পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় সূর্যের তাপ এড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারব।'

বেরিয়ে এসেছে হরিচন্দর। ইঙ্গিতে ওকে বুঝিয়ে দিল কিম লামার কাছে কথাটি পেড়েছে সে। হরিচন্দর এগিয়ে এল লামার কাছে। দুজনের কথাবার্তা হলো কিছুক্ষণ। মুগ্ধ চোখে ওদের আলাপচারিতা দেখল কিম। বিস্মিত হলো সে বুড়োকে বোঝাবার সময় হরিচন্দরের বিনয় এবং যুক্তি উপস্থাপনের দৃঢ়তা দেখে।

বিকেলে হরিচন্দর মুখার্জি তার ওষুধের পিতলের পাত্রটি নিয়ে ছাতা হাতে রওয়ানা হবার আগে কিমকে বলল, স্থানীয় কয়েকজন রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে, ওরা ওর ওষুধের বেশ কদর করে। চলে গেল হরিচন্দর। 'লোকটি বেশ বিদ্বান,' বলল লামা, 'ও বলেছে পাহাড়ের নিচের দিকে মানুষগুলো বেশ ধর্ম কর্ম করে। ওদের একজন গুরু দরকার। ওরা মানুষ হিসেবে বেশ ভাল, উদার। পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় ওখানে পৌঁছাতে সময় লাগবে না বেশি।'

প্রচুর খানাখাদ্য নিয়ে পরদিন রওয়ানা হলো কিম ও লামা। 'এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি আমি। পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আরও তরতাজা হয়ে উঠব। হেকিমের কথাই সত্যি মনে হচ্ছে। ও বলেছে তুষার থেকে আসা সামান্য বাতাসও মানুষের আয়ু বিশ বছর বাড়িয়ে দেয়। হেকিমকে বলেছিলাম, শরীরটি ঝিমঝিম করে। ও বলল গরমের জন্য ওরকম হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটাচলা ফেরা করলেই ঠিক হয়ে যাবে। খুব সত্যি কথা। আমি অবাক হচ্ছি এই কথাটি এতদিন কেন মনে হয়নি আমার।'

'নদী খোঁজার বিষয়ে ওকে কিছু বলেছ?'

'হ্যাঁ, বলেছি। ও বলেছে নদীটি নিশ্চয় আমি খুঁজে পাব, ঠিক যেভাবে স্বপ্নে দেখেছি, ঠিক সেভাবেই পাব। তাছাড়া তুমি তো আমার সঙ্গেই আছ। আমি ঠিকই জানি, তুমিই আমাকে সেই নদীটি খুঁজে দেবে।'

পাহাড়ের দিকে তাকাল বুড়ো। চোখে মুখে প্রশান্তি আর পরিতৃপ্তির ছাপ।

এগিয়ে চলল ওরা সামনের দিকে।

তেরো

মুসৌরি পার হয়ে সরু পাহাড়ী পথ ধরে উত্তরমুখী রওয়ানা হলো ওরা। দিনের পর দিন সমস্যা হচ্ছে। এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ পাড়ি দিচ্ছে ওরা। যত উঁচুতে উঠছে লামা তত সতেজ হয়ে উঠছে সে। এর আগে দুন্ পার হবার সময় কিমের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটত বুড়ো। প্রায়ই থামত রাস্তার পাশে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। এখন তরতর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে লামা নিজেই। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিম। পায়ের নিচে ক্ষত হয়েছে। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। এত যন্ত্রণাতেও লক্ষ্য রাখছে সে যেন ঢাল গড়িয়ে নিচে পড়ে না যায়।

দেবদারু বনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছায়ায় ছায়ায় ফার্ন জড়ানো ওক গাছের নিচ দিয়ে, বার্চ, আইলেন্স, রডোডেনড্রনের ঝাড় আর পাইন বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে রোদে পোড়া পিচ্ছিল ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের খোলামেলা জায়গায়। আবার ঢুকছে বনের ভেতর। কোন ক্লান্তি নেই লামার। অপসৃয়মান পেছনের পথকে ফেলে রেখে সন্ধ্যার ম্লান আলোয় থামে ওরা। রাতের মত বিশ্রাম নেয়, পরদিনের প্ল্যান করে।

পাহাড়ের যত বেশি উচ্চতা তত বেশি ঠাণ্ডা। শীতে কাঁপছে কিম। এক জায়গায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল ওরা, পাহাড়ী লোকেরা কিমকে একটা কম্বল দিল।

পথ চলতে চলতে ধ্যান করে লামা। কিমকে জীবনচক্র সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। মাঝে মাঝে হেকিমের সঙ্গে দেখা হয়। চলার পথে লোকজনের চিকিৎসা করে সে। কখনও কখনও কিছুটা সময় কিম নিজেও হেকিমের সঙ্গে কাটায়। লতা গুল্ম চিনে নেয়। গল্প করে।

একদিন হরিচন্দর কিমকে বলল, 'শোনো ও'হারা, জানি না যাদের খুঁজছি তাদের কবে খুঁজে পাব। তবে এখন থেকে আমরা কাছাকাছি থাকব। তুমি শুধু খেয়াল রাখবে আমার এই ছাতাটার দিকে। ওটাকে অনুসরণ করলেই আমার অবস্থান জানতে পারবে।'

'আমার মনে হয় না আদৌ কাউকে খুঁজে পাবে বলে,' বলল লামা।

'ও নিয়ে তুমি কিছু ভেব না। আমি জানি ওরা কয়েকদিন আগে কারাকোরাম পার হয়ে এসেছে। ওদের সঙ্গে রয়েছে শিকারের জিনিসপত্র। তবে ওরা তৈরি করছে কাগজপত্র, পাঠাবে রাশিয়ায়।' গাছের একটা ছোট্ট ডাল নিয়ে মাটির উপর

আঁচড় কেটে মানচিত্র আঁকল হরিচন্দর। 'দেখো, পশ্চিমে আসার সোজা পথ হলো শ্রীনগর বা অ্যাবোটাবাদ। কিন্তু ওরা ওদিকে যাবে না, ওরা সরে যাবে পুবে। লেহ্ পর্যন্ত এসে, নিচের দিকে সিন্ধু হয়ে হান্‌লি এবং পরে বুশার ও চিনি উপত্যকা পর্যন্ত সরে যাবে। চিনি উপত্যকার কোন এক জায়গায় আমি ওদের কাছে পৌঁছে যাব। তোমার কাজ হলো শুধু আমার নীল ছাতাটির দিকে নজর রাখা।'

দিনের পর দিন কাটছে এভাবে। সামনে এগিয়ে যাচ্ছে হরিচন্দর। পাহাড়ী ঢাল ধরে পেছনে পেছনে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নীল ছাতার দিকে নজর রাখছে কিম।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নালোকিত রাত। তুষারে ঢেকে আছে পথ ঘাট। সংকীর্ণ একটি গিরিপথ পার হয়ে তিব্বতীদের এক ক্যাম্পে এসে পৌঁছাল লামা এবং কিম।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের চূড়া। কখনও বরফ গলে না এখানে। বহু নিচে সবুজ চাদরের মত বনভূমি। সমতল ভূমিতে রয়েছে একটি গ্রাম আর চারণভূমি।

সামনে এগিয়ে যাচ্ছে হরিচন্দর। হাতের বিনকিউলার দিয়ে দেখে নিচ্ছে ধারেপাশে। উপর থেকে নীল ছাতার উপর নজর রাখছে কিম। দিন চলছে এভাবে। একদিন হঠাৎ দূরে কয়েকটি সাদা পতাকা দেখা গেল। দ্রুত এগিয়ে চলল হরিচন্দর। গতি বাড়াল কিম এবং লামাও। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই আকাশ মেঘলা হতে শুরু করেছে। হরিচন্দর যখন আগন্তুকদের কাছাকাছি পৌঁছাল ঠিক তখুনি সশব্দে পড়ল বাজ। সাহেবদের সঙ্গে আসা কুলিরা মহা আতঙ্কিত হয়ে মাথা থেকে ফেলে দিল বাক্সপেটরা সব। হতচকিত হয়ে পড়ল বিদেশী দুজন। কি করবে ওরা বুঝতে পারছে না। কুলিরা আর সামনে এগুতে নারাজ। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেজা জামাকাপড় গায়ে সামনে এসে হাজির হলো হরিচন্দর। হাসি হাসি মুখ করে নিজের পরিচয় দিল সে, রামপুরার মহারাজার প্রতিনিধি সে। ওর পরিচয় জেনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিদেশীরা। এদের একজন ফরাসী, অন্যজন রাশিয়ান। তবে দুজনই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে। ওরা হরিচন্দরকে অনুরোধ করল সাহায্য করার জন্য। কুলিরা ভেগে গেছে। ওদের না হলে সামনে আর এগুনো যাচ্ছে না।

সুযোগ কাজে লাগাল হরিচন্দর। জঙ্গলে ঢুকে হরিচন্দর কুলিদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে, কিছু টাকা পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার পথ চলতে রাজি করাল। বিদেশীদের কাছে ফিরে এল হরিচন্দর। বলল, 'কুলিরা তোমাদের কষ্ট দিয়েছে শুনলে মহারাজা খুব মন খারাপ করবেন। ওই লোকগুলো আসলে বোকা ধরনের

মানুষ। ঝড়বাদল দেখে ভয় পেয়েছে ওরা। তবে আমি রাজি করিয়েছি। বৃষ্টি থামলেই রওয়ানা হবে আবার।... শিকার কেমন চলছে তোমাদের। নিশ্চয় বেশ ভাল?' কথা বলতে বলতে কুলিদের মাথা থেকে ফেলে দেয়া মোচাকৃতির ঝুড়িগুলোর দিকে এগিয়ে গেল হরিচন্দর। এমনভাবে নাড়াচাড়া করছে যেন ঠিকঠাক করে দিচ্ছে। আচমকা লাল অয়েলস্কিনে মোড়া একটা বাক্সের সঙ্গে ধাক্কা খেল সে। ধাক্কা লাগায় কাত হয়ে ঝুড়ির মুখ খুলে বেরিয়ে পড়ল কিছু কাগজপত্র। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল লোক দুজন। হরিচন্দরকে সরিয়ে দিয়ে ঠেলেঠুলে জিনিসগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওরা আবার।

বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল হরিচন্দর। হাঁটতে হাঁটতে নানা বিষয় সম্পর্কে কথা বলছে সে। এখানকার জীবজন্তু, গল্পগাঁথা, স্থানীয় মানুষদের আচার আচরণ সম্পর্কে শোনাচ্ছে সে। তবে অয়েলস্কিনে মোড়া বাক্সটির দিকে আড়চোখে নজর রাখছে। সে জানে, ওর ভেতরে রয়েছে ম্যাপ আর দলিলপত্র।

রাস্তাটি খাড়াভাবে উপরে বনের দিকে এগিয়ে গেছে। এগিয়ে যাচ্ছে দল।

পরদিন। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ক্ষীণ আলোয় হঠাৎ দেখা গেল লম্বা লম্বা ঘাসের পাশে যোগাসনে বসে আছে একজন লামা। তার সামনে পাথরচাপা দেয়া একটা অদ্ভুত নকশা। বসে থাকা লামার দিকে ইঙ্গিত করে হরিচন্দর বলল, 'ইনি একজন বিরাট সাধু পুরুষ।'

'ওখানে ও কি করছে?' প্রশ্ন করল আগন্তুকেরা।

'উনি ওই পবিত্র ছবিটির ব্যাখ্যা করছেন। পুরো ছবিটি তিনি নিজে এঁকেছেন।'

কৌতূহলী লোক দুজন থেমে গেল। বিরতি পেয়ে খুশি হলো কুলিরা। বোঝাগুলো নামিয়ে রাখল।

ধীরে ধীরে লামার দিকে এগিয়ে গেল হরিচন্দর। বিদেশীদের আড়াল করে চোখ টিপে কিমকে ইশারা করে লামার উদ্দেশে বলল, 'সাধুবাবা, আমি এদের সঙ্গে সিমলা যাচ্ছি।...এরা আপনার ছবিটি দেখতে চাইছে।'

'এটি জীবনচক্রের ছবি,' বলল লামা।

'ওরা ছবিটি সম্পর্কে জানতে চায়। দয়া করে এদের বুঝিয়ে বলুন।'

হাসল লামা। বলল, 'ওরা কি হিন্দি জানে?'

'অল্প অল্প জানতেও পারে।'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল লামা। ছড়ির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক দুজন। পাশে বসে সূর্যের ডুবে যাওয়া দেখছে কিম। ধুলোবালি মাখা কুলিরা সামান্য দূরে বসে বিনীত ভঙ্গীতে কথা শুনছে

গুরুর। হরিচন্দর হাসি হাসি মুখে চোখ বুলাচ্ছে সবার উপর। বিদেশীদের আড়াল করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সে কিমের কাছে। ফিসফিস করে কিমের উদ্দেশে বলল হরিচন্দর, 'এরাই সেই লোক। ওদের বইপত্র, ম্যাপ, দলিল লাল অয়েলস্কিনে মোড়া একটা ঝুড়ির ভেতরে আছে ওটাকে ওরা খুব সতর্ক ভাবে পাহারা দিচ্ছে। আমি জানি ওরা এখন পর্যন্ত কোন কিছুই পাঠাতে পারেনি।'

'ওদের সঙ্গে আর কারা আছে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল কিম।

'শুধুমাত্র কুলিরা। এদের নিজেদের কোন চাকর বাকর নেই। রান্নাবান্না নিজেরাই করে। সব কিছুতেই একটা লুকোচুরি ভাব আছে।'

'আমার কি কাজ?'

'আপাতত অপেক্ষা করো। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তথ্যগুলো তোমার জানা থাকল।' আর কথা না বাড়িয়ে লামার দিকে এগিয়ে গেল হরিচন্দর।

একমনে ছবিটির ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে লামা। আগন্তুকদের একজন হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বলল, 'মেলা বকবকানি হয়েছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি আমি। তবে ছবিটি আমি কিনতে চাই। ওকে জিজ্ঞেস করো, ওটা বিক্রি করবে কিনা।'

'না, করবে না,' জবাব দিল হরিচন্দর নিজেই, 'রাস্তার পাশে মানুষের কাছে পয়সা নিয়ে ছবি বিক্রি করে না লামা।'

'ওকে বলে দাও হেকিম, ও যদি সত্যিই জ্ঞানপিপাসু হয়, এবং কয়েকদিন পরীক্ষা করে আমি যদি বুঝতে পারি, তাহলে ভেবে দেখব ওকে আরেকটি ছবি এঁকে দেয়া যায় কিনা। এই ছবিটি আমার শিষ্যের জন্য আঁকা হয়েছে। বিক্রির জন্য নয়।'

'কিন্তু এই লোকটি যে এখুনি ওটা কিনে নিতে চাচ্ছে,' বলল হরিচন্দর।

ঘনঘন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল লামা। তারপর গোটাতে শুরু করল ওটাকে। রাশিয়ান লোকটির মনে হলো, লামা দাম বাড়াতে চাচ্ছে ছবিটার। পকেট থেকে মুঠিভর্তি টাকা বের করে আচমকা ছবিটির এক কোনা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে। ছিঁড়ে গেল ছবিটা লামার হাতে ধরা অবস্থাতেই। ঘটনার আকস্মিকতায় আতঙ্কে সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল কুলিরা। চট করে সোজা দাঁড়িয়ে গেল, লামা, এক হাত পৌঁছে গেছে কোমরের কাছে ভারী লোহার তৈরি কলমদানীটির কাছে। ওর অস্ত্র ওটা। মহা অপমানিত সে।

'স্যার, স্যার,' চিৎকার করল উদ্বিগ্ন হরিচন্দর, 'সাধুর গায়ে হাত দেয়া ভাল হচ্ছে না।'

'এই লোকটি আমার ছবিকে অপবিত্র করেছে,' উত্তেজিত লামা কিমের উদ্দেশে বলল। সরাসরি লামার মুখে ঘুসি মারল রাশিয়ান লোকটি। ঝাঁপ দিল

কিম লোকটির দিকে। টুঁটি চেপে ধরল সে রাশিয়ানের। চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটি। ওই অবস্থাতেই গলা টিপে ধরে থাকল কিম। তারপর ঢাল বেয়ে গড়াতে লাগল দুজনে নিচের দিকে। হতভম্ব লামা বসে পড়ল আবার। বাক্সপেটরা ঝুড়িগুলো নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল কুলিরা। সাধুর অপমানে আতঙ্কিত ওরা। মহা দুর্যোগ নামবে এ জায়গায়।

পিস্তল হাতে লামার দিকে ছুটে এল ফরাসী লোকটি। এই দৃশ্য দেখে রুখে দাঁড়াল পাহাড়ী কুলিরা। বৃষ্টির মত পাথর ছুঁড়তে শুরু করল ওরা। সামনে এগুতে পারছে না বিদেশী। এই ফাঁকে কয়েকজন কুলি লামাকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গেল পাহাড়ের দিকে।

'হায়, হায়,' আর্তনাদ করে উঠল ফরাসী, 'পালাচ্ছে ব্যাটারা, বাক্সপেটরা সব নিয়ে ভাগছে ওরা।' এলোপাতাড়ি গুলি করতে শুরু করল সে।

'থামুন, থামুন, এভাবে গুলি করবেন না,' চেঁচাতে চেঁচাতে হরিচন্দর ছুটে গেল কিমের দিকে। রাশিয়ান লোকটাকে চেপে ধরে পাথরে মাথা ঠুকে দিচ্ছে কিম। হরিচন্দর আঁকড়ে ধরল কিমকে পেছন থেকে। কানে কানে বলল, 'মালপত্রগুলো সহ কুলিরা সরে পড়েছে। লাল ঝুড়িতে আছে দলিলপত্রগুলো। যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়ে ফেলো ওগুলো, এখুনি যাও, একে ছেড়ে দাও।'

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল কিম। তারপর ছুটতে শুরু করল পাহাড়ের দিকে। ওকে লক্ষ্য করে গুলি করল ফরাসী লোকটি। কান ঘেঁষে ছুটে গেল বুলেট। চট করে বসে পড়ল কিম। গড়িয়ে গড়িয়ে সরে গেল সে।

'এভাবে গুলি করলে, পাহাড়ী লোকগুলো ঠিক খুন করে ফেলবে তোমাদের,' আবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করল হরিচন্দর। পা হেঁচড়ে সহযোগীর দিকে এগিয়ে চলল ফরাসী। ওদিকে লামা আর কুলিদের দিকে ছুটে চলল কিম।

'ওরা কি তোমাকে খুব মেরেছে?' কিমকে দেখে প্রশ্ন করল লামা।

'না, তোমার কোথাও লাগেনি তো?' উদ্বিগ্ন কিমের কণ্ঠস্বর।

'লাগেনি। চলো আমরা চলে যাই।'

'প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা যাব না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কিম।

'ওদের চার চারটি বন্দুক আছে আমার কাছে,' কুলিদের একজন কিমের কথায় সায় দিয়ে বলল, 'চলো, ব্যাটাদের ধরি।'

'লোকটি সাধুবাবাকে মেরেছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি,' বলল আরেকজন।

ব্রিচবোল্ট ক্লিক করল আগের জন। বলল, 'একটু অপেক্ষা করুন গুরু। ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি। আমরা না ফেরা পর্যন্ত এখানে থাকুন।'

এতক্ষণ চুপচাপ ছিল লামা। এবার বলল, 'কষ্ট পেয়েছি আমি। ওদের ক্ষমাও

করছি আমি। তোমরাও তা করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না…গুরুজনের নির্দেশ মানা ভাল।'

'আপনি শুধুমাত্র অল্প কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি শুধু ওদের বুঝিয়ে দিয়ে আসি কার সঙ্গে লেগেছে ব্যাটারা,' বলল আগের সেই বন্দুকওয়ালা লোকটি।

মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত হলো লামা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লোকটির কাঁধের উপর একটা আঙুল রেখে বলল, 'আমি কি বলেছি তুমি শুনতে পাওনি? এখানে আর খুনোখুনি চলবে না। আমি সাকঝেন মঠের পুরোহিত। আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি আবার ইঁদুর হয়ে জন্মাতে চাও? তোমার কি সেটাই ইচ্ছা?'

'না, সাধুবাবা, না,' ভয়ে আতঙ্কে লামার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লোকটি।

ক্লান্ত লামা কিমের কাঁধে ভর দিয়ে বলল, 'মহা শয়তানের পাল্লায় পড়তে যাচ্ছিলাম আমি। আরেকটু হলেই ওর কথায় রাজি হয়ে যাচ্ছিলাম। তিব্বতে এরকম ঘটনা ঘটলে ওই লোকগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হত।…ওরা আমার মুখে ঘুসি মেরেছে…আমার দেহে…' মাটিতে পড়ে গেল লামা। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে সে।

ভয়ে ভয়ে হাঁটু গেড়ে পাশে বসে পড়ল কিম। কুলিদের বলল, 'ঝুড়িগুলো খুলে দেখো তোমরা, ভেতরে ওষুধপত্র থাকতেও পারে।'

ঝুড়ি খোঁজাখুঁজি করে লামাকে সুস্থ করে তোলার মত ওষুধ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে বসল লামা। আবার বলল, 'এখানে কোন রকম হানাহানি চলবে না।'

'হ্যাঁ, সাধুবাবা, আমরা আপনার নির্দেশ মেনে নিয়েছি,' বলল সেই ইঁদুর হয়ে পুনর্জন্মের ভয়ে ভীত লোকটি, 'আপনি আপাতত বিশ্রাম নিন। রাতে চাঁদ উঠলে শ্যামলেগের পথে রওয়ানা হয়ে যাব আমরা।'

কিমের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল লামা। কেউ একজন একটা কম্বল এনে ওর গায়ের উপর মেলে দিল।

সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল আগের লোকটি, 'চাঁদ ওঠার পরপরই আমরা রওয়ানা হব। শ্যামলেগে পৌঁছে মালপত্র ভাগাভাগি করে নেব। আমার শুধু কার্ট্রিজ সহ একটা রাইফেল হলেই চলবে।'

'কিন্তু বইপত্র ভর্তি ঝুড়িটির কি হবে?' কিমকে প্রশ্ন করল আরেকজন।

'ওটা আমাকে দিয়ে দাও,' সমাধান দিল কিম।

'ঠিক আছে, ওটা রইল তোম[illegible]ন্য। অন্য ঝুড়িতে আমাদের জন্য অনেক জিনিস আছে।' আপাতত এরকম [illegible]া মীমাংসায় পৌঁছাল সবাই।

ঘুমোচ্ছে লামা। যা ঘটে গেল তা ভেবে ভেবে বারবার চমকে উঠছে কিম।

ভাবছে সে বিদেশী লোকদুটোর কথা। নিচে কোথাও আছে ওরা। সবকিছু হারিয়ে এখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ওদের বিগগেম তছনছ হয়ে গেছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ, এই পলায়ন কোনটাই হরিচন্দর ঘটায়নি। আপনা থেকেই ঘটে গেল সব। হরিচন্দরের কথা মনে হতেই মন খারাপ হয়ে গেল কিমের।

ওদিকে ঠাণ্ডা এবং ক্ষুধায় কাতর হলেও ঘটনার এই আকস্মিক মোড় নেয়ায় হরিচন্দর মনে মনে খুশি। লোক দুটো থেকে থেকে গালমন্দ করছে ওকে। সে নিজেও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন খুব ভয় পাচ্ছে। কিমের হাতে মার খেয়ে একজন এখনও কাতরাচ্ছে। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্যজন হরিচন্দরকে অনুরোধ করল বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। হরিচন্দর জানাল ওরা যে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে সেটাই ওদের ভাগ্য। কুলিরা যদি ওদের খুন করার জন্য পিছু না নিয়ে থাকে তাহলে এতক্ষণে নাগালের বাইরে চলে গেছে। রাজা সাহেব আছেন এখান থেকে প্রায় নব্বই মাইল দূরে। সিমলা যাওয়ার টাকা পয়সা জোগাড় করা তার পক্ষে এখন অসম্ভব। তার উপর যদি শোনেন যে একজন সাধুকে ওরা মেরেছে তাহলে সবাইকে হাজতে ঢোকাবেন উনি। মহা অপরাধ করেছে ওরা। মারাত্মক পরিণাম হবে এর। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ওদের প্রতিক্রিয়া বুঝে হরিচন্দর আবার বলল, বাঁচার পথ এখন একটাই খোলা আছে। আর তা হলো, কোন মতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম হয়ে পালিয়ে পালিয়ে সিমলায় পৌছানো।

'কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ এভাবে ভিখারীর মত পালাতে আমাদের কেমন লাগবে?' বলল ফরাসী লোকটি।

'পালানোর কথা বলছ?' কাতরে উঠল অন্য বিদেশী লোকটি, বলল, 'আমি তো হাঁটতেই পারছি না···ইচ্ছে করছে রিভলবারের এক গুলিতে···'

'আবার রিভলবারের কথা বলছে?' চিৎকার করে উঠল রাশিয়ান লোকটি, 'আমাদের কি ক্ষতি হয়ে গেল, তা একবার ভেবে দেখেছ? সবকিছু নিয়ে ব্যাটারা ভেগেছে। আট মাসের পরিশ্রম মাটি হয়ে গেল। এর মানে কিছু বুঝতে পারছ?'

বাগড়া বেধে গেল দুজনের মধ্যে। আপনমনে হাসছে হরিচন্দর। সে জানে বাক্সগুলো এখন আছে কিমের কাছে। আর তার ভেতরে আছে আট মাসের কূটনীতি।

চোদ্দ

জ্যোৎস্নালোকিত রাত। পথে নেমেছে দল। একটু আগে ভাল ঘুম দিয়ে চাঙ্গা বোধ করছে লামা। কিমের কাঁধে আলতোভাবে ভর দিয়ে হাঁটছে সে। পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরপথে উপরের দিকে উঠছে ওরা। চিনি উপত্যকা পার হয়ে বিশাল এক চারণভূমির সামনে পৌঁছাল দল। কাছাকাছি সমতল জায়গায় কয়েকটি কুঁড়েঘর দেখা গেল।

কিম এবং লামাকে একটা কুঁড়েঘরের দিকে নিয়ে গেল কুলিরা। 'এখানে থাকো তোমরা। তোমাদের জন্য আমরা খাবার পাঠিয়ে দেব। লাল ঢাকনা দেয়া ঝুড়িটাও পাবে সঙ্গে,' কিমকে লক্ষ্য করে বলল একজন, 'অবশ্য ওই ঝুড়িটা যদি কাজে না লাগে, তাহলে কি করতে হবে, দেখো...' জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লোকটি। তারপর একটা খালি বোতল তুলে নিয়ে সোজা ছুঁড়ে দিল বাইরে, শূন্যে। উৎকর্ণ হলো কিম, কোথায় পড়ে বোতলটা। 'মাটিতে পড়ার শব্দ শোনার চেষ্টা করে লাভ নেই,' কিমকে বলল লোকটি, 'মাটি এত নিচে যে জীবনেও তুমি ওই বোতলের শব্দ শুনতে পাবে না। পৃথিবীর শেষ ওখানে।' কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেল লোকটি।

লামার শোবার জন্য একটা কম্বল বিছিয়ে দিল কিম। নিঃশব্দে ধ্যানমগ্ন হলো লামা। পাশে শুয়ে একসময় কিম নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোর। ঘুম ভাঙার পর ঘরের বাইরে এল কিম। চমকে উঠল সে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মাথায় নীলকান্ত মণি আর বোতাম বসানো শিরস্ত্রাণ। কুলিরা ধারেপাশে কেউ নেই। 'ওরা চলে গেছে,' কিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল মেয়েটি, 'যাবার সময় এই ঝুড়িটা তোমার জন্য রেখে গেছে,' লাল অয়েলস্কিনে মোড়া ঝুড়িটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'বলে গেছে ওটা তোমাকে পৌঁছে দিতে। আমাকে ডাকা হয় শ্যামলেগের নারী নামে।'

ঝুড়িটা হাতে নিয়ে মেয়েটিকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত ঘরে ঢুকল কিম। মুখ খুলতেই ঝুড়ির ভেতরে দেখা গেল ছোটছোট যন্ত্রপাতি, বইপত্র, ডায়েরি, ম্যাপ ও কিছু চিঠিপত্র। ঝুড়ির একদম তলায় রাজরাজরাদের ডাক বিনিময়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি এমব্রয়ডারী করা থলে। বই আর দলিলপত্রগুলোকে দ্রুত আলাদা করে ফেলল কিম। চিঠিপত্র আর দলিলগুলোকে কোটের ভেতরে বেল্টের

সঙ্গে বেঁধে নেয়া যায়, আর বইগুলোকে খাওয়ার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলে চলবে। মনে মনে প্ল্যান করল কিম। জিনিসগুলোকে সরিয়ে রেখে ঝুড়িটাকে নিয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল কিম। তারপর ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কালির দোয়াত, রং-এর বাক্স, কম্পাস, রুলার শূন্যে উড়ে গেল মৌমাছির ঝাঁকের মত। তারপর ভোরের কুয়াশান্ত হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। জানালার বাইরে অর্ধেক শরীর বের করে দিয়ে কান খাড়া করল কিম, কিন্তু পতনের কোন শব্দই শোনা গেল না এত উপর থেকে।

জানালা বন্ধ করে কাগজপত্র এবং বইগুলো গুছিয়ে দুটো প্যাকেট বানাল কিম। একটাকে বেল্টের ভেতরে এবং আরেকটাকে খাওয়ার ব্যাগের একদম তলায় রেখে দিল সে।

দরজায় টোকা পড়তেই চমকে তাকাল কিম। স্যামলেগের মেয়ে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি বলল, 'গায়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে নিয়েছ তো?'

'কেন?' বিস্মিত কিম, প্রশ্ন করল। ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওই গরীব লোকগুলোর কথা ভেবে দেখো। কাল রাতে এত করে বললাম, ওরা আমার কথা শুনল না। আমি জানি সাহেবরা ভীষণ চটে আছে ওদের উপর, রাজা সাহেবও খেপবেন।'

'ওহ! আর সে জন্যেই বুঝি সতর্ক হওয়ার কথা বলছ?'

'ওদের আমি থোড়াই পরোয়া করি, এক ফুঁ-এ উড়িয়ে দিতে পারি সব কয়টাকে। কিন্তু ওই হেকিমবাবুর জন্যে চিন্তা হচ্ছে। সাহেবরা পাহাড়ীদের আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারে না। কিন্তু বাবুরা পারে...'

'ওই হেকিম সাহেবের কাছে একটা খবর পৌঁছে দিতে পারবে?'

'তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি,' বলল মেয়েটি।

মৃদু হেসে নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল কিম। ঝটপট লিখল: ম্যাপ, চিঠিপত্র, দলিল সব এখন আমার কাছে। এবার কি করণীয় জানান। লামা এখনও সুস্থ হয়নি। কথাগুলো লিখে মেয়েটির দিকে কাগজটি বাড়িয়ে দিল কিম। বলল, 'এটি ওর কাছে পৌঁছে দাও। এই কাগজ পড়লে হেকিম আর মুখ খুলবে না। আশা করছি ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি।'

'না, পারেনি। আমার লোকেরা ওদের উপর নজর রাখছে। ওরা কোনদিকে যাচ্ছে কোথায় থামছে, মুহূর্তে মুহূর্তে খবর পাঠাচ্ছে ওরা।' মেয়েটির কথা শেষ না হতেই হঠাৎ কোথাও চিলের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। পরমুহূর্তেই চিনা উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক শোনা গেল চিলের চিৎকার। একজনেরটি শুনে জানান দিচ্ছে অন্য আরেকজন–জানিয়ে দিচ্ছে পরস্পরকে বিদেশীদের অবস্থান। হঠাৎ বুকের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে একমুঠ আখরোট বের করল

মেয়েটি। তারপর একটা বেছে নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে খুব যত্ন করে দুভাগ করল। ভেতরের শাঁসটুকু খেতে খেতে খোলের এক অর্ধেক বাড়িয়ে দিল কিমের দিকে। চোখেমুখে কৌতুকের চিহ্ন মেয়েটির। ওর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হলো কিম। হাতে লেখা চিঠিটাকে যত্ন করে ভাঁজ করে আখরোটের খোলের ভেতর ঢুকাল সে। মেয়েটির হাত থেকে অপর অংশটি নিয়ে ঢেকে দিল কাগজটি। কোথাও থেকে খানিকটা মোম এনে দিল মেয়েটি। আখরোটের চারপাশে ঘষে ঘষে আটকে দিল কিম।

'যাও, এটি নিয়ে হেকিমকে দাও।' বন্ধ আখরোটটি বাড়িয়ে দিল মেয়েটির দিকে।

'হেকিম যদি আমাকে দেখে রেগে যায়?' আখরোটটি হাতে নিয়ে বলল মেয়েটি।

'যাবে না,' বলল কিম, 'তাছাড়া এরি মধ্যে সব গ্রামের মানুষই জেনে গেছে সাহেবরা কি দুষ্কর্ম করেছে।'

'ঠিকই বলেছ। জিগলাদর গ্রামের লোকেরা জেনেছে মধ্যরাতে, কাল নাগাদ জানবে কোটগড়ের লোকেরা। খেপে আছে গ্রামবাসীরা।'

'ওদের খেপতে মানা করে দিয়ো। এবং বলবে, ওরা যেন সাহেবদের নির্বিঘ্নে যেতে দেয়। ওদেরকে এই এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে। চুরি করা এক জিনিস আর খুনখারাবি আরেক। যাও, জলদি যাও তুমি।'

'যথা আজ্ঞা, গুরু,' গলার রুপার গয়নাগুলোতে শব্দ তুলে চলে গেল শ্যামলেগের মেয়ে।

সন্ধ্যার আগে মোমে আটকানো আখরোটটি নিয়ে আবার ফিরে এল মেয়েটি। বাড়িয়ে দিল সে ওটা কিমের দিকে। দ্রুত খুলে ফেলল কিম ওটাকে। ভেতরে রয়েছে হরিচন্দর বাবুর লেখা একটা চিরকুট—সঙ্গীদের এখনও ছাড়াতে পারিনি। এদের আমি সিমলায় নিয়ে যাব। অনুসরণ কোরো না। আমি নিজে তোমাদের খুঁজে বের করব। জিনিসগুলোর জন্য ধন্যবাদ।

চিঠিটা পড়ে লামার উদ্দেশে কিম বলল, 'সাধুবাবা, হেকিম বলেছে যত দ্রুত সম্ভব সে ওই বদমায়েশগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। আমরা কি এখানে অপেক্ষা করব?'

বেশ কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন থাকল লামা। তারপর বলল, 'না, এখানে থাকা ঠিক হবে না। আমি লোভ করে পাহাড়ে উঠেছি। আমার নদী পাহাড়ে নেই। ভগবান বুদ্ধের তীর পর্বতে পড়েনি, পড়েছে সমতলে। নদীর সন্ধানে আমাকে নিচেই যেতে হবে।'

'কিন্তু···হেকিমের জন্য একটু অপেক্ষা করলে ভাল হত না?'

'আমি আর বাঁচব কয়দিন? সময় তো ফুরিয়ে এসেছে। তোমার হেকিম

আমার জন্যে কি করবে?'

'তুমি তো অসুস্থ। কাঁপছ,' বলল কিম।

'নদীর সন্ধানে বেরিয়ে আমি তো বসে থাকতে পারি না,' কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেল বুড়ো। কয়েক কদম এগিয়ে এসে দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল আবার।

'ওঁর ব্যবস্থা আমি করছি,' বলল মেয়েটি। গ্রামের কয়েকজন লোককে ডেকে একটা ডুলি জোগাড় করে দিল মেয়েটি।

'যতদূর পর্যন্ত সম্ভব ওঁকে বয়ে নিয়ে যাও তোমরা,' নির্দেশ দিল মেয়েটা।

'সাধুবাবা, দেখো,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কিম বলল, 'পাহাড়ের মানুষেরা সমতলের মানুষের চাইতে অনেক অনেক ভাল।' যত্ন করে লামাকে ডুলিতে ওঠানো হলো। রওয়ানা হলো দল।

পনেরো

হরিচন্দর মুখার্জি বিদেশী দুজনকে পথ দেখিয়ে মাশোবরা সুড়ঙ্গের কাছে পৌঁছে দিল। এখান থেকে ওরা নিজেরাই রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে। হরিচন্দর নিজে ফিরে চলল কিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে লামার দল। অসুস্থ লামার ডুলি কাঁধে নেয়ার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। ফলে সারাদিনে মাত্র বারো মাইলের বেশি এগুতে পারছে না ডুলি। হঠাৎ হঠাৎ বুনো ছাগলের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওক বনের ভেতর দিয়ে কুয়াশাঢাকা পথে এগিয়ে চলেছে ওরা। তীব্র শীতের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম পার হচ্ছে দল। সমভূমি শিওয়ালিক্স এ লামাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল পাহাড়ীরা।

হিমালয় পর্বতের দিকে হাত তুলে লামা বলল, 'হে পাহাড়, আমার প্রভুর তীর তোমার কাছে পড়েনি। তোমার বাতাসে আমি আর শ্বাস নেব না।'

'কিন্তু তুমি তো ওই নির্মল বাতাসেই আগের চাইতে সুস্থ হয়েছ,' বলল কিম। লামা ওর কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'তীরটি এই সমভূমির কোথাও পড়েছে। আস্তে আস্তে হাঁটলে নিশ্চয় আমরা নদীর দেখা পেয়ে যাব।'

খুব ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছে কিম এবং লামা। কিমের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটে লামা। রাতে কোথাও থেমে বিশ্রাম নেয়। ভোরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে

লামার জন্য খাবার জোগাড় করে কিম। খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হয় যাত্রা। কোথাও থামলে বুড়ো মানুষটার মাথা নিজের কোলের উপর নিয়ে বসে থাকে কিম।

এক বিকেলে লামা বলল, 'আমার সারাজীবনে তোমার মত শিষ্য পাইনি আমি। নদীটি খুঁজে পেলে মুক্তি ঘটবে আমাদের দুজনের।' একটু থেমে বুড়ো বলল, 'তুমি কি কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে, বৎস?'

নিজেকে নিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে আছে কিম। সে ভাবছে রাস্তায় যদি কাউকে পাওয়া যায় তাহলে জিনিসপত্রগুলো তার হাতে বুঝিয়ে দিত, যেন হরিচন্দ্রকে পৌঁছে দিতে পারে। ওর নিজেরও শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গায়ে জ্বর, বুকে কাশি। হঠাৎ লামার শেষ কথাটি শুনে চমকে তাকাল সে, 'এ সব কি বলছ?' অভিমানাহত কণ্ঠে বলল কিম, 'আমি তো সাপ বা কুকুর নই যে ভালবাসার মানুষকে কামড়ে দেব।'

'তোর বড় মায়ারে,' সস্নেহে কিমকে বলল লামা।

'তোমাকে না জানিয়ে একটি কাজ করে ফেলেছি আমি। কুলু মহিলার কাছে খবর পাঠিয়েছি, বলেছি একটা ডুলি পাঠাতে। আমরা দুন্ এ ডুলি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'ঠিকই করেছ।...যদিও মহিলাটি একটু বেশি কথা বলে, তবুও তার মন বেশ নরম।'

'ও যাতে তোমাকে বিরক্ত না করে সে বিষয়ে আমি খেয়াল রাখব। আমি নিজে তোমার কোন যত্ন করতে পারিনি, অনেক পথ হাঁটিয়েছি তোমাকে।' গলার স্বর ভারী হয়ে আসছে কিমের, 'তোমাকে বহুদিন পথে ফেলে রেখে আমি অন্য মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় কাটিয়েছি।...আমি তোমাকে ভালবাসি গুরু, তুমি অসুস্থ হয়ে যেয়ো না,' ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল কিম। লামার পায়ের কাছে বসে পড়ল সে।

'এসব কি বলছ তুমি! আমি তো বেঁচেই আছি তোমার কারণে। বুড়ো গাছ যেমন দেয়াল আঁকড়ে বেঁচে থাকে,' সস্নেহে কিমের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল লামা, 'চলো আগে কুলু মহিলার বাড়ি যাই, ওখানে গেলে তুমিও তাজা হয়ে উঠবে।'

পালকি নিয়ে হাজির হয়েছে কুলু মহিলার চাকরেরা। লামাকে পালকিতে চড়ানো হলো।

শাহরানপুরের সেই কুলু মহিলার বাড়িতে যখন ডুলি পৌঁছাল মহা খুশি হলো মহিলা। কিন্তু কিমের শীর্ণ চেহারা দেখে সে ভাব বেশিক্ষণ থাকল না। তবুও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'রোগা ছেলেটির ভার আমি নিলাম। ওকে খাইয়ে

দাইয়ে আবার মোটাতাজা করে তুলব।'

কিম কোথায় থাকবে, ওর করণীয় কি কি, বিস্তারিত নির্দেশ দিল মহিলা। কিমের আপত্তির প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র কাগজপত্র ও বইগুলো তালাসহ একটা বাক্সে রাখার অনুমতি দেয়া হলো ওকে। মাহবুব আলীর দেয়া পিস্তল এবং প্যাকেট দুটোকে বাক্সে তালাবন্দী করে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল কিম।

স্বাদে গন্ধে এক আজব পানীয় তৈরি করে কিমকে খেতে দিল মহিলা। পুরোটা গিলতে বাধ্য করা হলো।

ঘরের বাইরে যেতে হয় না কিমকে। প্রতিদিনই গা ম্যাসেজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মহিলা নিজে তদারক করছে কিমের খাওয়া দাওয়া।

শাক সবজি, মুরগী তো আছেই। সঙ্গে মাছ, দুধ এবং মশলা দিয়ে বিশেষ বলবর্ধক খাবার তৈরি করা হয় কিমের জন্য।

ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠছে কিম, শরীরে অস্বস্তিকর কোন ব্যথাবেদনা এখন আর নেই, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে সে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল কিম। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। প্রশ্ন করল, 'আমার সাধুবাবা কোথায়?'

'ওর কথা তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল মহিলা, 'তবে ওর খ্যাপানি ঠেকাতে পারিনি আমি। খাওয়া দাওয়া বাদ দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছেন, তারপর ঝাঁপ দিয়েছেন ঝরণার পানিতে। পাগলামি নয় তো কি এসব? তুমি বলো সাধুগিরি?...ওর কথা ভেবে ভেবে আমার পাগল হবার দশা হয়েছে। তার উপর বলে কিনা মুক্ত হয়ে গেছে।...ওই গুরুকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। উনি নিজেই প্রতিদিন এসে তোমাকে দেখে গেছেন।'

'শেষ কবে যে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে, মনেও করতে পারছি না,' বলল কিম, 'এ ক'টা দিন কেটেছে আমার সাদাকালো, আলো অন্ধকারের ঘোরের মধ্যে। আমি অসুস্থ ছিলাম না, ক্লান্ত ছিলাম মাত্র।'

'হ্যাঁ, এমন ক্লান্ত যা শুধু বুড়োরাই হয়,' বলল মহিলা।

'তোমার এ বাড়ি এ ঘর এ সংসার সবার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ হোক,' বলল কিম।

'থাক, থাক। নিজেকে যদি সাধুসন্ত কিছু ভেবে থাকো, তাহলে দেবতাদের প্রশংসা করো। আর আমার জন্যে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে মা বলে ডাকো।'

'মা, তুমি আমার মা,' আবেগাপ্লুত কিম বলল।

'হ্যাঁ, বাবা, তুই আমার ছেলে,' নরম কণ্ঠে বলল মহিলা, 'হেকিমও ফিরে এসেছে। ওর শরীরও বেশ খারাপ,' বলল মহিলা।

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল কিম।

'হবে, দেখা হবে। আমি খবর পাঠাচ্ছি এখুনি,' দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মহিলা। কয়েক মিনিটের মধ্যে হরিচন্দর মুখার্জি এসে হাজির হলো কিমের ঘরে।

'কেমন আছ তুমি? শরীর ঠিক হয়েছে তো?' প্রশ্ন করল হরিচন্দর।

'না, এখনও পুরোপুরি হয়নি,' কাঁপা কাঁপা হাতে বাক্সের চাবিটি বের করল কিম, বলল, ওসব কাগজপত্রের বোঝা থেকে মুক্তি চায় সে। চাবিটা বাড়িয়ে দিল হরিচন্দরের দিকে। বলল, 'হাতে লেখা কাগজগুলো রেখে দিয়ে ঝুড়িসহ বাকি জিনিসপত্র সব ফেলে দিয়েছি।'

বাক্স খুলে লাল অয়েলস্কিনে মোড়া বান্ডেলটি বের করল হরিচন্দর। কাগজগুলো পরীক্ষা করে বলল, 'চমৎকার। সব কিছু আছে এখানে। এই দেখো, বিশ্বাসঘাতক হিলাজদের লেখা চিঠিগুলোও এখানে আছে। অবশ্য তুমি তো এসবের কিছুই বোঝো না। নাকি বোঝো?' কৌতূহল হরিচন্দরের চোখে।

'সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?' হরিচন্দরের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কিম।

'ঠিক আছে সব,' প্যাকেটগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে বাক্সটি আবার খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে হরিচন্দর বলল, 'এগুলো নিয়ে আমি এখুনি চলে যাব। লুরগান সাহেবকে তোমার সব কীর্তির কথা জানাব। উনি খুব খুশি হবেন। আমার রিপোর্টে তোমার নাম থাকবে। অবশ্য রিপোর্টটি হবে মৌখিক। আমাদের ডিপার্টমেন্টে লিখিত রিপোর্টের রেওয়াজ নেই।'

'সাধুবাবা খুব অসুস্থ ছিলেন। উনি এখন কেমন আছেন?'

'ভদ্রলোক এ বাড়িতে পৌঁছাবার পর থেকেই অদ্ভুত আচরণ করছে। প্রায়ই কোথায় কোথায় চলে যায়। একদিন অনুসরণ করলাম ওকে। দেখি একটা গাছের নিচে বসে ধ্যান করছে। তারপর হঠাৎ উঠে সোজা ছুটলেন নদীর দিকে। আমিও চললাম পিছু পিছু। নদীর সামনে এসেই ঝাঁপ দিল পানিতে। ডুবেই যেত অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে পাড়ে তুললাম ওকে।'

'নইলে হয়তো মারাই যেত,' উদ্বেগ প্রকাশ করল কিম।

'মহা আনন্দ তার। বলছে জীবনের সব পাপ নাকি ধুয়েমুছে গেছে।' একটু থেমে হরিচন্দর বলল, 'সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তুমি সোজা সিমলায় চলে এসো। লুরগানের বাড়িতে আমাদের দেখা হবে। তোমার কাজের জন্য প্রচুর সম্মান পাবে তুমি। দস্তুর মত গর্ববোধ করছি আমরা। মাহবুব আলী মহা দুশ্চিন্তায় ছিল তোমাকে নিয়ে।'

'মাহবুব আলী! মাহবুব আলী কোথায়?'

'এ এলাকাতেই কোথাও আছে।'

'ও এখানে কেন? সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে খুলে বলো সব।'

'তোমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি। একদিকে তুমি অসুস্থ, কাগজপত্র কোথায় আছে জানি না, মাহবুবকে টেলিগ্রাম পাঠালাম। চলে এল সে। এখন সাধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। আমি এখুনি বেরিয়ে যাব। তাড়াতাড়ি গেলে চারটা পঁচিশে আম্বালার ট্রেনটি ধরা যাবে...' কিমের সাথে হ্যান্ডশেক করে চলে গেল হরিচন্দর।

টলমল পায়ে উঠনে এল কিম। হাঁটু কাঁপছে, সূর্যের ঝাঁ-ঝাঁ আলো চোখে লাগছে। ধুপ করে বসে পড়ল মাটিতে। পুরো ঘটনা পূর্বাপর মনে করার চেষ্টা করল কিম। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। এলোমেলো পা ফেলে গেট পার হয়ে রাস্তায় চলে এল কিম। হাঁটতে শুরু করল সোজা। প্রায় আধমাইল হাঁটার পর বিশাল এক বটগাছের ছায়ায় এসে থামল কিম। অসুস্থ লাগছে আবার। শুয়ে পড়ল সে গাছের ছায়ায় মাটিতে। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল কিম।

বাড়ি থেকে বের হবার পর থেকেই ওর উপর নজর রাখছিল কাজের লোকগুলো। লামা এবং মাহবুব আলী বেড়ানো শেষ করে বাড়ি ফিরতেই খবরটি জানাল ওরা দুজনকে। দ্রুত বটগাছের কাছে ছুটে এল ওরা। গভীর ঘুমে অচেতন কিম।

'এত ভাল শিষ্য আমি কখনও পাইনি। যেমন মায়া, তেমনি বিদ্বান ও সত্যবাদী শিষ্য ছেলেটি।' বলল লামা।

'কথাগুলো ঠিক। কিন্তু ওকে নিয়ে এখন কি করব?'

'ও আমাকে নদী খুঁজতে সাহায্য করেছে। নদীতে ডুব দিয়ে পাপমুক্ত হয়েছি আমি। ওর নিজেরও অধিকার আছে পবিত্র হওয়ার,' বলল লামা।

'তারপর?' মাহবুব আলী লামার নদীর কথা, ধর্ম, বিশ্বাস কিছুই বুঝে না। কিমকে সরকারী কাজে লাগাবার জন্য উদগ্রীব সে।

'ও নদীতে গোসল করবে,' বলল লামা।

'গোসল না হয় করল। কিন্তু ওকে তো সরকারের প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, সে কারণেই ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। কিন্তু সবার আগে ওকে পবিত্র হতে হবে।'

কিমকে সরকারী কাজের জন্য অনুমতি দেয়ায় তৃপ্ত হলো মাহবুব আলী। নদী, গোসল নিয়ে ওর মাথা ব্যথা নেই। বলল, 'আমি তাহলে এখন যাই।' চলে গেল মাহবুব আলী।

ধ্যানে বসল লামা। কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ প্রার্থনা করল সে। তারপর বলল, 'বাবা, ওঠো, এবার জেগে ওঠো, আমরা নদীর খোঁজ পেয়ে গেছি।'

নড়েচড়ে উঠে বসল কিম। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে লামাকে বলল, 'মনে হচ্ছে

আমি যেন একশো বছর ঘুমিয়েছি। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তুমি কেমন আছ, বাবা? পায়ের দুর্বলতা কেটেছে? মাথাব্যথা, ঝিমঝিম ভাব গেছে?'

'গেছে। সবকিছু ঠিকঠাক আছে,' বলল লামা।

'চোখে কেমন যেন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না,' কাতর কণ্ঠে বলল কিম।

'সব তুমি দেখতে পাবে, বৎস। খোঁজাখুঁজির পালা শেষ হয়েছে। সারা পথ তোমার গায়ে ভর দিয়ে চলেছি আমি, তাই দুর্বল হয়ে পড়েছ তুমি। এখানে এসে তোমার জন্য খুব দুশ্চিন্তা হলো। ধ্যানে বসলাম আমি। দুই দিন দুইরাত্রি থাকলাম ধ্যানে। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠল নদীটি, দেখলাম আমগাছগুলোর পেছনেই আছে ওটা। জানামাত্র ছুটলাম নদীর দিকে। ঝাঁপ দিলাম পানিতে। টেনেটুনে তুলল সেই হেকিম। আমার সব পাপ ধুয়েমুছে গেছে। চলো, তোমাকেও নিয়ে যাই নদীর কাছে। আমার মত তুমিও মুক্ত হবে। এসো।'

সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে নদীর পথে রওয়ানা হলো ওরা।

* * * *